বার্ষিক পত্রিকা-২০২৫

# ফ্রেণ্ডেল

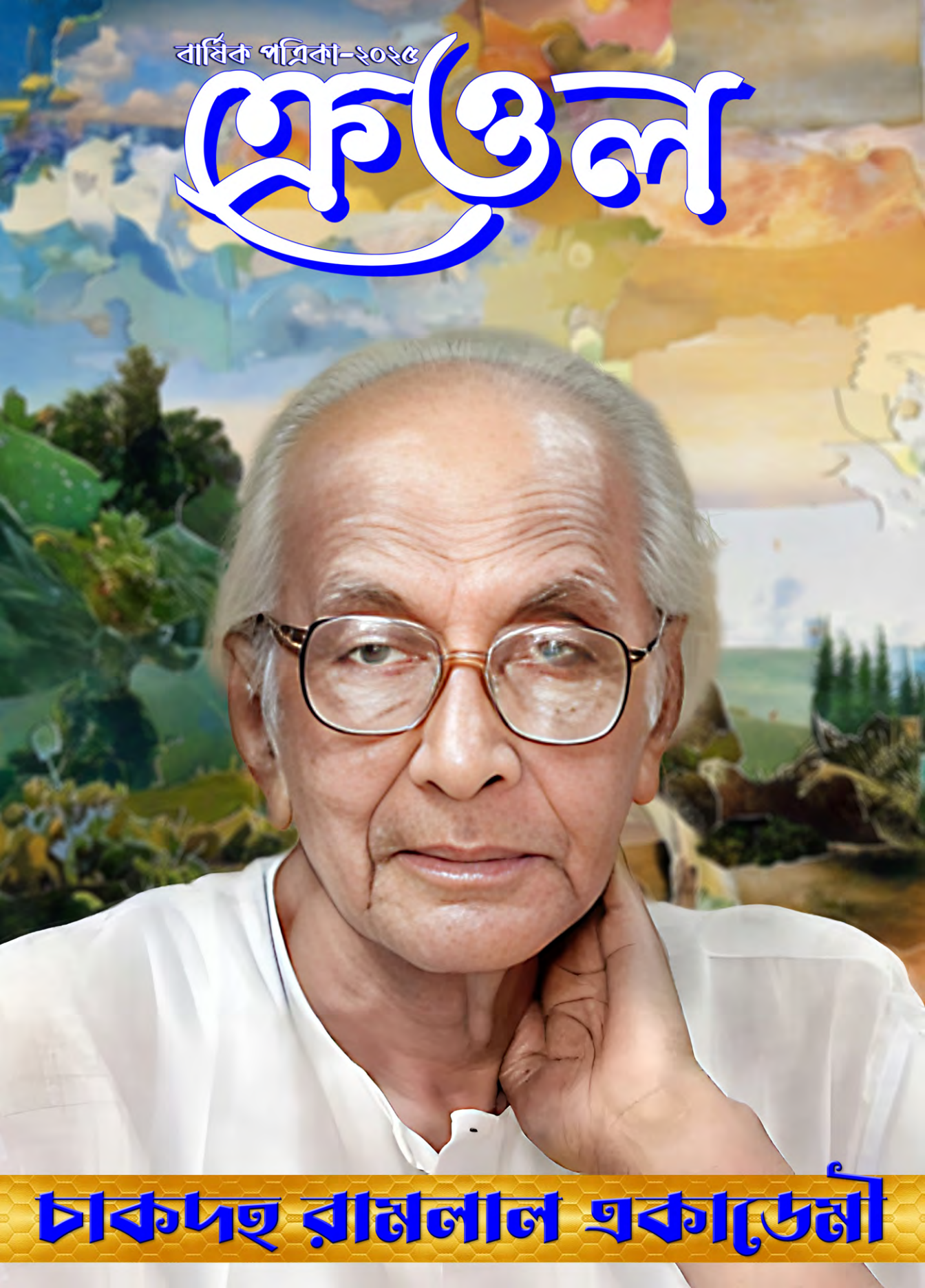

## চাকদহ রামলাল একাডেমী

# Mr. Joe Winter, a renowned British poet, at Chakdaha Ramlal Academy on 03.02.2023

# চাকদহ রামলাল একাডেমী

## (উচ্চতর মাধ্যমিক)

### চাকদহ, নদীয়া।

W.B.B.S.E. : Index No. D2-026 I W.B.C.H.S.E. : Index No. 112022 I H.S. Centre Code 4302
W.B.S.C.V.E. & T. Code No. : 6281 I DISE Code : 19102500903

**স্থাপিত ঃ ১৯০৭**

# ''স্ক্রেওল্''

## বার্ষিক পত্রিকা

## ৫৫তম বর্ষ, ২০২৫

### পত্রিকা উপ-সমিতি

**উপদেষ্টা মণ্ডলী** ▸▸ ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক,
সোমনাথ মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক,
নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, সহকারী শিক্ষক।

**যুগ্ম সম্পাদক** ▸▸ গোপাল চন্দ্র তালুকদার, সুবীর কুমার সাহা

**বিদ্যালয় পত্রিকা উপসমিতি** ▸▸ সুবীর কুমার সাহা ও কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, দেবকুমার মণ্ডল, সাধন মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার, তারকনাথ চন্দ, বৈশাখী ব্যানার্জি, শাশ্বতী সেন, অঞ্জন বিশ্বাস।

**প্রকাশক** ▸▸ ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক।

**মুদ্রণ** ▸▸ চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চাকদহ, নদীয়া।

**প্রচ্ছদ** ▸▸ দেবকুমার মণ্ডল ও নৃপেন মণ্ডল।

**প্রকাশনার তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২৫**

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ২০ |
| নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় মানবতা | প্রদীপকুমার সরকার | ২১ |
| ...প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু..... | বিপুল রঞ্জন সরকার | ২৩ |
| বন্ধু | ঐশী বিশ্বাস | ২৭ |
| শীত | সাজ গোস্বামী | ২৭ |
| The Mysterious Bus | Ayushi Bhowmick | 28 |
| ছোট্ট ছেলেটির ইচ্ছা | অদিতি মজুমদার | ২৮ |
| Success | Patatri Rudra | 28 |
| সংকট | সিঞ্জন ব্যানার্জী | ২৯ |
| স্বপ্নের সর্বনাশ | শারণ্যা সাহা | ২৯ |
| আঁধারে নারী | নেহা দাস | ৩০ |
| শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি | পৃথ্বিজীৎ সমাদ্দার | ৩০ |
| শহরের গল্প | অদ্রিজা ব্যানার্জী | ৩০ |
| Examination | Patrali Rudra | 31 |
| চাষী | সোহেল মণ্ডল | ৩২ |
| আমাদের পড়াশোনা | ভ্যালেনটিনা সরকার | ৩২ |
| কবি | মৈনাক মণ্ডল | ৩২ |
| সবার প্রিয় মোহনবাগান | অর্কদীপ রায় | ৩৩ |
| বন্ধু | সায়ন সরকার | ৩৩ |
| The Song of Nature | Adrija Bandyopadhyay | 34 |
| Adventure Story : The Journey of an Alchemist | Ayanjit Saha | 35 |
| সুনিতা উইলিয়ামস্ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান চিন্তা | বিক্রম চক্রবর্তী | ৩৬ |
| The Fine Creature | Suchana Biswas | 38 |
| Distraction By Mobiles In Human Life | Baisakhi Mondal | 40 |
| দুর্যোগের সঙ্গী | প্রজ্ঞান দাস | ৪১ |
| The Secret Temple | Sanjhbati Nag | 42 |
| A mysterious piece | Abhipsha Bhattacharjee | 43 |
| টি-20 বিশ্বকাপ 2024 | সপ্তম পোদ্দার | ৪৫ |

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| Adventure of twenty nights | Jit Biswas | 46 |
| The little maid | Sulagna Bhandari | 47 |
| দীঘা ভ্রমণের কথা | ঐশী বিশ্বাস | ৪৮ |
| Room No Thirteen | Saptaporni Sarkar | 49 |
| লটারি | অভীপ্সিতা মিত্র | ৫১ |
| My first visit to Assam | Ahanika Ghosh | 53 |
| অনন্ত সুখ | মল্লিকা সর্দার | ৫৪ |
| The Mysterious Bermuda Triangle | Saumita Das | 56 |
| বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন | অর্ঘ্য অধিকারী | ৫৮ |
| Mahakumbh Yatra | Rupankar Bera | 59 |
| Human Civilization & Space | Shubhayan Dey | 61 |
| কলকাতায় একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা | সপ্তক বিশ্বাস | ৬২ |
| 'মা' এক অমৃত ধারা | রিদ্ধিমা সাহা | ৬৩ |
| আলো ফেরি | দেবকুমার মণ্ডল | ৬৩ |
| এবার তবে যাই | অঞ্জন বিশ্বাস | ৬৪ |
| জীবন এক যুদ্ধ | সৌরভ দে | ৬৫ |
| দিশা | পরিমল জোয়ার্দার | ৬৬ |
| ঋতুচক্র | অঞ্জয় কুমার শাসমল | ৬৭ |
| জাতির পিতাকে | রথীন্দ্রনাথ দেবরায়, | ৬৮ |
| মনে পড়ে ..... | শংকরনাথ সরখেল | ৬৯ |
| আমার বিদ্যালয় | দীপঙ্কর সরকার | ৭০ |
| প্রসঙ্গ ঃ কাশ্মীর | বিজন কুমার চক্রবর্তী | ৭১ |
| From Rajgir to Bodh Gaya | Subir Kr Saha | 74 |
| মানব কল্যাণে আমরা | রাজেশ কুমার চ্যাটার্জ্জী | ৭৭ |
| স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদকের কলমে | সাধন মণ্ডল | ৮২ |
| ফিরে দেখা এক বছর (২০২৪-২০২৫) ঃ চাকদহ রামলাল একাডেমি | ড. রিপন পাল | ৮৮ |

## বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ – ২০২৫

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত |
| সম্পাদক | ঃ | ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক |
| শিক্ষামোদি সদস্য | ঃ | শ্রী অভিজিৎ মণ্ডল |
| শিক্ষামোদি সদস্য | ঃ | শ্রী স্বপন সরকার |
| সদস্য (সরকারী আধিকারিক) | ঃ | এস.আই. অব স্কুলস্, চাকদহ আরবান সার্কেল |
| সদস্য (চিকিৎসক) | ঃ | সুপারিনটেনডেন্ট, চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল |
| অভিভাবক সদস্য | ঃ | শ্রী শুভেন্দু গুপ্ত |
| অভিভাবক সদস্য | ঃ | শ্রী অজয় কুমার সিংহ রায় |
| শিক্ষক প্রতিনিধি | ঃ | শ্রী দেবকুমার মণ্ডল |
| | ঃ | শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার |
| | ঃ | শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী |
| শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি | ঃ | শ্রী শংকর চ্যাটার্জী |

## কর্মচারী সংসদ (স্টাফ কাউন্সিল)

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক |
| সম্পাদক | ঃ | শ্রী সাধন মণ্ডল, সহ-শিক্ষক |

## শিক্ষা সংসদ (একাডেমিক কাউন্সিল)

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক |
| সম্পাদক | ঃ | শ্রী সোমনাথ মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক |
| সদস্য | ঃ | শ্রী পরিতোষ উকিল, শ্রীমতী পারমিতা পাল |
| | | শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার |

## অর্থ উপসমিতি

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | ঃ | শ্রী মানবেন্দ্র দত্ত |
| সম্পাদক | ঃ | ডঃ রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক |
| সদস্য | ঃ | শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী |

# শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

## প্রধান শিক্ষক

১। ডঃ রিপন পাল - এম.এসসি., বি.টি., পিএইচ.ডি.

## সহকারী প্রধান শিক্ষক

২। শ্রী সোমনাথ মজুমদার - এম.এসসি., বি.টি., সি.আই.টি.এ.

## সহ শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ

৩। শ্রী দেবকুমার মণ্ডল - এম.এ., বি.টি.
৪। শ্রী নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস - এম.এ. (ট্রিপল), বি.টি., ডি.আই.টি.এ., এম.সি.এ.
৫। শ্রী গোপালচন্দ্র তালুকদার - এম.এ., বি.এড.
৬। শ্রী সুবীর কুমার সাহা - এম.এ., বি.এড.
৭। শ্রী রোহিত কুমার পাল - এম.এসসি., এম.এড., পি.জি. ডি.সি.এ
৮। শ্রী শিব প্রসাদ বিশ্বাস - এম.এ., বি.এড.
৯। শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস - এম.এ., বি.এড.
১০। শ্রী নিশীথ মণ্ডল - বি.এসসি., এম.পি.এড.
১১। মহঃ সাইফুদ্দিন মোল্লা - এম.এসসি., বি.এড.
১২। শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার - এম.এ. (ডবল), বি.এড. [ইংরাজী মাধ্যমের ভারপ্রাপ্ত এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত]
১৩। শ্রী তারক নাথ চন্দ - বি.এ. (অনার্স), বি.এড.
১৪। শ্রী পরিতোষ উকিল - এম.এসসি., বি.এড.
১৫। শ্রী সমীর কুণ্ডু - এম.এ., বি.এড.
১৬। শ্রী কৌশিক দেবনাথ - এম.এ., বি.এড.
১৭। শ্রী শম্ভুনাথ বসু - এম.এসসি., এম.বি.এ. ডি.আই.টি.এ., বি.এড.
১৮। শ্রীমতী বৈশাখী ব্যানার্জী - এম.এ., বি.এড.
১৯। শ্রী আনন্দ মণ্ডল - এম.এ., বি.এড.
২০। শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী - এম.কম., এম.এ., বি.এড. (এন.এস.এস. প্রোগ্রাম অফিসার)
২১। শ্রীমতী পারমিতা পাল - বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২২। শ্রী পরিতোষ মণ্ডল - বি.এসসি. (অনার্স), বি.এড.
২৩। শ্রী চন্দন ঘোষ - এম.এসসি., সি.সি.এইচ.এম., সি.আই.টি.এ., বি.এড.
২৪। শ্রী গোপাল মল্লিক - এম.কম., এম.এ., বি.এড.
২৫। শ্রীমতী মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী - এম.কম., বি.এড.
২৫। শ্রী মিলন শর্মা - এম.এসসি., বি.এড.
২৭। শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার - বি.এসসি. (অনার্স), এম.সি.এ., বি.এড.
২৮। শ্রীমতী মৌমুক্তা দত্ত - এম.এসসি., বি.এড.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৯। | শ্রী পরিমল জোয়ার্দার | - | এম.এসসি., বি.এড. |
| ৩০। | ড. সৌমেন দে | - | এম.এসসি., বি.এড., পি.এইচ.ডি. |
| ৩১। | শ্রী আশিস বৈদ্য | - | এম.এ., বি.এড., বি.এল.আই.এসসি. |
| ৩২। | শ্রী সাধন মণ্ডল | - | এম.এ. (ডবল), বি.এড. |
| ৩৩। | শ্রী অঞ্জন বিশ্বাস | - | এম.এ., বি.এড. |
| ৩৪। | শ্রীমতী মৌমিতা দাস | - | এম.এ. (ডবল), বি.এড. |
| ৩৫। | শ্রীমতী শম্পা বিশ্বাস | - | এম.এসসি., বি.এড. |
| ৩৬। | শ্রীমতী রীনা বৈদ্য | - | এম.এ., বি.এড., এল.এল.বি. |
| ৩৭। | শ্রী নৃপেন মণ্ডল | - | এম.কম., এম.এ., বি.এড. |
| ৩৮। | শ্রী চন্দন চক্রবর্ত্তী | - | এম.এসসি., বি.এড., এম.সি.এ. |
| ৩৯। | শ্রী অচিন্ত্য পোদ্দার | - | এম.এ., বি.এড. |
| ৪০। | শূন্যপদ | | |
| ৪১। | শূন্যপদ | | |
| ৪২। | শূন্যপদ | | |
| ৪৩। | শূন্যপদ | | |
| ৪৪। | শূন্যপদ | | |
| ৪৫। | শূন্যপদ | | |

## পার্শ্ব শিক্ষক - শিক্ষিকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীমতী চন্দনা বিশ্বাস | - | এম.এ., ডি.ইএল.এড. |
| ২। | শ্রীমতী মুক্তি বিশ্বাস | - | এম.এ., ডি.ইএল.এড. |
| ৩। | শ্রী উজ্জ্বল শীল | - | বি.এ. (অনার্স)., ডি.ইএল.এড. |

## ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষক - শিক্ষিকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রী রবিউল মণ্ডল | - | (টেলিফোন ও মোবাইল সেট রিপেয়ারিং) |
| ২। | শ্রী সুদীপ সরকার | - | ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, (‘ও’ লেবেল ডোয়েক) |
| ৩। | শ্রী পার্থ রায় | - | ইলেকট্রনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, পি.ডি.সি.এ. |
| ৪। | শ্রী শিবব্রত দাস রায় | - | এম.এসসি., এম.বি.এ. |
| ৫। | শ্রী সঞ্জয় সূত্রধর | - | এম.এ. |
| ৬। | শ্রী রণজিৎ মণ্ডল | - | এম.এসসি. |
| ৭। | শ্রীমতী রাখী ভৌমিক | - | এম.এ. |
| ৮। | শ্রী সুশান্ত শর্মা | - | এইচ.এস., আই.টি.আই. (কার্পেন্ট্রি) |
| ৯। | শ্রীমতী মিঠু রায় | - | এম.এসসি. |

## গ্রন্থাগারিক

১। শ্রীমতী শাশ্বতী সেন - বি.এসসি. (অনার্স), এম.লিব., এস্.সি।

## আই.সি.টি. ইন্স্ট্রাক্টর

১। শ্রী নীলাদ্রি মণ্ডল - বি.এ., ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটর অ্যাপ্লিকেশন, স্মার্ট কম্পিউটার

## সি.এল.টি.পি. ফ্যাকাল্টি

১। শ্রী সমিত মণ্ডল - বি.এ., ডি.আই.টি., এ.ডি.সি.এ.
২। শ্রী সায়ন্তন বিশ্বাস - বি.এ., ডি.আই.টি., এ.ডি.সি.এ.

## করণিক

১। শ্রী শুভায়ন দে - এইচ. এস.
২। শূন্যপদ
৩। শূন্যপদ

## শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১। শ্রী কল্লোল পাল চৌধুরী - বি.কম.
২। শ্রী শুভ্র প্রকাশ সিংহরায় - এম.এ.
৩। শ্রী শঙ্কর চ্যাটার্জী - অষ্টম উত্তীর্ণ
৪। শূন্যপদ
৫। শূন্যপদ

## ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষাকর্মী

১। শ্রী সায়ন্তন বিশ্বাস - বি.এ.

# বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম-বিষয়ক উপ সমিতি

## ক্রীড়া উপসমিতি

নিশীথ মণ্ডল (আহ্বায়ক)
তারকনাথ চন্দ, সাইফুদ্দিন মোল্লা, গোপাল মল্লিক,
বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, নৃপেন মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু,
ড. সৌমেন দে, মিলন শর্মা।

## বিদ্যালয় পত্রিকা উপসমিতি

সুবীর কুমার সাহা (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, দেব কুমার মণ্ডল,
সাধন মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার,
তারকনাথ চন্দ, বৈশাখী ব্যানার্জি,
শাশ্বতী সেন, অঞ্জন বিশ্বাস।

## শৃঙ্খলারক্ষা উপসমিতি

প্রদীপ কুমার সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
রিনা বৈদ্য (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সাইফুদ্দিন মোল্লা, কৌশিক দেবনাথ, পরিমল
জোয়ারদার, পরিতোষ উকিল, আনন্দ মণ্ডল,
পারমিতা পাল, শম্পা বিশ্বাস, শংকর চ্যাটার্জী,

## বিজ্ঞান ও প্রদর্শনী উপসমিতি

মিলন শর্মা (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
কৃষ্ণপদ সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সোমনাথ মজুমদার, রোহিত কুমার পাল,
শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বসু, চন্দন ঘোষ,
পরিমল জোয়ার্দার, পরিতোষ উকিল,
ড. সৌমেন দে, পারমিতা পাল।

## সংস্কৃতি বিষয়ক উপসমিতি

সাধন মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
মৌমুক্তা দত্ত (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, গোপাল চন্দ্র তালুকদার,
নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, সুবীর কুমার সাহা,
শিবপ্রসাদ বিশ্বাস, শম্ভুনাথ বসু,
বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মণ্ডল,
মৌমিতা দাস, শম্পা বিশ্বাস, মুক্তি বিশ্বাস,
চন্দনা বিশ্বাস।

## অবসরকালীন বিদায় সম্বর্ধনা বিষয়ক উপসমিতি

কৌশিক দেবনাথ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সমীর কুণ্ডু (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, শম্ভুনাথ বসু,
বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, আশিস বৈদ্য,
তারকনাথ চন্দ, গোপাল মল্লিক,
চন্দন ঘোষ, মৌমুক্তা দত্ত,
পারমিতা পাল।

## পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়ন বিষয়ক উপসমিতি

গোপাল মল্লিক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সৌমেন দে (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
নিশীথ মণ্ডল, তারক নাথ চন্দ,
মৌমিতা ঘোষ চৌধুরী, আশিস বৈদ্য,
আনন্দ মণ্ডল, রিনা বৈদ্য, অঞ্জন বিশ্বাস,
উজ্জ্বল শীল, কল্লোল পাল চৌধুরী।

## নির্মাণ কার্য সংক্রান্ত উপসমিতি

দেবকুমার মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
প্রদীপ কুমার সরকার (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
সাধন মণ্ডল, পরিতোষ উকিল,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, নৃপেন মণ্ডল,
শুভ্র প্রকাশ সিংহ রায়।

## বিশ্ব বিজ্ঞান মেধা-অন্বেষণ উপসমিতি

সমীর কুণ্ডু (আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, প্রদীপ কুমার সরকার,
গোপাল মল্লিক, সাধন মণ্ডল, নৃপেন মণ্ডল,
শুভায়ন দে।

## দ্বিপ্রাহরিক আহার সংক্রান্ত উপসমিতি

ড. রিপন পাল
সোমনাথ মজুমদার, প্রদীপ কুমার সরকার,
পরিতোষ মণ্ডল, মৌমিতা দাস,
রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী, কৃষ্ণপদ সরকার,
পরিতোষ মণ্ডল, পারমিতা পাল।

## ক্রেতা সুরক্ষা উপসমিতি

পরিমল জোয়ার্দার (আহ্বায়ক)
আশীষ বৈদ্য, নৃপেন মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু।

## সাইবার উপসমিতি

ড. সৌমেন দে (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
নৃপেন মণ্ডল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
রোহিত কুমার পাল, গোপাল মল্লিক,
কৃষ্ণপদ সরকার, শুভায়ন দে।

## গ্রন্থাগার উপসমিতি

শাশ্বতী সেন (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
আশীষ বৈদ্য (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল চন্দ্র তালুকদার, প্রদীপ কুমার সরকার,
তারকনাথ চন্দ, বৈশাখী ব্যানার্জি,
অঞ্জন বিশ্বাস, চন্দনা বিশ্বাস।

## পুরস্কার ও বৃত্তি বিষয়ক উপসমিতি

পরিতোষ উকিল (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
গোপাল মল্লিক (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
দেবকুমার মণ্ডল, সমীর কুণ্ডু,
রিনা বৈদ্য, শাশ্বতী সেন।

**Prof. (Dr.) Chiranjib Bhattacharjee**
President
West Bengal Council of Higher
Secondary Education

**VIDYASAGAR BHAVAN**
9/2, Block - DJ, Sector - II,
Salt Lake, Kolkata - 700 091
Ph. : 2359-6526 (O)
M. : 9836402118 (M)
E-mail : president@wbchse.org
c.bhatta@gmail.com

No. L/PR/315/25

Date 12/06/25

To
The Headmaster
**CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY**
P.O. – Chakdaha, Dist. – Nadia,
PIN – 741222, West Bengal.

I am glad to know that **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY** is going to publish an Annual Magazine "Creol", containing various articles on the academic achievement of the Institution.

The school has made significant contributions to the cause of education of the students of the locality and has produced a number of brilliant students who have distinguished themselves in their respective fields of endeavour.

On this auspicious occasion, I convey my sincere greetings and good wishes to all the Teachers, Employees, Students, Members of the Managing Committee and those who are associated with this school.

I also convey my best wishes for the success of the Annual Magazine "Creol" of **CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY.**

12/06/2025

**Prof.(Dr.)Chiranjib Bhattacharjee**
President
WBCHSE

PRADYOT SARKAR
WBSES

DEPUTY DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION
SHOOL EDUCATION DIRECTORATE
WEST BENGAL

# MESSAGE

Dear Students, Parents, and Faculties,

Chakdaha Ramlal Academy is a prestigious institute in the field of education. The school provides a perfect atmosphere for nurturing talent, cultivating skills and maintaining values of life. The mission of the school is to make quality education accessible to the new generation, who are the future of our country.
Children must learn love, care share and prayer so that they become sensitive to the well being of others and the world outside. These values add excellence to the character. They liberate us from narrow and negative thinking and help us to evolve into better human beings.

We are proud of our students as they excelled themselves in playing crucial roles in the spheres of education and community development. They are bringing glory to themselves, their families, to us and above all to the nation. I wish them all the success in life.

It gives me an immense pleasure to know that Chakdaha Ramlal Academy is bringing out its school magazine "Creol" for the academic year 2025 to reflect its achievements and accomplishments in its curricular and extracurricular domains.

This publication serves as a powerful testament to the creativity, talent, and dedication of our students. It's a platform where they can share their voices, explore their passions, and connect with the wider school community. The magazine also serves as a valuable tool for our students to develop their writing, editing, and communication skills. It's a chance to learn from their peers and contribute to a collective narrative that reflects our school's values.

I wish the magazine a great success and look forward to seeing it become a cherished part of our school's legacy.

Regards
Pradyot Sarkar
11/06/2025
(PRADYOT SARKAR)
Deputy Director of School Education, WB

**Government of West Bengal**
OFFICE OF THE DISTRICT INSPECTOR OF SCHOOLS (S.E.), NADIA,
SHIKSHA BHAWAN, COLLEGE STREET,
KRISHNAGAR, NADIA, PIN-741101

# Message

It brings me great pleasure to learn that the Chakdaha Ramlal Academy located at Chakdaha, P.O. : Chakdaha, Dist. Nadia bringing out its school annual bilingual magazine with much enthusiasm & joy.

The milestone reflects the history of Chakdaha Ramlal Academy and its significant contribution to the personal and academic development of thousands of students within the local community.

Let this celebration ignite a renewed spirit of knowledge and reinforce the commitment to create a comprehensive and educational atmosphere for the generations ahead. On this memorable occasion, I extend my warmest congratulations and best wishes to the Teachers, staff and students of Chakdaha Ramlal Academy on this special occasion and hope the legacy of success continues even in years to come.

Dated, Krishnagar,
04th June, 2025

Subhra Kanti Nanda

Subhra Kanti Nanda, WBES
District Inspector of Schools
Secondary Education, Nadia

To : The Head of the Institution
Chakdaha Ramlal Academy
P.O. : Chakdaha,
Dist. - Nadia

**Office of the Assistant Inspector of Schools (SE)**
**Kalyani Sub Division**
Suit No -9, 2nd Floor, D.C. Building
P.O.-Kalyani, Dist.-Nadia, PIN-741235, email id: aikalyani2017@gmail.com

**MESSAGE**

**"It's wonderful to learn that Chakdah Ramlal Academy, a century-old esteemed institution, is publishing its Annual School Magazine. With a rich history of empowering young minds and nurturing talented individuals, the school has made remarkable contributions to education. Congratulations to the Chakdah Ramlal Academy family on this achievement and continued success!"**

09/06/25

**Assistant Inspector of Schools (SE)**
**Kalyani Sub-Division, Nadia**

Assistant Inspector of Schools (SE)
Kalyani Sub-Division Nadia

***Date: 9th June 2025***

**Kalyani**

*To: Headmaster, Chakdah Ramlal Academy (H.S.)*

Chakdah, Nadia

# From the Visitor's Book

25/4/25

Gave a talk on Memory improvement strategies for students today. Was well received and was glad to see the enthusiastic participation of the students and teachers in the Q&A session. The Principal, teachers and staff of the school were very warm and respectful and am thankful and appreciative of their warmth. Had a great session today and many thanks for the opportunity.

Dr Srikanth Srinivasan
Cons. Neurologist/Neuropsych.

**Dr. SRIKANTH SRINIVASAN**
MD, DM Mast. of Psychiatry (Melbourne)
Consultant Neurologist
Specialist in Dementia Neuropsychiatry

Apollo INSTITUTE OF NEUROSCIENCES

T : +91 44 2829 3333
: +91 2829 0200 Extn : 6404
**Emergency : +91 44 2829 4343**

**Apollo Hospitals**, 21, Greams Lane, Off Greams Road, Chennai - 6, India.
Email apolloneuroscienceschennai@gmail.com
neuroscienceschennai@apollohospitals.com
enquiry@apollohospitals.com
Website : www.apollohospitals.com

# From the Visitor's Book

26/04/2025

It is a real pleasure to visit Ramlal Academy at Chakdaha. Overhelmed by their hearty welcome. Found that Ramlal Academy has a rich heritage and Headmaster, Dr. Ripan Paul with his good team of teachers trying hard to carry on the legacy. While lecturing found the students are quite attentive, focused and dedicated. Hope they have a great future and grow up to be a good citizen.

With all the very best to every member of Ramlal Academy -

Shilpi Gupta
Scientific Officer
MPBIRR
MP Birla Planetarium
Kolkata.

M. P. BIRLA PLANETARIUM

Shilpi Gupta
Scientific Officer

M. P. Birla Institute of Fundamental Research
96, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700 071, India
Phone : 2223-1516/2223-6610, Fax : 2223-5353
Mob : +91 9231520432 E-mail : sarkarshilpi@yahoo.co.in

## From the Visitor's Book

Great memorable moment for me, attending the school function as on this day - 2nd August, 2024 being continuation of foundation ceremony and also birth day of beloved mother Smt Rupa Rani Basu, the living light behind all my achievements and success so far. Almost six decades have completed since my joining this 'first seat of learning' - but memories always stay with me. Wish all success of the school authorities and students. Particular mention is made with gratitude to Dr. Kiran Paul who offered me this opportunity for presenting myself in this auspicious occasion.

UJJWAL KUMAR BASU
(1971 H.S.)

Office
Partner,
Ray & Co. Chartered Accountants
21A, Shakespear Sarani
Kolkata - 700017

Res:-
8/1 Manik Bandopadhyay Sarani
Kolkata - 700054
Phone: 9831987932

# *From the Visitor's Book*

Swami Kamalasthananda Maharaj visited to our school on 09.06.2025 to give a talk on **"Value Education & Personality Development"**.

The school is a remarkable school in this region has its old heritage. The Students are very sincerely and dedicated in the study. The teachers and staff members are actively participated in all the activities of the institution. The Headmaster and managing Committee of the institution are pro-active to maintain the upto standard of the institution.

I pray to Sri Sri Thakur, Sri Sri Ma and Swamiji for their allround development and growth.

Swami Kamalasthananda<br>
Principal.<br>
Ramakrishna Mission Vivekananda<br>
Centenary College, Rahara.<br>
Kolkata - 700118.

# স্মারক বৃত্তি

১। **শশিভূষণ তারকদাসী স্মারকবৃত্তি ঃ** ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীকে সমভাবে আর্থিক এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২। **১৯৫৮ সালের পরীক্ষার্থী, প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত, ৭,০০০ টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নবম দশম শ্রেণির নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে এককালীন বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

৩। **প্রদোষ কুমার রায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ টাকা থেকে প্রাপ্ত সুদ সমভাবে স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৪। **প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী শংকর নাথ সরখেল দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০ হাজার টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের সমভাবে বৃত্তিরূপে দেওয়া হবে।

৫। **নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫০,৫০১ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে বাণিজ্য বিভাগের উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে প্রদত্ত বৃত্তি।

৬। **রাধিকা মোহন কর স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির নির্বাচিত মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

৭। **পণ্ডিত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে সংস্কৃত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৮। **সুব্রত চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১০,০০০ টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে বৃত্তি দেওয়া হবে।

৯। **১৯৫৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫৭,০০০ (সাতান্ন হাজার) টাকার সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পুস্তক ক্রয় / শিক্ষা-উপকরণ ক্রয় / বার্ষিক পরীক্ষার ফি ইত্যাদি আর্থিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১০। **আয়ন্তী সরকার স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ১৭,০০০ (সতের হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত গরীব ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১। **মধুসূদন মণ্ডল স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নির্বাচিত প্রকৃত দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রদান করা হবে।

১২। **পারুলদেবী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৩। **অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ৫১,০০০ (একান্ন হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র/ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৪। **পুষ্প রাণী বসু স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত ২,৫০,০০০/- (দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণমান, হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে অথবা দেরকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৫। **অসীম লাহিড়ী স্মারক বৃত্তি ঃ** প্রদত্ত অর্থ ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে নবম থেকে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ভূগোল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

১৬। **কল্যাণ কুমার মিত্র স্মারক বৃত্তি ঃ** বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শুভেন্দু কুমার মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিদ্যালয় দ্বারা নির্বাচিত উপযোগী মেধাবী ও প্রয়োজনীয় ছাত্র/ছাত্রীকে প্রদেয় বৃত্তি।

# শোক বার্তা

সাম্প্রতিক কালে দেশ-বিদেশের প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি। এছাড়া পহেলগাঁও জঙ্গিহানায় যে সকল নিরীহ ভারতীয় নিহত হয়েছেন ও বীর সেনা শহীদ হয়েছেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও বিভিন্ন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অসহায়ভাবে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

# সম্পাদকীয়

*"Some mute inglorious Milton here may rest,*
*Some Cromwell guiltless of his country's blood."*
*— Elegy Written in a Country Churchyard*
*— By Thomas Gray*

কবির ভাবনায় যে সকল সাধারণ মানুষ তাঁদের সমাধিস্থলে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত সুযোগ বা পরিবেশ পেলে *John Milton*-এর মত বিশিষ্ট কবি বা *Oliver Cromwell*-এর মত রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে পারতেন। ঠিক সেই রকম আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা ও কল্পনার জগতে আগামীদিনের বহু প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, চিন্তক, চিত্রশিল্পী, ঘুমিয়ে আছে।

ঐতিহ্য গরিমায় সুমহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাকদহ রামলাল একাডেমীর বার্ষিক পত্রিকার ৫৫তম সংস্করণ 'ক্রেওল' যথারীতি প্রকাশিত হলো। 'ক্রেওল'-২০২৫ বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা হিসাবে উৎসর্গ করা হলো। এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য সুকুমারমতি স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে তারা যাতে সৃষ্টির আনন্দপায় সে সুযোগ করে দেওয়া। হৃদয়ের উষ্ণতা ও চিন্তার উত্তরণে আমরা প্রতিমুহূর্তে নতুন করে বাঁচি। বিচিত্র ভাব বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র প্রকাশ শৈলীর সমারোহে এই পত্রিকা সমৃদ্ধ। 'ক্রেওল' নূতন ও পুরাতনের মিলন মেলা। এই পত্রিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মূল্যবান রচনায় ঋদ্ধ।

বর্তমান সংখ্যাটিতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার মৌলিকতাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানাভাবে যাদের রচনা এ বছর পত্রিকায় স্থান পেলো না, তাদের নিরুৎসাহিত হওয়ার কারণ নেই। সৃজনশীলতা প্রতিনিয়ত পরিশীলিত করতে হয়। তাই তাদের সৃজনশীল শিল্পকর্মের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

যে সকল সহকর্মী প্রুফ সংশোধনের কাজে সহায়তা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই পত্রিকা উপসমিতির উপদেষ্টা মণ্ডলীর সম্মাননীয় সদ্যদের সেই সঙ্গে চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্ণধারকে ধন্যবাদ জানাই তার সক্রিয় সহযোগিতার জন্য। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

ধন্যবাদান্তে
গোপাল চন্দ্র তালুকদার
সুবীর কুমার সাহা
যুগ্ম-সম্পাদক

# নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় মানবতা

*প্রদীপকুমার সরকার*
প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবি হাওয়ার পিছনে তাঁর কাকিমার একটি আপাত আকস্মিক উক্তি বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। কলকাতায় বাবার কর্মসূত্রে বাবা-মায়ের অবস্থান এবং ফরিদপুরের বাড়িতে তাঁদের অনুপস্থিতিতে কবির ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কাছে মহা-স্বাধীনতার জীবনে তাঁর চার বছর বয়সে কবির কাকিমা বলেছিলেন, ''তুই তো দেখছি কবিদের মতন কথা বলছিস।'' কাকিমার এই উচ্চারিত কথা বাস্তবায়িত হয় যখন তিনি পাঁচ বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন, যদিও তাঁর সেই কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ পায়নি। ১৬ বছর বয়সে শ্রীহর্ষ কবিতা প্রকাশনার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্য জগতে পদার্পণ ঘটে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনা করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। আনন্দবাজার ও আনন্দমেলা পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশ করেছেন অসংখ্য কবিতার বই। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য নিজের সংগ্রহের ঝুলিতে জমা করেছেন 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কার সহ নানাবিধ পুরস্কার।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো মানুষ। মানুষই হলো তাঁর কবিতার প্রথম এবং শেষ কথা। তাঁর সমস্ত কবিতাই মানুষকে কেন্দ্র করে। মানব প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, মানবিক আবেগ তাঁর কবিতায় স্বমহিমায় বিরাজমান। মানবতার যেকোনো ধরনের অবমাননার বিরুদ্ধে কলম ধরতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত ও সদা তৎপর। তিনি সমস্ত সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। সাহিত্যের আঙিনায় এই বিষয়টি বহুশ্রুত এবং বহু পরীক্ষিত যে সাহিত্যিকরা সমকালীন সমাজের ভাবধারায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত। সমকালীন মানব জীবনের ভণ্ডামি, শোষণ ও অবিচার তাঁর কলমের আঁচড়ে তীব্র ব্যাঙ্গের রূপ ধারণ করেছে। আধুনিক সভ্যতা তার আধুনিকতার মোহে যখন আচ্ছন্ন তখন সেই সভ্যতার নেতিবাচক দিক, রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসকের ন্যায়-নীতিহীন ভ্রষ্টতা, প্রজাশোষণ ও স্বজন পোষণ, বুদ্ধিজীবীদের নির্লজ্জ স্তাবকতা, বিবেকহীনতা ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

কবি তাঁর লেখা 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, জোতদার সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র কটাক্ষের বাণে বিদ্ধ করেছিলেন। আত্মসর্বস্ব আধুনিক সভ্যতার নির্লজ্জ রূপ দেখে মননে ব্যথিত কবি রূপক এর আশ্রয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন পরাক্রমশালী শাসক শক্তির কাছে ঃ

''রাজা তোর কাপড় কোথায়?''

লাইনটি আজও মানুষের মুখে মুখে সদা উচ্চারিত হয়ে তাঁকে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতার পূজারী রূপে মানুষের কবি। কবি সুলভ অখণ্ড দৃষ্টিতে তিনি মানবরূপী ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কাছে মানুষের সারল্য ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। তাঁর 'কলকাতার যীশু' কবিতায় যীশু মানবতার মূর্ত প্রতীক। কবি লিখেছেন —

''স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে / টাল মাটাল পায়ে / রাস্তার এপার থেকে অন্য পারে হেঁটে চলে যায়। / সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক শিশু।''

কবির কাছে জীবন হলো মানবতার প্রতিশব্দ এবং গভীর মমত্ববোধ দিয়ে তিনি তাঁর লেখনীতে সেটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইখানেই মানবতাবাদী কবি হিসেবে তাঁর অভিনবত্ব শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। তাই তাঁর উদাত্ত আহ্বান —

''ও বড়ো বউ, ডাকো ওকে ডাকো / এই যে লোকটি পার হয়ে যায় / কাঁসাই নদীর সাঁকো।''

কবিসত্ত্বার মত তাঁর কবিতার প্রেরণাও মানবতাকে কেন্দ্র করেই। তাই তাঁর কবিতায় আমরা দেখতে পাই মানুষ ও কবিতার সুন্দর মেলবন্ধন। কবি লিখেছেন —

''স্পষ্ট কথাটিকে আজ অন্তত একবার খুব স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভাল / অন্তত একবার আজ বলা ভাল / যা কিছু সামনে দেখছি ধোঁয়া বা পাহাড় কিংবা পরস্পর আলাপনিরত / ক্ষিপ্র পশু / হয়তো এ ছাড়া কোন দৃশ্য নেই।''

এই ভাবেই তাঁর সমাজ চেতনা বারে বারে প্রতিবাদের রূপ নিয়ে সমাজের পাড়ে আছড়ে পড়েছে।

প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহও তাঁর দৃষ্টি আড়ালে যেতে পারেনি। চিলের কান্নায় কবি উপলব্ধি করেছেন —

''অমন ধারালো শুকনো বুকফাটা আর্তনাদ আমি কখনো শুনিনি। / মনে হয়েছিল যেন পাখি নয়, বিশ্ব চরাচর / আজ রাত্রে ওই / কলঘরে অন্ধকারে বন্দী হয়ে চিৎকার করছে।''

বাংলা সাহিত্যে যুগাবতার হিসাবে তিনি ছিলেন মানুষের কাছে মানুষের জন্য প্রেম ও ভালোবাসার কাঙাল। তিনি কলমের টানে তাঁর সেই দৃঢ় প্রত্যাশা ফুটিয়ে তুলেছেন —

''মানুষ, তোমার প্রেম ছিল। / তবুও, মানুষ, তুমি কিছুই দিলে না / নিখিল সংসারে।''

এখানে মনে হয় কবি যেন সমকালীন সমাজের অসহায়তা অনুভব করেছেন। ঠিক সেই সময়ই যেন তিনি সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে প্রাকৃতিক জগতে নিখিল আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন আকাশে গৈরিক আলোর রূপে।

তিনি লিখলেন —

''আকাশে গৈরিক আলো। / হেমন্ত দিনের মৃদু হাওয়া। / কৌতুক আঙুল রাখে ঘরের কপাটে / জানালায়।

পশ্চিমের মাঠে। মানুষের স্নিগ্ধ কণ্ঠ।''

কবির দৃঢ় প্রত্যয় ছিল পৃথিবীতে একদিন আসবে যেদিন সকল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম অবলুপ্ত হবে এবং সার্বজনীন মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের পৃথিবীতে মানবতা যখন বহুমুখী সংকটের গভীরতায় তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে তখন যেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরও বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন তাঁর সময়োপযোগী কবিতার পঙক্তিতে। জন্মশতবর্ষে কবি যেন মানবতার কবি হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর অমর সৃষ্টির মাধ্যমে।

সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন ঘাত — প্রতিঘাতে মানবতার ভবিষ্যৎ নিয়ে সাময়িক চিন্তিত হলেও কবি যেন আশাহত হননি। তিনি বরং সেই কৃত্রিমতাকে সতর্ক করেছেন। মা-মাটি-মানুষকে ভালোবেসে মানুষের প্রতি কবি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছেন —

''আজকে তুমি কৃপণ বড়, / দিচ্ছ না কিছুই / তাই যেখানেই বাগান করো, / ফুটছে না বেল-জুই / উঠছে না গান তাই বাতাসের, / আকাশ থমকে আছে / হাত পেতেছি তাই আমি ফের। মানুষ তোমার কাছে।''

তিনি শারীরিকভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তিনি তাঁর দুর্দান্ত সৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছেন। তিনি সত্যিকারের অর্থেই ছিলেন সামাজিক কবি। তাঁর 'কলকাতার যীশু' যেন সমাজের আয়না। তাঁর কবিতায় সমাজের চিত্র চিত্রিত হয়েছে এবং তিনি সে সমাজের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বাঙালি নবজাগরণের শেষ প্রতীক। আসলে তিনি যা বলতেন তার সবকিছুই গভীর হাস্যরসের সাথে পরিপূর্ণ ছিল।

# ...প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু.....

*বিপুল রঞ্জন সরকার*
প্রাক্তন ছাত্র ও প্রধান শিক্ষক

উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' ('চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ) কবিতার অংশ। আমাদের আলোচ্য পরিবেশ, বিশেষত জল ও বায়ু। উদ্ধৃতির আগের ও পরের শব্দগুলি - 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু / চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু / সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।' যা-ই বলতে চাই, বাঙালি হয়ে কবির শরণ না নিয়ে কোনভাবেই যেন তা যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটা অপূর্ণতাবোধ তাড়া করে বেড়ায়। তাই কবিকে সদা-সর্বদা আঁকড়ে ধরা, আঁকড়ে থাকা।

অতি সম্প্রতি 'দি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় একটি সংবাদ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহারাষ্ট্রে আকোলা জেলায় গ্রামবাসী পানীয় জলের পাত্র তালা দিয়ে রাখে। ঘরের দরজা খোলা রাখলেও অসুবিধা নেই, কারণ চোরের উপদ্রব নেই। কিন্তু পানীয় জল চুরি হয়ে যায়। সংকট অতি তীব্র। তাপমাত্রা ৪৪° সেলসিয়াসের আশেপাশে। এলাকার জল লবণাক্ত। মহারাষ্ট্র সরকার ট্যাঙ্কে পানীয় জল পাঠায়। মাসে বা দেড় মাসে একবার জল আসে। কখনও কখনও দু'মাস গড়িয়ে যায়। মানুষকে এক-দেড় বা দু'মাসের জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করে রাখতে হয়। অতি সীমিত মাত্রায় পান করেও তা ফুরিয়ে যায়। সৎ মানুষও বাধ্য হয়ে অপরের পানীয় জল চুরির চেষ্টা করে। জল না হলে প্রাণধারণ অসম্ভব। উগোয়া গ্রামের বাসিন্দা চন্দ ভক্তে বলেন, 'টাকার চেয়েও জল অনেক বেশি দামি।' শুধু টাকা কেন, সোনার চেয়েও দামি। তাই লোকজন জলের পাত্রে তালা দিয়ে বাইরে বেরোয়। শুধু এই একটি জেলা নয়, পানীয় জলের এই সংকট সারা ভারত জুড়ে, ভারত কেন, সারা বিশ্ব জুড়ে। রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র সহ ভারতের বহু রাজ্যে জল সংকট ভয়াবহ। কোটি কোটি মানুষ বৎসরের বিভিন্ন সময়, বিশেষত গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে চরম ভোগান্তির শিকার। রাজস্থানে মহিলাদের কয়েকটি কলশি মাথায় আট-দশ কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে জল সংগ্রহ করতে হয়। এমন চিত্র খবরের কাগজে প্রায়ই প্রকাশ পায়। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ মানুষ দূষিত পানীয় জল পান করে মারা যায়। প্রায় ৭০% পানীয় জল কোনও না কোনওভাবে দূষিত। ১৪০ কোটি মানুষের দেশে অন্তত ৬০ কোটি মানুষ জল সংকটের শিকার। এই জল সংকটের কারণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সুযোগ নেই। ২০৫০-এর মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ চরম জল-সংকটে পড়বে। পৃথিবীর ৫ ভাগের ১ ভাগ মানুষের বাস দক্ষিণ এশিয়ায়। এ'টি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল। হিমালয়ের হিমবাহ ১৯০ কোটি মানুষের পানীয় জলের উৎস। উষ্ণায়ণের ফলে তা খুব তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে না পারলে ২১০০ সালের মধ্যে হিন্দুকুশ হিমালয় ৭৫% হিমবাহ হারাতে পারে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানের পক্ষে তা আশঙ্কার কারণ।

একজন বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেন, পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে জলের উপর অধিকার নিয়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নদীপ্রবাহ, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আঞ্চলিক সংঘর্ষ চলছে দীর্ঘদিন। ১৯৯০ থেকে

২০২৩-এর মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৪৭৩ টি জল সংক্রান্ত হিংসা ও সংঘর্ষের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ৫৭% ঘটেছে এশিয়ায়। ভারতে জলের জন্য রক্তপাত বেড়েই চলেছে। প্রতি ৫ টি খুনের মধ্যে ১টি ঘটে জলের জন্য। ২০১৯-২০২১-এর মধ্যে জলের ঘাটতির জন্য ২০% পারস্পরিক হত্যাকান্ড ঘটে। লবণাক্ত জল তো পান করা যায় না, পান করা হয় মিষ্ট জল। বিশ্বের মোট ১৩২৬ মিলিয়ন কিউবিক মাইল জল এর মধ্যে $^{২১}/_{২}$% অপেক্ষাকৃত ভালো। তার মধ্যে ১%-এর কম জল পানযোগ্য। মানুষের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার ফলে সেই জলও দূষিত হয়। সংকট স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় স্বীকার করেছে, ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ প্রবল চাপে আছে। বহু অঞ্চলে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে নেমে গিয়েছে। ভারতে প্রতি বৎসর ৬২% ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হয়। এতে দীর্ঘমেয়াদী জলসংকট অনিবার্য।

আমরা চাকদহবাসী সৌভাগ্যবান, কারণ আমরা ভারতবর্ষের সর্বাধিক নাব্য নদী ভাগীরথীর তীরে বাস করি। যতটা সহজে আমরা মাটির নীচের জলস্তর কিংবা নদী থেকে জল সংগ্রহ করতে পারি, সিংহভাগ ভারতবাসীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভাগীরথী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণভাবে নদীমাতৃক। বিভিন্ন অংশে নদী থেকে জল সংগ্রহের সুযোগ আছে। তাই আমাদের জলের অভাব বোধ ভারতের অপরাপর অংশের মানুষের তুলনায় অনেক কম। তথাপি আমাদেরও বিভিন্ন এলাকায় প্রায়ই পানীয় জলের সংকটের মুখে পড়তে হয়। এসব সত্ত্বেও জল সংরক্ষণ বা অপচয় রোধ করার মানসিকতা আমাদের গড়ে উঠেনি। এই উদাসীন মানসিকতার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ভুগতে হবে। অসাবধানতার জন্য ভারতে প্রতিদিন ৪৯০০ কোটি লিটার জল অপচয় হয়। হাত-পা ধোয়া, দাঁত মাজা, বাসন মাজা, গাড়ি ধোয়া, শাওয়ারে অনেকক্ষণ স্নান করা, রাস্তার পাশে জলের কল খোলা রাখা, বাড়ি বা অফিসে জলের ট্যাঙ্ক উপচে জল পড়া প্রভৃতি অসংখ্য পদ্ধতিতে আমরা জলের অপচয় ঘটাই। এর অর্থ, নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা।

জল সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধ করা সম্পর্কে ভারত সহ বিশ্ব এখন সচেতনতার আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। কিন্তু প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মহাত্মা গাঁধী এ সম্পর্কে যে দৃষ্টান্ত রেখে যান এবং মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস করেন, তা আজকের দিনে ভাবতেও অবাক লাগে। তাঁর বক্তব্য, প্রকৃতি পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মত সব সম্পদই দিয়েছে, কিন্তু লোভ পূরণের জন্য নয়। প্রাকৃতিক কোনও সম্পদের অপব্যবহার বা অপচয় তার স্বভাববিরুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একবার সেবাগ্রাম আশ্রমে গাঁধীজির নাতি কান্তিলাল (হরিলাল গাঁধীর পুত্র) এবং কানু গাঁধী (মহাত্মার ভাইপো নারান দাস গাঁধীর পুত্র) কুয়োর ধারে জল নিয়ে বাসন পরিষ্কার করছিলেন। গাঁধীজি পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সেদিকে নজর দেন। দেখেন একটা ছোট পাত্র ধোয়ার জন্য প্রচুর জল ঢালা হচ্ছে। তিনি এগিয়ে আসেন। বলেন, 'কত জলের অপচয় করছ। আসলে বাসন মাজতেই জান না।' একজন বলেন, কুয়োতে অফুরন্ত জল। তাই অনেক জল তুলেছেন এবং ভালোভাবে বাসন ধুয়ে নিচ্ছেন। গাঁধীজি না এগিয়ে ওখানে বসে পড়েন। সামান্য একটু মাটি নিয়ে বাসনের সারা গা মেজে দেখান। তারপর তার গায়ে শুকনো মাটি ছড়িয়ে দেন। শেষে অল্প জল দিয়ে বাসনটি ধুয়ে নেন। চকচক করে উঠে। জলের অপচয় কীভাবে রোধ করা যায়, হাতেকলমে দেখিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাঁকে 'জাতির জনক' বলে আখ্যাত করেন। সারা ভারতবাসীর

নেতা, অতি কর্মব্যস্ত। তথাপি তিনি হাতেকলমে প্রয়োগ করে দেখান, কীভাবে জলের অপচয় না করে কাজ করা সম্ভব।

২১ জুলাই, ১৯৪৬ গাঁধীজি মহারাষ্ট্রের পাঁচগণিতে যান। দেখেন সেখানে তীব্র পানীয় জলের সংকট। এলাকায় মানুষজনকে বলেন, ওখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। চাইলেই সেই জল সংরক্ষণ করে পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব। মানুষের এই চেতনার অভাবের জন্য সারা বৎসর জলের অভাবে ভুগতে হয়। তিনি তাদের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বলেন, সেখানে প্রতিটি গৃহে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এর মাধ্যমে তারা সংকট এড়াতে পেরেছে। পাঁচগণির মানুষের উদ্দেশ্যে তখনই তিনি আহ্বান জানান, বৃষ্টির জল যথাসময়ে এবং যথোচিতভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। সেই জল গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করা যাবে। প্রায় আশি বৎসর আগে গাঁধীজির সেই ধারণা অবলম্বন করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু এই উদ্যোগে এখনও আন্তরিকতার অভাব। সর্বত্র তা করা হয় না। এর মূল্য মানুষকে গুণতে হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে অভ্যস্ত। তাদের উত্তরপুরুষ বা সন্তান-সন্ততির জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে কিনা, সে সম্পর্কে কোনও মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু গাঁধীজির স্পষ্ট উক্তি ঃ 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পৃথিবী, বায়ু, এবং জল উত্তরাধিকার সূত্রে পাইনি, পেয়েছি সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে ঋণ রূপে। তাই আমরা যেভাবে পেয়েছি, ঠিক সেভাবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।'

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে গাঁধীজির পরিবেশ চেতনার গভীরতা পরিমাপ করা যায়। তিনি তখন ইয়েরওয়াড়া জেলে। অনেকের সঙ্গে কাকা কালেলকরও সহবন্দি। তিনি এক দিন নিমগাছের একটা ডাল ভেঙে চার-পাঁচটি পাতা সংগ্রহ করেন। গাঁধীজি ঘটনাটা লক্ষ্য করেন। কালেলকর সাহেবকে বলেন, 'এটা হিংসা। অন্যরা না বুঝলেও তোমার এটা বোঝা উচিত। গাছ থেকে চারটে পাতা সংগ্রহ করতে হলেও বিনম্রভাবে তা করা উচিত। গাছের কাছে ক্ষমা চেয়ে কাজটা করা উচিত। তুমি পুরো পল্লব ছিঁড়ে নিচ্ছ। কিংবা ডালপালা ভেঙে নিচ্ছ।' কালেলকর মেনে নেন। অতঃপর গাঁধীজিকে বলেন, ওখানে প্রচুর নিমগাছ। তিনি প্রতিদিন সকালে তাঁর জন্য নিমের দাঁতন সংগ্রহ করে আনবেন। বাপুজি রাজি। পরদিন একটা দাঁতন নিয়ে ডগাটা থেঁতলে নরম ব্রাশের মত তৈরি করে গাঁধীজিকে উপহার দেন। তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। দাঁত মাজেন । ব্যবহারের পর দাঁতনের ডগাটা কেটে রেখে দেন। পরদিন আবার থেঁতলে সেটা ব্যবহার করেন। কালেলকর অবাক। এত নিম গাছ! একই জিনিস বার বার ব্যবহার করা কেন? গাঁধীজির সংক্ষিপ্ত জবাব 'এত থাকলেও অপচয় করা উচিত নয়। অপচয় করার অধিকার আমাদের নেই। ঐ ডালটি একেবারে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যতদিন সম্ভব ব্যবহার করতে পারি।' কালেলকর জানান, গাঁধীজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এর পর তিনি নিমের ডাল অকারণে ভাঙা বন্ধ করে দেন।

শেষোক্ত ঘটনাটির আলোকে আমরা গাঁধীজির পরিবেশ চেতনার যে পরিচয় পাই, তাতে বিস্মিত হতে হয়। মানুষ সহ সমগ্র প্রাণীজগৎ (ব্যকটেরিয়া প্রভৃতি ছাড়া) প্রাণ ধারণের জন্য অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল। অক্সিজেন ছাড়া মানুষ মিনিট তিনেকের বেশি বাঁচে না। ঘাটতি হলে মস্তিষ্ক বিকৃতি সহ মৃত্যু পর্যন্ত হয়। অক্সিজেন জোগান দেয় গাছপালা সহ জলজ উদ্ভিদ। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি শাখাপ্রশাখা সহ প্রতিটি পাতা আমাদের প্রাণদায়ী অক্সিজেনের জোগান দেয়। অক্সিজেন আমাদের বাঁচার

জন্য অপরিহার্য। আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার মাধ্যমে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্ত প্রবাহে শোষিত হয়। হৃদপিন্ডের মাধ্যমে সারা শরীরে অক্সিজেন পরিবাহিত হয়। শরীরের প্রতিটি কোষ দিয়ে পেশির সক্রিয়তা, হজম এবং মস্তিষ্কের সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য অক্সিজেনের ব্যবহার অপরিহার্য। এর অভাবের অর্থ মৃত্যু। এই অক্সিজেন জোগায় গাছপালা। আবার আমরা যে শ্বাস নির্গত করি বা বের করে দিই, তাতে শরীরের দূষিত বায়ু বাইরে বেরিয়ে যায়। এই বায়ু কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কার্বন-ডাই-অক্সাইড এভাবে বায়ুমন্ডলে স্থানান্তরিত হয়। এই গ্যাস বায়ুমন্ডলে স্থিতিশীল হলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়ত। সৌভাগ্যক্রমে গাছপালা, লতাপাতা কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে নিজের খাদ্য তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় গাছপালা থেকে নির্গত হয় অক্সিজেন। এটি আমাদের প্রাণের উৎস। একটি পরিণত পাতা যুক্ত গাছ সারা বছর গড়ে ৩৬০পাউন্ড কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে আমাদের পরিবেশকে বাসযোগ্য করে রাখতে সহায়তা করে। পাশাপাশি একটি গাছ যে পরিমাণ অক্সিজেন জোগান দেয় , তাতে দু'জন বয়স্ক মানুষ সারা বৎসর বেঁচে থাকতে পারে। উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপাদিত হয়ে বায়ু মন্ডলে ছড়ায় এবং একই সঙ্গে কার্বন- ডাই-অক্সাইড শোষিত হয়ে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করে। সাধে কী একটি গাছ বা লতাপাতা, সামান্য অতি ক্ষুদ্র একটি পাতারও এত গুরুত্ব! গাঁধীজি সে সম্পর্কে সম্যকরূপে সচেতন। প্রকৃতিজগৎ থেকে জীবন ধারণের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। করতে হয়। কিন্তু কোনওভাবেই অপচয়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। যেখানে তিন-চারটি নিমপাতা হলে কালেলকরের প্রয়োজন মেটে, সেখানে কোনভাবেই ডাল ভাঙ্গা নয়। আবার যেখানে একটি ছোট ডাল বেশ কয়েকদিন ব্যবহার করা সম্ভব, সেখানে প্রতিদিন একটি করে ডাল ভাঙা তো নয়ই। তাই গাঁধীজির গাছের একটি অতিরিক্ত পাতা ছেঁড়াতেও আপত্তি। আজীবন গাছপালা-বৃক্ষলতা প্রভৃতিতে ভরে রাখেন তাঁর আশ্রমগুলি। তাদের সযত্নে লালন করেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ঘটনায় পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর এই সচেতনতা পরিস্ফুট। বিভিন্ন সভা-সমিতি, বক্তৃতা, আলোচনা এবং লেখায় সর্বদা তিনি পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে যত্নবান। যখন তিনি শতাধিক বৎসর আগে এই প্রচার শুরু করেন তখন বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনের নামগন্ধও ছিল না।

গাঁধীজির জীবন থেকে পরিবেশ সচেতনতার অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব। বারান্তরের জন্য তা তোলা থাক। তাঁর উক্তি ঃ 'আমার জীবনই আমার বাণী'। প্রতিটি পদক্ষেপ, আচরণ ও কর্মকান্ডে প্রমূর্ত এই বাণী।

"দরিদ্র কেবল অর্থের অভাব নয়;
এটি মানুষ হিসেবে নিজের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার সক্ষমতার অভাব।"

*— অমর্ত্য সেন*

## বন্ধু

*ঐশী বিশ্বাস*
ষষ্ঠ শ্রেণি

বন্ধু মানে প্রখর রোদে
একটু খানি ছাওয়া —
বন্ধু মানে আমার মনে
নিত্য আসা - যাওয়া
বন্ধু মানে হাজার বৃষ্টির পর
শরৎকালের আকাশ,
বন্ধু মানে বইতে থাকা
ভালো থাকার বাতাস
বন্ধু মানে না - বলা কথা
সহজে যায় বলা,
বন্ধু মানে হোক না ঝগড়া
খুনসুটি বা একটু আড়ি
কিংবা হোক আমার মন ভারী
তবুও তোকে কি ছাড়তে পারি?

"পিতা-মাতার সেবাই শ্রেষ্ঠ পূজা, এবং সন্তানের প্রধান ও পবিত্রতম কর্তব্য।"

*— বিদ্যাসাগর*

## শীত

*সাজ গোস্বামী*
ষষ্ঠ শ্রেণি

পৌষ মাসের হিমেল হাওয়া
শীত নিয়ে আসে,
এই ঋতুকে তাইতো সবাই
ভীষণ ভালোবাসে।
শীতের সকালে ঘাসের ডগা
শিশির জলে ভেজা।
মাঠ ভরা সোনালী ফসলে
কৃষকের মন তরতাজা।
সাত সকালে সূর্য্যি মামা
মুখ লুকিয়ে রাখে,
লুকোচুরির এই খেলাতে
মনটা ভারী থাকে।
রাখালেরা গোরু চরাতে
নিয়ে যায় মাঠেতে।
সন্ধ্যার আগে তারা
ফিরে আসে ঘরেতে।
পৌষ সংক্রান্তিতে বাংলার ঘরে ঘরে
হয় যে পিঠে-পায়েস,
ছোট বড়ো সবাই তাই খেয়ে
করে ভীষণ আয়েশ।
নানা রকম ফুল
আর পাখিদের গানে,
শীতের আনন্দ ভরে ওঠে
সকলের প্রাণে।

## The Mysterious Bus

***Ayushi Bhowmick***
Class - VII

Goes Past the rows of Eucalyptus,
The mysterious bus
12 O'clock is now the time,
And slowly the night begins to shine.
The 'white shadows' now starts to wander,
From one place to the other.
All the spirits are now awake,
abd they'll be roaming till the day break day.
In everyone's door, they'll be knocking,
just think once again,
Isn't it haunting?

## ছোট্ট ছেলেটির ইচ্ছা

*অদিতি মজুমদার*
সপ্তম শ্রেণি

লিখছে কতকিছু সে খাতার পাতায়,
একটি ইচ্ছা, ছাপবে সেটা ম্যাগাজিনের পাতায়।
লিখছে সে দত্যি-দানব রাজপুত্তুর নিয়ে,
ভরিয়ে দেবে রূপকথা আর আনন্দ দিয়ে।

যদি ইচ্ছা পূরন হয় হবে বড় সাহিত্যিক,
চিনবে সবাই এক ডাকে কটক থেকে কাশ্মীর।
বলবে সবাই কত ভালোইনা লেখে সে,
অবশেষে পূরন হবে তার ইচ্ছা যে।

## Success

***Patatri Rudra***
Class - VII

No matter what they say,
Even if it is a lazy day
You keep on studying,
You keep on working hard,
And only then you will reach your goal.
No matter if you become tired.
No matter if you lose
You still have another chance to choose.
Just never give up on your goals and dreams,
Just forget how difficult it seems,
And you'll get a good result.
It will be a great pleasure.
This will be a day of your success,
Just you'll hve to follow the whole process.

"Books are our never failing friends"

— Robert Southey

## সংকট

*সিঞ্জন ব্যানার্জী*
অষ্টম শ্রেণি

মানুষ বিনা প্রকৃতি অসহায়,
প্রকৃতি বিনা মানুষ প্রাণহীন;
ভোগবাদী এই মানুষেরাই করছে,
প্রাকৃতিক শক্তিকে আরোও ক্ষীণ।

মানবজাতি কেন নিষ্ঠুর এত,
কাটছে গাছ নির্বিকারে,
তারাই আজ নির্বোধ তাই,
বিপদ দরজায় কড়া নাড়ে।

ইতিমধ্যেই চারিদিক সব,
ভরপুর আজ দূষণেতে,
তবুও আমরা তৎপর নই,
মরণ থেকে রক্ষা পেতে।

অতি আধুনিক সমাজ গড়তে,
প্রকৃতি যেদিন গাছ হারাবে;
সেদিন মানুষ পালাবে কোথায়,
শ্বাসরোধে সব মরতে হবে।

শত-শত গাছ লাগাতে হবে,
থামাতে হবে মরণ খেলা,
নাহলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে,
শুরু হয়ে যাবে ধ্বংসলীলা।

## স্বপ্নের সর্বনাশ

*শারণ্যা সাহা*
অষ্টম শ্রেণি

ডাক্তার হবো, স্বপ্ন দেখে
এটাই কি ছিল প্রাপ্তি?
ছিন্নভিন্ন করে রেখে,
হলো অসুরের শান্তি।

বর্গি তাড়িয়ে স্বদেশীরা যখন
স্বদেশ করিল স্বাধীন,
বলতে পারো কেন এখন
নারী রহিল পরাধীন?

বাহির হতে ঘরে ঢুকে
করলো যারা এই অপরাধ
মাখিয়ে কালি তাদের মুখে
করতে হবে প্রতিবাদ।

দিন শেষে নারী যখন
ফিরবে রাতে বাড়ি,
পথের মাঝে সে তখন
হয় যেন মানী।

"We are born to act,
When death comes, let it find
me at my work"

— Ovid

## আঁধারে নারী

*নেহা দাস*
দশম শ্রেণি

দেশ হয়ত হয়েছে স্বাধীন; আজও পরাধীন নারী।
তাই, রাতের আঁধার দেখলে পরে, ভয় লাগে তার ভারি,
সুরক্ষারা বিরাজ করে, ফাঁকা আওয়াজের মাঝে,
হিংস্র চোখের নোঙরা জন্তু, সৎ মুখোশে সাজে।
শরীরে লোভী দৃষ্টি তাদের, নেই যে তাদের লাজ,
যন্ত্রনা না সইতে পেরে, নারী প্রাণ দিয়েছে আজ।।
বধির সমাজ শুনতে পাওনা! শ্লীলতাহানীর কান্না,
নারী সমাজ পারছেনা আর, বলছে তারা আর না!
স্বপ্ন দেখার চোখগুলো তার, ঘন আঁধারে মুড়ে,
লড়াই করার শরীরটাকে দিয়েছো তো শেষ করে।।

## শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি

*পৃথ্বিজীৎ সমাদ্দার*
নবম শ্রেণি

ধন্য আজই ভারতবাসী তোমরাই জন্য।
এই কারণেই বিশ্ববাসী তোমার আরাধনায় মগ্ন।
কয়েক শত কবিতা ও কয়েক শত গল্প
রাতি হয়েছে তোমার সেই জাদুকরী হাতে,
এই কারণেই তুমি পূজিত হও চারিদিক হতে
সাহিত্যের জন্য নোবেল পেলে বিংশ শতকে,
'বিশ্বকবি' উপাধিতে অভিহিত করা হল তাঁকে।
'কাবুলি-ওয়ালা' থেকে শুরু করে 'ভিখারিণী'
বিশ্ব সাহিত্য রয়ে গেছে তোমার কাছে ঋণী।

## শহরের গল্প

*অদ্রিজা ব্যানার্জী*
অষ্টম শ্রেণি

সকালবেলা কুয়াশার ছোঁয়া,
রাস্তায় ছড়ায় সোনালী ধোয়া,
গাড়ির শব্দ, কোলাহল, গান,
নতুন দিনের নতুন প্রাণ।

বইয়ের দোকান, চায়ের কাপে,
আড্ডা গানে সময় থামে।
ইট-পাথরের এই শহরে,
স্বপ্ন জাগে হৃদয় ভরে।

বিকেল হলে আলো মরে,
নদীর পাড়ে বাতাস ঝরে।
রঙিন আকাশ ছুঁয়ে যায়,
সন্ধ্যা নামে মন ভরে যায়।

রাতের বুকে নক্ষত্র ঝরে,
আলো - আঁধারে গল্প গড়ে।
শহর জাগে, শহর ঘুমায়,
হৃদয়জুড়ে স্মৃতি জমায়।

# Examination

***Patrali Rudra***
Class - VII

For me exam is always a fear,
Seven days left and all is unclear!
Six days left when time is not long,
Five days left when I'm listening to with a song!
Four days left when I start history,
Three days left when much is mystery!
Two days left when I'm with Diagram,
One day is left when I'm malfunctioning in Program!
Two hours left when I feel my head reeling
Finally the time comes when I receive my paper.
All I feel is my heart and blood going like a creeper!
Forty minutes pass, I write what I know,
Twenty minutes pass and I remember very few!
Ten minutes there, my heart beats fast,
Five minutes there, that moment won't last!
Finally the bell rings, my paper done.
My exam is over, the fear is gone!
I smile wide, feeling so free,
no more stress, just victory!
As I check with my book I see,
Every word right, just perfectly!

## চাষী

*সোহেল মণ্ডল*
ষষ্ঠ শ্রেণি

কাস্তে নিড়িন, টোকা যাতে
মাটি খোঁচাই ঘাসের সাথে
ঘোমটা সরুক লাজ নেই তাতে
ভাত খাবো এসে আলু ভাতে।

ভাতে দিয়েছি ঘী-এর ছিটে
কিনবো এবার বাসের ভিটে
হাসি মুখে খাব এসো
হাত বুলায় লালাটে।

চাষ করে তাই বেজায় খুশি
ভীষণ তোমাকে ভালোবাসি
আর সকলে করছে ঘৃণা
বলছে অভাগা চাষী।

দেশে এলো নভেল করোনা
বন্ধ হলো কলকারখানা
দেশ বাঁচালো চাষের ফসলে
গর্বে বুক আটখানা

শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে
টাকা চুরি করে পালাল বিদেশে
বলতে হবে এদের আবার
দামি মানুষ এদেশের।

## আমাদের পড়াশোনা

*ভ্যালেনটিনা সরকার*
ষষ্ঠ শ্রেণি

আমাদের পড়াশোনা
চলে বাঁকে বাঁকে;
পরীক্ষার সময় তাই
চাপ বেশি থাকে।
পার হয়ে যায় দিন
পার হয় রাত,
পরীক্ষার সময় হলেই
মাথায় দিই হাত।
সারাবছর দিলাম ফাঁকি
এখনো পুরো সিলেবাস বাকি,
পড়বো পড়া তাড়াতাড়ি
রেজাল্ট হবে ফাটাফাটি,
এই আশায় আমরা থাকি।

## কবি

*মৈনাক মণ্ডল*
পঞ্চম শ্রেণি

অনেক শখ করে
লিখি যে কবিতা,
নিজেকেই ভাবি,
ছোট এক কবি।
কাগজের পাতায় থাকবে
নাম আর ছবি।
ভারতবাসী চিনবে
আমায় একটি নামে।
কবিতাগুলো ছড়িয়ে দেবো
দূর দূরান্ত গ্রামে,
না, গো, না, এ অহংকার নয়,
এ ছোট্ট আশা।
যার মধ্যে থাকবে
তোমাদের প্রতি ভালোবাসা।

## সবার প্রিয় মোহনবাগান

*অর্কদীপ রায়*
অষ্টম শ্রেণি

মাঠের প্রতিটি পা, যেন এক যুদ্ধরণ।
খেলার মাধ্যমে এই দল জিতে যায় সবার মন
চারিদিকে শোনাযায় আনন্দভরা জয়গান,
এই হল সবার প্রিয়, ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান।

তুমি বহন করে চল এক গর্বময় ইতিহাস।
মনে করলে আজও তা স্তব্ধ হয়ে যায় নিশ্বাস,
১৯১১ তে তোমার আই.এফ.এ শিল্ড জেতা,
জুড়ে দিয়েছিল ভারতের ইতিহাসে,
এক গর্বময় পাতা।

আবেগে ভরা সেই সোনালী সময়,
মোহনবাগান নামলে আজও ওঠে জয়।
সবুজ-মেরুনের বর্ণ হৃদয়ে তোলে ঢেউ,
জেতার হাত থেকে তোমাকে থামাতে পারেনা কেউ।

কোলকাতা ডার্বির এখনো আছে সম্মান
তোমার ভক্ত-রা দিয়ে যায়,
শুধু তোমার নামের-ই শ্লোগান,
তাইতো গর্ব করে বলে সবাই —
'জয় মোহন বাগান'।

## বন্ধু

*সায়ন সরকার*
নবম শ্রেণি

বন্ধু হলো ভরসার হাত
বন্ধু অতি আপন,
বন্ধু হলো ভালোবাসার
অতি মায়ার বাঁধন।
বন্ধু হলো সুখে-দুঃখে
তালমিলিয়ে চলা,
বন্ধু হলো মন খারাপে
হাসির কথা বলা,
বন্ধু হলো গল্প করা
মাঠের কোণে বসে,
বন্ধুর সঙ্গে ভালোই আমার
দিন কেটে যায় হেসে
বন্ধু হলো স্বার্থ-ছাড়া
দারুণ এক জুটি,
বন্ধু হলো, ভাইয়ের মতো
নেইকো কোনো ত্রুটি।

"Reading is the most delightful habit in the world."

— W. S. Raugham

# The Song of Nature

***Adrija Bandyopadhyay***
Class - VIII

The morning sun on hills so high,
spreads golden light across the sky.
The whispering wind through dancing trees,
carries the scent of blooms with ease.

The river hums a gentle song,
Its water rushing swift and strong.
It carves the earth in curves so free,
A timeless path to meet the sea.

The mountains stand in silent grace,
with snowy peaks the clouds embrace,
Their enchoes tell of years gone by,
Beneath the watchful, endless sky.

The stars awaken, soft and bright,
A thousand lanterns in the night.
They twinkle, wink and softly gleam,
Like scattered pearls upon a dream.

"একমাত্র জ্ঞান, দয়া, প্রেম ও ভক্তি মানুষের চৈতন্যকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম।"

— পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

# Adventure Story : The Journey of an Alchemist

***Ayanjit Saha***
Class - X

An Alchemist is a person who has the ability to turn metals into gold. Of course this power is not god-gifted. He goes through a series of adventures. These Alchemists do not belong to the wealthy state of the society.

A normal shepherd with his twenty sheeps started his journey towards the almighty Egyptian Pyramids. He sold his sheeps, worked in a crystal shop. His hardwork and honesty earned him the orbs of truth. These helped him to travel across Europe. In his journey he earned money, but also lost some; he tried things he could have never thought of, but most importantly he gained a true companion in his journey. He travelled by the Atlantic Ocean to Africa. The harsh climate made the journey tough. The shepherd, Lucian had to sacrifice his sheeps in order to cope up with hunger; through the journey his true companions and friends in the sheeps were no more. The orbs of truth denied to repair his fate. The crisis continued. Days passed by, the shepherd helped many residents of the caravan. He gave up on his food to feed the little ones in the Caravan. The orbs of truth again believed him. His destiny, his sacrifices lead him to a real Alchemist, one he had never seen in his life. They travelled across the Great Pyramids with his new mentor on horseback. His old companion was separatd earlier; Lucian found him in an oasis. The oasis where he found his love of life, Fatima, the oasis where he came to rest but forgot to continue his journey towards his treasure, the Pyramids. Days passed on, the happy life of the shepherd continued. One day his old companion came to his house. The Alchemist who had resided with him in hte the oasis, who taught him the lesson of alchemy had passed away. Lucian being heartbroken, made a last attempt to find the treasure of which he dreamt for nights. The treasure was nowhere to be found. He lost his dear wife in a tragic attack on the residents of the oasis.

His precious objects of life were no more; neither were his dear friends nor family. The question remains : "Why was he unable to find the treasure?" Maybe to answer this question a rebel also murdered him on a mounlit night.

# সুনিতা উইলিয়ামস্ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান চিন্তা

*বিক্রম চক্রবর্তী*
সপ্তম শ্রেণি

সুনিতা উইলিয়ামস্ একজন প্রখ্যাত জ্যোর্তিবিজ্ঞানী। যিনি মহাকাশ গবেষণায় অসমান্য অবদান রেখেছেন। তার জীবনের গল্প আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ১৯৬০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের পুণেতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন ভারতীয় নৌ বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। মা ছিলেন গৃহিণী। ছোটোবেলা থেকেই সুনিতা মহাকাশ সম্পর্কে গভীর আগ্রহ অনুভব করতেন।

সুনিতা উইলিয়ামসের পড়াশোনা শুরু হয় ভারতেই। তবে পরবর্তীতে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা চলে যান। সেখানে তিনি ম্যাসাচুসেটস ইন্স্টিটিউট অব টেকনোলজি (MIT) ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তার কৃতিত্বের কারণে ১৯৯৫ সালে তিনি নাসায় চাকরি পান এবং সেখান থেকে তার মহাকাশ অভিযানের পথচলা শুরু হয়।

সুনিতা উইলিয়ামস্ ২০০৬ সালের ২৩শে জুলাই প্রথম মহাকাশে যাত্রা করেন। একজন স্পেস শাটল অভিযাত্রী হিসেবে মহাকাশে যাবার পর, তিনি সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষা এবং গবেষণায় অংশ নেন।

তার মহাকাশ অভিযানে অন্যতম সাফল্য ছিল আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন (ISS)-এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন।

তার দ্বিতীয় মহাকাশ অভিযান ছিল ২০১২ সালে। যেখানে ১৭৭ দিন তিনি মহাকাশে কাটিয়ে ছিলেন। তার এই অভিযানে তিনি মহাকাশে মহিলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি সময় কাটানোর রেকর্ড গড়েন।

সুনিতা উইলিয়ামসের কৃতিত্ব শুধু মহাকাশ অভিযানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তিনি পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানী এবং মহাকাশ গবেষক হিসেবে নারীশক্তির উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তার জীবনের পথচলা দেখিয়ে দেয় যে সংকল্প, শিক্ষা এবং অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে যে কোনো প্রতিকূলতা অতিক্রম করা সম্ভব।

তিনি একাধিক বার বলেছেন, ''যে মহাকাশে যাবার সময় পৃথিবীকে একদম ছোট মনে হয় এবং তখন মানুষের মধ্যে জাতি, ভাষা বা ধর্মের বিভেদ দেখা যায় না।'' তার এই বাণী আমাদেরকে শেখায় যে, পৃথিবীকে একত্রিত করে সবাইকে একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

সুনিতা উইলিয়ামসের এই কাহিনী এক অসামান্য কাহিনী। ভারতীয় এবং বিশ্বের মহাকাশ গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তার সাহসিকতা, কৃতিত্ব এবং উদ্দিপনা সকলকে অনুপ্রানিত করে।

তার মহাকাশে গবেষণা করা কাজগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে শারীরিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন রয়েছে।

**▸▸ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS) তে গবেষণা ঃ**

সুনিতা উইলিয়ামস্ তার প্রথম মহাকাশ অভিযানে অংশ নেন ২০০৬ সালে। যেখানে তিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করেন।

সেখানে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রমে অংশনেন। তার প্রধান কাজগুলির মধ্যে ছিল —

■ **মহাকাশে শারীরিক পরিবর্তন ঃ**

মহাকাশে দীর্ঘ সময় ধরে থাকার ফলে মানুষের শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সুনিতা উইলিয়াম মহাকাশে দীর্ঘ সময় কাটানোর কারণে মানুষের পেশি এবং হাড়ের অবস্থা কিভাবে পরিবর্তীত হয় তা নিয়ে গবেষণা করেন। তার গবেষণায় মহাকাশে শারীরিক প্রভাব ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

■ **মহাকাশে জীববিদ্যা ও জীবন্ত পদার্থের পরীক্ষা ঃ**

মহাকাশে উদ্ভিদ ও প্রাণী ওপর পরীক্ষা করে দেখা হয় কিভাবে মাইক্রোগ্রাভিটি (নগণ্য মহাকর্ষ) তাদের বৃদ্ধি এবং বিকাশে প্রভাব ফেলে। সুনিতা উইলিয়ামস্ এই পরীক্ষাগুলিতে অংশ নিয়ে মহাকাশে জীবন্ত পদার্থের আচরণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন।

■ **মহাকাশে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঃ**

সুনিতা উইলিয়ামসের দ্বিতীয় মহাকাশ অভিযান ছিল ২০১২ সালে। যেখানে তিনি মহাকাশে ১৭৭ দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় অংশ নেন। যেমন

◆ **মানবদেহের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ঃ**

দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকার কারণে মানুষের দেহের অভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া যেমন – হরমোন, রক্তচাপ এবং অন্যান্য শারীরিক প্রভাবগুলো সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সুনিতা উইলিয়ামস্ এই পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

■ **মহাকাশে মহিলাদের ভূমিকা ঃ**

সুনিতা উইলিয়ামস্ একজন মহাকাশ অভিযাত্রী হিসেবে মহিলাদের জন্য একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তার কাজগুলি শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, বরং নরীদের জন্য একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হিসাবেও পরিগণিত হয়। তার গবেষণার মাধ্যমে মহিলাদের মহাকাশ গবেষণায় আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

▸▸ **উপসংহার ঃ**

সুনিতা উইলিয়াসের নাসায় করা গবেষণা পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তিনি তার গবেষণার মাধ্যমে মহাকাশ সম্পর্কিত নতুন ধারণা এবং তথ্য প্রদান করেছেন। যা ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতিতে সহায়ক হবে। তার কাজ শুধু মহাকাশ বিজ্ঞান নয়, মানব সভ্যতার উন্নতির জন্যও এক মূল্যবান অবদান।

"কোন বড় কাজই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ছাড়া হয়নি।"

*— স্বামী বিবেকানন্দ*

# The Fine Creature

***Suchana Biswas***
Class - X

"This creature is so huge that it can't fit in this small area" said John, looking out of the window of the lab. Camilla, who was watching the movement of the creature, replied, 'We have a big area. This creature can fit in here easily.'

John and Camilla, who were the famous geo-scientists of U.S.A., wanted to bring the dinosaur back to life. So, they selected a giant dinosaur to do experiment on it. It was not so long that they started the experiment. They became successful and they were trying to make it bigger. It was captivated in a cage.

Their lab was big, situated in an island, which was away from the human eye. On a bright morning, John and Camilla along with their whole team, were observing the dinosaur for further experiment. At that time, they found something unusual.

One of the team members, Prof. Chen was on the duty of feeding the creature. Needless to say, he was trying to feed the dinosaur by an automatic machine. But after holding the food for almost two hours, it did not come out.

At this moment, 'John said, "What if the creature has fled already?" "It can't run away from its cage. The cage is literally made up of electric wire." said Camilla, in a furious tone. At this time, Prof. Chen suggested that they should go there and see what had happened of it.

John and Prof. Chen went out. At that time, Camilla understood that the creature had not run away, but it was somewhere in an island, which was outside of their view. No sooner did Camilla call John than he could feel the strong movement of hot air behind him.

They could feel the presence of someone bigger, behind them. Just in this moment, they turned away and saw that the big, furious, bloody dinosoaur was standing in front of them.

"RUN!!!", said Prof. Chen.

They started running through woods and jungles. It was their misfortune that the rain had started to pour nowhere. The

dinosaur was indeed so big that it could easily catch them. Running for about half an hour, John and Prof. Chen took shelter in a cave. They felt helpless.

"What should we do now??" asked Prof. Chen.

'At first, we have to find a way to reach our lab or we will be killed" replied John, in a whispering tone.

Through the big branches, grass, woods, they ran with bated breath. But, they came face to face with the dinosaur. This time they had no way to run. Despite this terrible situation, John picked a dead rat and threw it at the dinosour. But it showed no interest in that fleshy treat.

"We don't have much time!!", said John.

"We can't die like this. I want to see my daughter, for the last time," said Prof. Chen.

"Stop being emotional, Chen!", said John in a disgusting manner.

At that moment, the dinosaur went crazy and it smashed John with its big, thorny tail. John was unable to move an inch.

Fortunately, Prof. Chen found an electric shocker to make it unconscious. He used it on the dinosaur from behind. As soon as, it was applied on the dinosaur, it fainted quickly.

After that, Prof. Chen lifted John up and took him to the lab.

"যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন,
সে দেশের হিতসাধনে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম।"

— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

*"To me a lush carpet of pine needles and spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug."*

— Helen Keller

# Distraction By Mobiles In Human Life

***Baisakhi Mondal***
Class - VI

Last week, one night, I had a strange dream. In my dream, I saw a book and a mobile talking together. They were speaking about something. Their conversation went like this :

**Book :** Hello! Mobile, what are you doing now?

**Mobile :** Oh! Book, I am attracting these people who are fond of me.

**Book :** And what is your advantage and what is your disadvantage also?

**Mobile :** I am stealing their intelligence and after that they become stupid and lazy. These are my advantages. And my disadvantage is, as I am working for a long time, the charge of my battery run sout quickly.

**Book :** I am surprised to hear your advantages. You can't steal other's intelligence.

**Mobile :** You are envying my work. By the way, what is your advantage and disadvantage from your work?

**Book :** By reading me, people become wise. I increase their intelligence.

**Mobile :** Seriously!!!

**Book :** Yes, my friend.

**Mobile :** Sorry, my friend. I always understand that I am everything. Without me, the lives of people are miserable.

**Book :** Actually, the opposite will be true. Without proper uses of you, lives of people are at stake.

Then in the morning, I was called by my mother for tuition. After I woke up, I realized that misuse of mobile can make us stupid and lazy. Mobiles can distract us from our goal of life.

*"He works best who works witout any motive, neither for money, not for fame, nor for anything else."*

— *Swami Vivekananda*

# দুর্যোগের সঙ্গী

*প্রজ্ঞান দাস*
সপ্তম শ্রেণি

দিনটা ছিল ২৭/০৪/২০১৮। সন্ধ্যে থেকে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ও এক নাগাড়ে বাজ পড়ছে। রাস্তাঘাট সবই জলে ভরা। হাঁটু অবধি জল জমেছে রাস্তায়। রাস্তা থেকে সব গাড়ি উধাও হয়ে গেছে। সুধীরবাবু ডায়মণ্ডহারবার থেকে ট্রেন ধরেছেন সন্ধ্যের দিকে, উদ্দেশ্য কৃষ্ণনগর যাবেন শিয়ালদহ হয়ে। শিয়ালদহ পৌঁছোতে প্রায় দশটা বেজে গেল। শিয়ালদহ এসে তিনি দেখেন কৃষ্ণনগর যাওয়ার প্রায় সব ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। মাইকে ঘোষণা করা হয় ওভারহেড লাইনের তার ছিড়ে গেছে। তবে দ্রুত গতিতে তা মেরামত করার চেষ্টা হচ্ছে। দ্বিতীয়বার মাইকে ঘোষণা করা হয় বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক হলে একটি স্পেশাল কৃষ্ণনগর লোকাল ছাড়া হবে। ট্রেনটি যখন ছাড়া হল তখন রাত বারোটা। সুধীরবাবু ওই ট্রেনে উঠলেন কৃষ্ণনগরে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য। তিনি ঠিক করলেন যে, কৃষ্ণনগর পৌঁছে রাত্রে ওয়েটিং রুমেই থেকে যাবেন। কৃষ্ণনগর লোকালে লোকের ভিড় বেশ ভালোই ছিল। যাত্রীরা বিভিন্ন স্টেশনে নামতে নামতে রানাঘাটে ট্রেন প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। কামরায় কেবল একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা আর সুধীরবাবু। সুধীরবাবু মনে মনে ভয় পেতে লাগলেন। ছিনতাইকারি ও গুণ্ডা-বদমাশদের কথা ভেবে। সুধীরবাবু ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে ডেকে দশ টাকার ঝালমুড়ি দিতে বললেন। মুড়ি বিক্রেতা একটি ঠোঙা ভরতি ঝালমুড়ি সুধীরবাবুকে দিলেন। মুড়ি বিক্রেতা বললেন, 'সুধীরবাবু আপনাকে এর দাম দিতে হবে না।' সুধীরবাবু তার নাম শুনে চমকে গেলেন। সুধীরবাবু বললেন, 'আপনি কোথা থেকে ট্রেনে উঠলেন? আর আমার নামই বা আপনি জানলেন কীভাবে?'

মুড়িওয়ালা বলল, 'আমি কোনও স্টেশন থেকে উঠিনা। আমি রানাঘাট আর কালীনারায়ণপুর জংশন এর মধ্যে তিননাম্বার সিংগন্যালে ট্রেন দাঁড়ালে আমি উঠি, আমার জীবনের শেষ ঠিকানা।'

সুধীরবাবু আবার তার কাছে জানতে চাইলেন তিনি ওনার নাম কী করে জানলেন। মুড়িওয়ালা সুধীরবাবুর পাশে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'ডাক্তারবাবু আপনার নাম ডাঃ সুধীর সেন। আপনি আমার কাছে দেবতুল্য। আজ থেকে দুই বছর আগে ওই তিন নম্বর সিগন্যালে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল আমি ডাউন থেকে আপ কৃষ্ণনগর লোকালে উঠতে গিয়ে পা পিছলে চলন্ত ট্রেনের তলায় চলে যাই। দু-দিন পর জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি কৃষ্ণনগর সরকারি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। আমার চিকিৎসার দায়িত্বে আপনি ছিলেন। আমার স্ত্রী আপনার সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন। আপনি আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি সুস্থ হয়ে উঠব, তবে প্রতিবন্ধী হয়ে। আপনি শত চেষ্টা করেও আমাকে বাঁচাতে পারেননি'। ডাঃ সেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি যখন ঝালমুড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন তখন তিনি দেখলেন সে ট্রেনে নেই। ট্রেন কখন কৃষ্ণনগরে পৌঁছেছে তা ডাঃ সেন খেয়াল করতে পারেননি। ডাঃ সেন বুঝতে পারলেন যে, তিনি এতক্ষণ মৃত ব্যক্তির অশরীরী আত্মার সাথে কথা বলছিলেন। আর সেই মৃত ব্যক্তি তাঁর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছিলেন। ডাঃ সেন চোখের জল রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে চলে গেলেন।

# The Secret Temple

***Sanjhbati Nag***
Class - VIII

Meenakshi : "Rohan! Where are you? We are getting late. Let's go."

Meenakshi and Rohan were siblings who lived in Mumbai for their studies. It was a long time since they had meet their parents. It was their sister's marriage so they were going to their village.

Rohan : Wait didi, I am coming. [He took his car keys and left.]

Meenakshi : Let's go now! We have to come back today. They have to travel for 3 hours to go to their village. So, they left their house at 6 pm. There was a jungle on their way. The jungle was totally dark by 6 pm. They arrived at their village at 9 pm. Their mother hugged them and Rohini (their sister) was too happy to see them. After attending her marriage they left at midnight for Mumbai. Their mother tried to stop them but they had an important lecture next day in their college.

It was 1 pm when they were crossing the jungle. Suddenly, their car stopped and it was not starting again. They got off the car. The place was totally silent only; there was the sound of the wind.

Meenakhi : Rohan! Are you sure that we haven't lost our way?

Rohan : I don't know. Here is no signal also. The GPS is not working.

Meenakshi : Rohini! See there is a temple. Let's go there and see. I think we can get help from there.

In the jungle Meenakshi saw a temple. It looked too old but still they went inside it.

Rohan : Hello! Is anyone there?

Meenakshi : Rohan, look, there is door behind the statue of Maa Kali. Let's see if anyone is inside it.

[They opened the door and entered the room]

Next Morning :

A farmer was going towards his field. Suddenly, he noticed that someone was crying from behind the bush. He went to see who was crying. He saw that Rohan was crying like a mental patient and Meenakshi was lying liveless on the ground. Suddenly, Rohan's phone started ringing. It was his mother. The farmer picked the phone and told her about their condition. She came running there. When she reached there a priest who had come there on hearing of the death told her that almost 100 years ago there was a great fire in the temple. After that incident whoever had entered the temple died or went insane. No one knows what happened to them inside the temple.

# A mysterious piece

***Abhipsha Bhattacharjee***

Class - X

The incident which I am going to desribe today is an incident which happened about few months ago. I remember the date; it was 4th November. Me and my friends decided to roam around the city and spend a quality time. As it was winter season, our parents told us to return home before evening. Accordingly, we gathered in the playground near our home to start the journey. In our group there were five members — me, Raya, Rishi, Puja and Soumo. We departed in the morning at 8 am bicycle. While travelling, we changed our decision and planned to do something new and interesting. But Riya and Soumo disagreed. They were frightened to do adventure. Then rest of us pursuaded them for the adventure. Afterwards, we made up our mind to go to the nearby famous building of our city which has an eerie atmosphere. There were many incidents. Many people who started their journey for the building never arrived there and were lost on the way.

Being influenced by these incidents, we again started our journey for the building. On the way, we named the building 'A mysterious piece.' After covering about 3 km, Soumo's cycle punctured. There was no cycle repairing shop, so we decided to keep his cycle aside and continue the journey. Soumo would take his cycle back when we would return then.

Soumo sat on Rishi's cycle and we reached the distance which was 1 km far away from 'A mysterious piece'. We had an inderscribable feeling as we were slowly reaching the building. On the way, an old man told us about the history of the building. He told that it was an house of a rich businessman who lived happily with his family. But suddenly, two of his sons died and their business collapsed in the same year. They left the house and offered it for rent. But the tenants who came to live there faced many difficulties and left the building. From that day, no one went there without any purpose. By hearing

these we became more interested to reach there. Few unpredictable incidents happened. Certainly, the weather deteriorated leading to thunderstorm. Later, the weather improved; two of our group members fell ill. But, we didn't give up. We still continued our journey. And finally the moment came, we reached the building. Actually if you want something by heart, no one can let you stop from achieving it. But, the actual adventure happened after knocking at the door. We found the door open. When we went in we saw a well-maintained house. We were astonished by its beauty. How can a deserted house be so impeccably maintained?

When we were leaving the house, we found the door locked. We became tense and shouted very much but no one was there to help us. We became helpless and we saw that it was evening. After 3-4 hours (according to our assumption) few people rescued us from there. After we regained our sense, we found ourselves in Riya's house. Our parents were around us. They were very anxious. Then, we asked them about what had happened to us. They gave no answer and told us not to go anywhere again without elders. We realised something serious had happed but got no true answers. From that day, we never went anywhere witout elders. But still I want to know, "What had happened that night?"

"মনে রাখবে, জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো,
অন্যায়ের সাথে আপোষ করা।"

— সুভাষ চন্দ্র বসু

# টি-20 বিশ্বকাপ 2024

*সপ্তম পোদ্দার*
নবম শ্রেণি

2024 সালের 2 রা জুন থেকে শুরু হয় আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপ। এটি অনুষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে। মোট 20 টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে এবং মোট 55টি ম্যাচ হয়।

2007 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অনুষ্ঠিত প্রথম টি-20 বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরাস্ত করে জয়ী হয় ভারত। 2009 সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে পাকিস্তান জয়ী হয়। 2010 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড জয়ী হয় অস্ট্রেলিয়াকে পরাস্ত করে। 2012 সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ী হয়। 2014 সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ভারত শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজিত হয়। 2016 সালে ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। 2021 সালে আরব আমিরশাহি এবং ওমানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে। 2022-এ অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

2024 সালের বিশ্বকাপে 20 টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। যাদের 4টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল —

**গ্রুপ - এ ঃ** ভারত, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র।

**গ্রুপ - বি ঃ** ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড, ওমান।

**গ্রুপ - সি ঃ** ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, উগান্ডা।

**গ্রুপ - ডি ঃ** দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস, নেপাল।

রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করে। এই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে সর্বাধিক চার হাঁকার রেকর্ড গড়েছেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারত। অপর দিকে আফগানিস্তানকে পরাজিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে ভারতের মুখোমুখী হয়। বার্বোডোজে আয়োজিত ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে প্রথম ব্যাট করতে নামে ভারত। তারা 20 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে 176 রান করে। এরপর ব্যাট করতে নেমে দুর্ভাগ্যবশত দক্ষিণ আফ্রিকার একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে। হার্দিক পাণ্ড্যের বলে যখন হেনরিক ক্লাসেন আউট হন তখন দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য দরকার 18 বলে 22 রান। কিন্তু নিশ্চিত জয়কে উড়িয়ে 18 তম ওভারে 4 রান দিয়ে 1 উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা। ফাইনাল ম্যাচের শেষ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার 16 রান। বল করতে এলেন হার্দিক পাণ্ড্যা। বিপক্ষীয় ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলারের বিধ্বংসী ব্যাটের ঘায়ে প্রথম বলটাই চলে যায় বাউণ্ডারি লাইনের দিকে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার শিবির তখন উত্তেজিত 4 বা 6-এর আশায়। কিন্তু না, হঠাৎই একটি ক্ষিপ্রহস্ত বাউণ্ডারি লাইনের উপরে শূন্যে ভেসে বলটি মুঠোবন্দি করল। অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিলেন সূর্যকুমার যাদব। এই ক্যাচই বিশ্বজয়ের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াল। অনেকের মতে, সূর্যকুমার ক্যাচ নয়, বিশ্বকাপটাই লুফেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা 20 ওভারে 8 উইকেটে 169 রান করে। ফলে দ্বিতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণ হয় ভারতের।

আইসিসি ট্রফির জন্য 11 বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে ভারতীয়দল। 2023-এর 19 নভেম্বর আহমেদাবাদে রোহিত শর্মার দলের এক দিনের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়। টি-20 বিশ্বকাপ 2024 টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হন যশপ্রীতি বুমরা, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন বিরাট কোহলি ও স্মার্ট ক্যাচ অফ দ্য ম্যাচের শিরোপা পান সূর্য কুমার যাদব।

# Adventure of twenty nights

***Jit Biswas***
Class - X

It was 7 O'clock, and we all were lying on the gound a midst confusion. We were not sure we were alive or dead. We could hear the growl of the wild beasts. I could not feel the morning time because there was not a little amount of strength. A group of school friends had decided to go to picnic in a river side farmhouse of one of our friends. We were frustated by the daily boring life style. So we planned for the picnic and went on a Saturday afternoon. We approached there and started to feel the free-independent life-style. But suddenly the sky looked threatening and a heavy torrential rainfall started. We all were staying in the farm house and we felt that the storm was hunting the house and within a moment the roof of the house flew away and we all fell into the strong river streams. After that we were there and we did not know where we were. We only found ourselves on an island. After 3 days of roaming around and in search of help we were lying on the ground. Like this the morning was spent. Again for our food we were roaming here and there because we had not a single piece of food with us. We were wandering here and there. Suddenly, we came face to face with a Jaguar; for a moment we felt that our spirit had left our body. But by the blessing of God, we all were still alive. But we had no food.

Like the primitive people we were dwelling in a cave and we lighted fire by striking stones with each other. At every night pack of wolves waited at the entrance of the cave for making us their meal. Every night was like the last night. We feared we would not see the sunrise again. After 9 days we lost the measure of time and waited for anyone to come to rescue us. When some of us climbed up the tree for collecting fruit, we had also encountered a python. The nights were drooping down on us as darkness. While climbing up the mountain terrace one of us slipped, and we were in trouble. Thus we spent 17 days without the hope of survival. The toughest moment for us came when we were panting for fresh water. It was the only and single way for our survival. Among these difficulties our main intention was fulfilled. We tasted the joy of freedom. The night became more beautiful. And after twenty days some policeman found out our location and rescued us. But we will never forget the 20 days of adventure.

# The little maid

***Sulagna Bhandari***
Class - VII

Some days ago, I left from my previous rented house. My home was in Bankimnagar. I had a very memorable event in the home. My room was on the 1st floor. A very breathtaking view was experienced from my little balcony of my room. Many trees, known or unknown, enclosed the house. There was a small home near my rented house. A little girl came to visit her grandparents during the winter holidays of her school. The girl didn't get any friends in her grandparents' house to spend her time with. As I lived in my room alone, she came to me. We spent the time joyfully, with many talks about each other. The girl was a simple rustic girl. She stayed there for only twelve days. The days were passing quickly. Sometimes she came to my balcony without informing me. She stared at the garden from the balcony. Probably she was a six or seven-year-old maid. We had a very good bonding between ourselves. On the last day before she returned home, she came to visit me and told me bye. We both became emotional and cuddled. We both knew that we would not meet each other again. As I would be leaving the house in January, she told me she would come here next year. But I knew I would not meet her again. She then got into a taxi with her grandfather. From the taxi also she started at me and nodded her head. I told her in a loud voice that she might come to the balcony when I would not be there. Then she left.

Afterwards, I lived in that home for about twenty days. Then, for the completion of studies, I returned to my own house. I knew I would not have a chance to go there. But the friendship of the soul will last for my lifetime.

*"Poverty wants some things, luxury many, avarice all things."*
*— Abraham Cowley*

# দীঘা ভ্রমণের কথা

*ঐশী বিশ্বাস*
ষষ্ঠ শ্রেণি

বর্ষাকালে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে আমরা সহপরিবারে গিয়ে ছিলাম দীঘা ভ্রমণে। গতবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ২রা আগষ্ট। আমি, ভাই, মা-বাবা, কাকা-কাকিমণি, জেঠু-জেঠিমা, ভাই এবং বুনু দীঘা ভ্রমণে রওনা দিই। আমরা চাকদহ স্টেশন থেকে দুপুর একটার ট্রেন ধরে নৈহাটি হয়ে ব্যাণ্ডেল হয়ে হাওড়া নামি। কিন্তু ট্রেন ছিল অনেক লেট। প্রায় চারঘন্টা অপেক্ষা করার পর আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো সতেরো নম্বর প্লাটফর্মে। রাত ২ টোর সময় আমরা দীঘা স্টেশনে গিয়ে নামি। সেখান থেকে ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। সেদিন রাতটা বিশ্রাম করে পরের দিন সকালে গিয়ে ছিলাম সূর্যোদয় দেখতে। তারপর হোটেলে ফিরে লুচি এবং তরকারি দিয়ে টিফিন খেয়ে বেড়িয়েছিলাম উদয়পুরে সমুদ্রে স্নান করার উদ্দেশ্যে। সেখানে অনেক মজা করে ফিরলাম হোটেলে। বিকেলে বিশ্রাম করে সন্ধেতে বেড়িয়েছিলাম চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে সেই সঙ্গে একটি ধাবাতেও গিয়েছিলাম। সেখানে সবাই হাক্কা নুডোলস খেয়ে রুমে ঢুকি। পরেরদিন সকাল ১০টার সময় টিফিন খেয়ে বেড়িয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ হাঁটা পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম সমুদ্রে। সেদিন ছিল আমাদের দীঘা ভ্রমণের শেষ দিন। তাই সেদিন খুব মজা করেছি। স্নান করে রুমে ঢুকে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করে আমরা রওনা দিলাম স্টেশনে। তার মধ্যে ট্রেনও চলে এলো। আমরা সবাই ট্রেনে উঠে পড়লাম। গিয়ে পৌঁছোলাম হাওড়া স্টেশনে, সেখান থেকে বাসে শিয়ালদহ। তারপর লোকাল ট্রেন ধরে চাকদহ চলে এলাম। চাকদহ স্টেশন থেকে আবার হেঁটে বাড়ি চলে এলাম। দীঘা থেকে বাড়ি ফিরে এসে দীঘার জন্য খুব মন খারাপ করছিল, তবে আমাদের তো একদিন না একদিন বাড়ি ফিরতেই হত। তবে যতই মনখারাপ হোক না কেন, এই ভ্রমণটা আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দময় ভ্রমণ হয়ে থাকবে।

"মানুষের মৃত্যু আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মৃত্যু দেখলে।"

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# Room No Thirteen

***Saptaporni Sarkar***
Class - X

On a bright sunny morning. I was taking tea in my apartment. I felt very free because I had no work in my office. Just then, my friend and my assistant Soumyadeep called me. "Savyasachi, I have planned a trip to Mirik today evening. I know you are free, so you have to join me. I will pick you up from your apartment." — he stated. He passed me the information so quickly that I did not get any scope to say anything.

We left for Mirik at about 5:30 p.m. Soumya was driving very cautiously. After reaching a certain distance, we found a crowd of people looking down the steep ridge of the mountain. We parked our bikes, and went towards the crowd. After getting closer to the crowd, we found an angry group of people surrounding Mr. varma — a police officer. Looking at me, he put his steps forward. From him we came to know that a stranger had committed suicide by falling into the ridge. And the most mysterious thing is that he was wearing a casual dress as if he had committed suicide just after waking from his sleep. The local people were considering that the stranger might have been influenced by "Dano" or ghost. Being a detective, I did not believe in this. I decided to investigate this incident.

While we were in the Mirik police station and were talking to Mr. Varma, suddenly a person entered the police station. "Sir, I have to inform you of something. It's very private —" Before he could finish his words, a bullet hit his forehead and on the spot he died.

We got to know that he worked as a waiter in the hotel "Mount Star" and had given up his work one year before. Earlier, we had been informed that the stranger (who had committed suicide) and uttered the word "room no. 13". After getting this information we searched for the room no 13 of every hotel. But we heard that the "Mount Star" hotel had no 13 numbered room. I thus started to investigate the hotel "Mount Star".

"Soumya, you have to get ready

immediately with the full police force. Remember a single delay would destroy my life." — I alerted soumy while going forward to the hotel Mount Star. "Don't worry, Saumasachi. No one can even touch you while I'm there," he answered in a robust voice.

As I entered the hotel reception disguised as Jagabandhu Sadhukha, the receptionist, asked — "From where are you coming?" "I am a businessman. While coming to Darjeeling my car punctured and I got stuck." I firmly replied.

"Ok, Your room no is 7 on the 2nd floor." — the receptionist handed the key to me.

Before I would step into my room, the receptionist said — "Mr. Jagabandhu Sadhukha, your close friend Mr. Patil is waiting for you. Can you please come?"

"My close friend?" — I surprisingly asked him.

"Yes. Can you please come to room no. 13?"

"Room No. 13?" I immediately went with him.

As I entered the room, I found no one inside. Before I could realise anything, a strong smell of chloroform entered into my nose and I became unconscious.

When I opened my eyes, I found myself in a surgical room. The doctor told me with a cruel smile, "Mr. Sadhukha, today, your kidneys will be sold abroad for a very good price. We have conducted so many operations, but yesterday night the person escaped from the bed and committed suicide. Before we get arrested by the police we want your kidneys to fly away —". In the middle of his words my true assitant Soumya entered the room with a gun — "Hands up. Mr. Sharma. You are arrested. We arrested a group of kidney smugglers that night, and the hotel was sealed.

*"Life is what happens to you*
*While you are busy making other plans."*

— John Lennon

# লটারি

*অভীপ্সিতা মিত্র*
অষ্টম শ্রেণি

বাঙালির শৈশব মানেই ফেলুদা কিংবা কাকাবাবুর মতো গোয়েন্দা চরিত্রদের নিয়ে ভরপুর। সেই ভাবেই আজ আমাদের গল্পের নায়ক সোমব্রত ও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। ছোটো থেকেই সোমও সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার চরিত্রে নিজেকে কল্পনা করে ঠিক তাঁর মতোই এক গোয়েন্দা হওয়ার স্বপ্ন নিজের মনে গড়ে তুলেছিল। তবে নিম্নমধ্যবিত্ত এক অভাব অনটনের সংসারে তার এই স্বপ্ন যে স্বপ্নই রয়ে যাবে — তা নিয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, সোমের বাবা শিবম জন-মজুরের কাজ করতেন। অভাব অনটনের এই সংসার ধনী না হতে পারলেও দুঃখী ছিল না। সোমও স্বভাব-চরিত্রে, এমনকী পড়াশোনায় খুবই ভালো ছিল। সোমের ভাই বোন নেই। তার মা-বাবা চায় তাকে পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করতে। মাধ্যমিকেও ভালো ফল করে। তার ইচ্ছা যে ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর সামর্থ্য তার মা-বাবার নেই। এককালীন ১০ লাখ টাকা দিলে সে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভর্তি হতে পারবে। হাজার চেষ্টার পরও শিবম অর্থাৎ সোমের বাবা সেই টাকা জোগাড় করতে না পারায় লটারির টিকিট কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। যা সে এতদিন ঘৃণা করত। ১ কোটি টাকার একটি টিকিট। জিতে গেলেই সারা জীবনের মতো শান্তি। সকলকে অবাক করে দিয়ে তারা জিতেও যায়। আনন্দবাজার পত্রিকায় সেই খবর ছাপানো হয়। তাদের কতো স্বপ্ন। ১০ লাখ টাকা কলেজে জমা দিয়ে বাকি টাকা দিয়ে তারা নিজের ব্যবসা শুরু করবে, ভালো মন্দ খাবে, নিজেদের বাড়ি হবে। কিন্তু সব স্বপ্ন তছ্‌নছ্‌ করে দিল সোমের কাছে আসা একটা ফোন কল। কলটা এসেছিল পুলিশ স্টেশন থেকে, তার বাবাকে খুন করে জোড়া দীঘির পাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সোম ও তার মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ভাগ্যের তবে এই পরিহাস! কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা।

পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সোমও চায় তার বাবার খুনিকে হাতে-নাতে ধরতে। সেই দিন সে ও তার বাবা বাজার করতে গিয়েছিল। সোম বাজার নিয়ে বাড়ি চলে আসে, তার বাবাকে মাংস এবং মুদিখানা বাজার করে আনতে বলে। এইটুকু সময়েই তবে এত কিছু। তাদের জীবন জুড়ে এখন শুধুই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এই ঝামেলার মধ্যে কলেজে টাকা দেওয়া হয় না। ১ কোটি টাকার ক্যাশ তার বাড়িতে, বড়বাবু মি. সান্যাল বলেছেন টাকা তাঁর কাছে জমা রাখতে। ঝামেলা যখন বেশ গুরুতর পর্যায়ে, পুলিশেরা লক্ষ্য করে, সোমের বাবাকে যেখানে খুন করা হয়েছিল, তার আসেপাশে জনবসতি নেই। আর সেই রকম জায়গায় সোমর বাবা যাবেই বা কেন? কেউ নিশ্চয়ই তাঁকে নিয়ে গেছে। অচেনা কেউ হলে এমন জায়গায় যেতে রাজিই বা কেন হবেন? বড়বাবু মিঃ সান্যাল বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। তবে বিষয়টি যখন আরও জটিল হয়, তখন মি. সান্যাল লক্ষ্য করেন, দীঘিতে ঢোকার গলির ঠিক শুরুতে একটা পুরোনো বাড়ি। যেখানে এখন লোক থাকে না, মাঝে মাঝে গরমের ছুটিতে তাঁরা সপরিবারে কলকাতা থেকে বেড়াতে আসেন। বাড়ির বাগানের ফল বাজারে বিক্রি করেন। আসবাসপত্রও আছে সেখানে কিছু। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা বাড়ির বাইরেই, অর্থাৎ গলির

ঠিক মুখোমুখি একটা C.C.ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছেন। এই C.C. ক্যামেরা মি. সান্যাল লক্ষ্য করবার পর সেই বাড়ির কর্তাকে ফোন করেন এবং কোলকাতায় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কম্পিউটারে দেখেন, দুপুর ১১.৫৩ মি. নাগাদ সোম ও তার বাবা সেই গলিতে ঢুকছে। মি. সান্যালের বুঝতে আর বাকি রইল না। তিনি সেই রাতেই সোমকে থানায় ডাকেন। তিনি সোমকে বুঝতে দেন না যে, সোম-ই এখন সন্দেহের প্রথম তালিকায়, বড়বাবু সোমকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি তোমার বাবার সাথে সেই দিন জোড়া দীঘিতে গিয়েছিলে?" অনেকটা ইতস্তত হযে উত্তর আসে ''হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। ছোটো থেকেই বাবা আমাকে ওই পুকুরে শাপলা ফুল দেখাতে নিয়ে যেতেন।" মি. সান্যাল আবার বললেন, ''তোমার বাবার খুনি কে? আমার থেকে ভালো হয়তো তুমি জানো।" সোম বেশ বিস্ময় আর ভয়ের সাথে বলল, ''না স্যার, জানলে কি আর এতো ছোটাছুটি করতাম?" তিনি সোমকে পরেরদিন সকালে দেখা করতে বললেন। পরের দিন সকাল পেরিয়ে দুপুর ১২টা বেজে ৫ মিনিট, সোমের দেখা নেই। পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিতেই শোনা গেল স্বামী ও সন্তান হারা এক মহিলার আর্তনাদ। সেই রাতে সোম বাড়ি ফেরেনি। আর, হাজার খুঁজেও তাকে পাওয়া যায় না।

দিন পেরিয়ে মাস পেরিয়ে যায়। মৃণালিনী দেবী আজও পারেননি তাঁর নিজের ছেলেকে ক্ষমা করে দিতে। দারিদ্র্যের রাক্ষস যেন তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছে। বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা কিন্তু কোন চিকিৎসা নেই। তবে একদিন হঠাৎ লোক মুখে শোনা যায় সোমকে নাকি দেখা গেছে।

সোম পুনরায় তার বাবার হত্যার মামলাটি re-open করেছে। শহরের স্বনামধন্য উকিল পরিতোষ রায় ঘটনাটি দেখছেন। কোর্টে আজই তার বিচার হবে। ঘটনার সাথে যুক্ত থাকা প্রত্যেকেই হাজির হল কোর্টে। কোর্টে বিচার শুরু হল। নানারকম বাদ-বিতণ্ডার পরই চালানো হল আসল অডিও। তাতে শোনা যায়, বড়বাবু কার-ও সাথে কথা বলছেন। এটা সেই রাতের অডিও, যেদিন বড়বাবু সোমকে থানায় ডেকেছিলেন। শোনা গেল বড়বাবু বলছেন, 'আমি ১ লাখ টাকার থেকে একটা টাকাও বেশি দেব না।' অপর দিক তেকে উত্তর আসে, ''৫ লাখ টাকার নীচে আমি কাজ করি না। আপনি যদি না দিতে পারেন তাহলে ....." এর মধ্যেই কে কে! দরজার বাইরে কে? বড়বাবুর চিৎকার। তারপর নানা রকমের চিৎকার, চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধস্তি, গাড়ির আওয়াজ এবং শেষ পর্যন্ত শোনা যায় কাউকে খাদে ঠেলে ফেলে দেওয়ার হুমকি। ব্যাস, সব শেষ। দীর্ঘ ১.৫০ ঘন্টার রেকর্ডটি স্কিপ্ করে শোনানোর পর বাকিটুকু সোমকে বলতে বলা হয়। তারপরই সোম জানায়, বড়বাবু তাকে গাড়ি করে একটি খাদের কাছে নিয়ে যায়। সোমের ফোন পকেটেই রাখা। রেকর্ড হচ্ছে, সব কথা। বড়বাবু বললেন, 'লটারি তো আমিও কাটি, একবারও জিতি না। কিন্তু তাতে কি? এই সব টাকা আমার। তোর বাবাকেও শেষ করেছি এবার তোর পালা। সোম জানায়, খাদে একটা মরা গাছে সে আটকে গিয়েছিল। সকালে তার গোঙানির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে। এতদিন সোম গা ঢাকা দিয়েছিল। তার বাবার হত্যার আসল খুনিকে উপযুক্ত সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নানা রকম প্রমাণ সে সংগ্রহ করে বেরিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নাম করা উকিল মি. পরিতোষ রায়ের সহযোগিতায় আজ এই বিচারশালায়।

সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে বিচারকের বুঝতে বাকি রইল না কে এই অপরাধের আসল আসামি! মি. সান্যালকে যাবৎ-জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল এবং সমস্ত টাকা সোমের হাতে তুলে দেওয়া হল। সোম এবং সোমের মা নতুনভাবে শুরু করল তাদের জীবন।

# My first visit to Assam

***Ahanika Ghosh***
Class - V

When I was a little girl I heard a lot of stories about Assam from my grandmother. I had a wish to visit Assam. At last the day came for my first visit to Assam. I got an invitation from Assam. The invitation was from my aunty for a wedding ceremony. On 20th February, I boarded the Kamrup Express with my family from Bandel Jn. The journey was very exciting. On the way I saw the Farakka Barrage and the beautiful scenery of North Bengal. There we crossed Mahananda, Tista, Torsha, Jaldhaka and many more rives. I had never enjoyed such a long journey. On 22nd February morning, at 3:00 am we reached the New Tinsukia Sation. My grandfather warmly received us. Their house is a British bungalow. I came to know from my grandfather that once upon a time a British lived in the bungalow when they ruled India. I was excited to know that leopard lived in the tea garden. But unfortunately I did not see any leopard. I saw a factory in the tea garden where tea leaves are processed. On that day there was a sangeet party. I performed a folk dance of West Bengal. I enjoyed many Assamese rituals. On 25 the February I attended the wedding and the wedding ceremony was grand. I stayed and visited some of my relatives' house. I saw Dhola-sadiya Bridge, which is known as Bhupen Hazarika Setu. It connects Assam and Arunachal Pradesh and I also visited the Asia's second longest railboard bridge. The Bogibeel bridge over Brahma Putra River. I visited the Asia's oldest oil Refinery, The Digboi oil Refinery. On the way I saw lots of Tea estate and then I came to know that Assam is called the Tea Basket of India. On 27th February I went to the Mohan Bari Airport at Dibrugarh and Dibrugarh University. The university campus is very beautiful. In Assam I wore their traditional dress "Mekhla", some Assamese jewellery and I bought a 'Thapi', which is used in Bihu dance. On 1st March at 8:40 pm we boarded The Kamrup Express in New Tinsukia Jn. and on 3rd March at 3:00 am we reached Bandel Jn. I enjoyed the trip very much.

# অনন্ত সুখ

*মল্লিকা সর্দার*
সপ্তম শ্রেণি

বেশ কয়েকদিন ধরেই সুদীপ্তা আর অর্ণব খেয়াল করছে যে তাদের সাথে সবসময় কিছু না কিছু ঘটেই যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবেই, সেই বিপদ থেকে রেহাই-ও পেয়ে যাচ্ছে। এই তো কদিন আগেই, রান্না করতে গিয়ে সুদীপ্তার ওড়নাতে আগুন লেগে গেল, আর তাকে বাঁচানোর জন্য অর্ণবও আগুনের কবলে পড়ে গেল। মাস দুয়েক ভোগার পর তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। আবার, অর্ণবের পুরোনো বন্ধু রাজীবের Anniversary party তে ঝাড়বাতিটা ওদের মানে অর্ণব আর সুদীপ্তার ওপরই পড়তে যাচ্ছিল, তখনই যদি না রাজীব ওদেরকে হেঁচকা টেনে সরিয়ে না নিত, তাহলে আজ হয়তো ওদের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। তারা এটাও লক্ষ্য করলো যে, বিপদে পড়লে তারা একসাথেই বিপদে পড়ছে, আবার সেখান থেকে রেহাই পেলে একসাথেই রেহাই পাচ্ছে। অনেকে তাদের suggest করেছিলো একটু পুজো-টুজো বাড়িতে করতে। কিন্তু নাস্তিক অর্ণব এই পুজো-আচ্চা করতে গিয়ে একটু হলেও দ্বিধা বোধ করেছিলো। তাই, এই সব থেকে একটু স্বস্তি অনুভব করার জন্য তারা ঠিক করলো যে তারা বেড়াতে যাবে। আর তাই হলো।

লাগেজটাকে কখনো এই হাত, কখনো ওই হাত করে করে অর্ণব, সুদীপ্তার অনর্গল কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে চললো। সুদীপ্তার মুখ পুরো রেগে লাল, ঘেমে অস্থির, ঘামে দু-একটা চুল লেপটে আছে কপালে। তা অবশ্য হওয়ারই কথা। একটাও রুম এখানে ফাঁকা নেই। হয়তো Pre-Booked, নয়তো বা Booking হয়ে গেছে। বিকাল যখন আসন্ন তখন টোটো স্ট্যান্ড থেকে হঠাৎ একটা ছোকড়া ওদের দুজনের সামনে এসে বল্লো, ''ভালো কথা বলছি, চলে যাও, নইলে বাড়ি ফিরতে পারবে না।'' ছেলেটাকে মাতাল ভেবে বাকি টোটোওলারা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো। নিরুপায় হয়ে শেষমেষ তারা ঠিক করলো যে তারা বাড়ি ফিরে যাবে। তাই তারা পিছন ঘুরে ফিরে যাওয়ার পথ ধরলো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই, তারা একটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় শুনতে পেল, ''হোটেল খুঁজছো? আমার কাছে খোঁজ আছে।'' তারা একসাথেই পিছন দিকে তাকালো আর দেখলো, ৪০-৪৫ বছরের একটা লোক তাদেরকে হোটেলের খোঁজ দিতে এসেছে। লোকটার মুখে যেন গুটিবসন্ত ছাপ ফেলে গেছে। তা যাই হোক, লোকটা আবার বলে উঠল, ''দূর হবে, কিন্তু কম খরচে''। ফালতু ফালতু ফিরে যাবে, তাই তারা রাজি হয়ে গেল এবং লোকটার পিছন পিছন হাঁটা শুরু করলো। শহর থেকে শহরতলি এবং শহরতলি থেকে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে প্রবেশ করলো। মৃদুমন্দ হাওয়ায় তাদের মন জুড়িয়ে

গেল। সাথেই তাদের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তে লাগল। অর্ণবের মনটা যেন তখন তার মাকে চাইছে, সেই কত কম বয়সে মাকে হারিয়েছে। অন্য কোনো দিন তো এইরকম হয় না, তাহলে আজকে কেন মায়ের জন্য মন ছটফট করছে। সুদীপ্তাও বাদ যায়নি। পায়ের তোড়াই তো ছিল, সামান্য দশ হাজার টাকার একটা জিনিসের জন্য ঝামেলাটা এত বড় রূপ নিলো যে সম্মান বাঁচানোর জন্য শেষে গলায় ফাঁসির দাড়ি পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় পেল না সুদীপ্তার দিদি। দুজনেই তাদের মৃত প্রিয়জনদের কথা মনে করতে করতে পথ ধরে এগিয়ে চলল, তাদের দুজনের অনুভব হলো যেন তাদের সেই প্রিয়জন তাদের কাছেই আছে। অলিগলি পেরিয়ে শেষে একটা পুরোনো বাংলো বাড়ির মতো একটি বাড়ির সামনে থেমে লোকটি বলল, ''আপনাদের যাত্রা এখানেই সমাপ্ত হল। অনন্ত সুখে আপনাদের স্বাগত।'' তারা দুজন খুশি মনে সেই বাড়ির কড়া নাড়লো, ভেতর থেকে একজন দরজা খুলল। তারা দুজনে একসাথে প্রবেশ করলো। সেই বাড়িতে থাকা প্রত্যেকটি লোক করতালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানালো, প্রত্যেক জনাকেই যেন তাদের বড্ড কাছের মনে হলো, যাদের মধ্যে ছিলো অর্ণবের মা আর সুদীপ্তার দিদি, তার পরে, তারা সারাজীবনের মতো সেইখানেই থাকতে লাগল।

পরের দিন সকালে, খবরের কাগজে খবর ছাপলো, মাঝরাতে বেড়াতে এসে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হলো এক নবদম্পতির, যারা আর কেউ নয়, অর্ণব আর সুদীপ্তা।

*"The art of people is the true mirror of their minds."*

— *Jawaharlal Nehru*

*"Great minds remain so entirely poised, in the loftiest undertakings and most important affairs, as not to curtail their sleep."*

— M. D. Montaigne

*"Goal of life is loftier than goal of Career"*

— *Swami Kamalasthananda*

# The Mysterious Bermuda Triangle

***Saumita Das***
Class - X

During the time of 1780's a moonlit night, a pirate ship was sailing in the ocean. When it went to the middle of the ocean a pirate on the ship found a beautiful woman who seemed to him to be drawning. So to rescue her the pirate took his net and threw it into the ocean. When he took up his net he saw that it was not a woman. It was a mermaid. The pirate was very surprised to see the mermaid. He never thought that he would find a mermaid instead of jewels and gold. So after seeing the mermaid he thought of taking it along with him. But the mermaid told him not to take her away. Instead of that she would take the pirate to a land full of golds and jewels. Then the pirate agreed but now the question was how he would go under the water. The mermaid said that she would give him a candy to eat. With that help he could breathe and stay alive under water. The pirate agreed, ate the candy and went under water with the mermaid. After some time they both reached the land which was full of gold and jewels. The pirate took gold and jewels from that land as much as possible and started his journey to return to his boat. When he reached the surface of the ocean he saw that a school of mermaids had surrounded his ship to destroy it. He was very surprised and told the mermaid to help him. But the mermaid refused and she joined the other mermaids. The pirate understood that they were not mermaids; they were sirens. The sirens who took the pirate under water now forced the pirate to go with them. But the pirate refused and tried his best to escape from them. After swimming for some time he saw another ship in the ocean. The pirate approached it and requested the captain of the ship to help him. In return he would give them some part of the gold and jewels which he got from the sirens. The sailor was not accepting the offer at first but accepted it after some time to help the pirate. When the pirate came on to the ship the sailor and others on the ship forced the pirate to give all his gold and

jewels. The pirate got an idea to rescue himself from them. He carried the golds and jewels in a bag. So he started to throw the bags into the ocean from the ship. The sailor and others thought that the bags contained gold and jewels. So they all jumped into the ocean to collect them. But they found that it was their bags which they carried in the ship. They understood that the pirate cheated them and they all were drowned into the ocean. On the other hand the pirate was successful to get golds and jewels from the sirens and to get the ship from the sailor to return to his home. Before returning the pirate searched in the ship for something useful. He found a map. It was the map of that part of the ocean where he found the sirens and that land of gold and jewels. From that map he came to know that the name of the land was 'Bermuda Triangle' and the area was full of sirens. He realized that he was lucky as he was successful in his escape from he sirens. The pirate had an adventure which changed his life in a way which he never conceived.

"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করেনা,
যা বিশ্ব সত্ত্বার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে,
স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।"

— এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

# বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন

*অর্ঘ্য অধিকারী*
সপ্তম শ্রেণি

অগণিত মানুষ দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু এটা আমি অবাক হয়েছি যে, মানুষ ভাষার জন্যও বলিদান দেয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নেতৃত্বে লর্ড কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, পাকিস্তান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)। পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তানের দখল পায়। কিন্তু পাকিস্তানের একটা বড়ো সমস্যা ছিল যে পাকিস্তানের ভাষা ছিল উর্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ছিল বাংলা। ১৯৫২ সালে ঢাকার রাজপথে একটি আন্দোলন মিছিল হয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মযার্দা দেওয়ার জন্য। তাতে কলেজের ছাত্ররা ছিল। মিছিল প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তানি সেনারা গুলি চালায় এবং তাতে আব্দুল সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, সফিউর রহমান, আব্দুল বরকত, আব্দুল জব্বার, এরাই প্রথম ভাষা শহীদ। এঁদের মৃত্যুর পরবর্তী সময় গণ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে স্বাধীন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাম হয় বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালে UNESCO ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

"যদি শান্তি চাও, মা, কারোর দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

*— শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী*

"যারা তোমাকে সাহায্য করেছে, তাদের কখনও ভুলে যেও না। যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের কখনও ঘৃণা কোরো না। যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনও ঠকিয়ো না।"

*— স্বামী বিবেকানন্দ*

# Mahakumbh Yatra

***Rupankar Bera***
Class - X

It's 2025, the year of the greatest Kumbh Mela, which comes once in 144 years, the "Mahakumbh Mela".

The last mela was held in 1881, which again now came in 2025, after 144 years. So, it is a historical event for our generation.

The mela had started on 31st of January. And we had decided to visit the place and to get the vibe of that historical event with my own eyes.

So, we decided to go to Praygraj along with our families. The journey had started from our resident at Shimurali.

At first we took the train and went to Sealdah station on 2nd February; we took the train from Sealdah station to Praygraj (Allahabad).

It took 4 days and 3 nights to reach our destination. The journey was very amazing as we enjoyed the route from inside the train.

Our team included my family, and my friend Ram's family. And we spent our time in the train by talking and gossiping with each other and hearing stories from our mothers and playing games.

We reached our destination on 6th February. As we were very tired on that day, we checked into a hotel to take rest for that very day. And decided to visit every place.

7th Febeuary - On that day we went to visit the main mela part of the Mahakumbha Mela.

In the Mela area we found many babas and monks sitting in a place and performing meditation in that, poweful historical place. And we found many food stalls there and the place was full of crowd. And we visited each and every corner of that Mela.

And we enjoyed a lot with the chanting of 'Har Har Mahadev'.

And we returned to our hotel on that day after a long journey through that crowded mela.

On 8th February - we went to visit the temples and historical sites of that place. At first we went to the Bholanath Temple where people were singing Bhajans and the crowd was fully enjoying them from outside the temple. Then we

went to other different temples and enjoyed ourselves a lot. Me and my friend Ram were busy taking photographs. And our families were enjoying the Bhajans in the Temples. And after that we went to our hotel with the chanting of "Har Har Mahadev".

9th February - The day was very special as we heard from our hotel manager that there was a very good flow of water today in the Ganga river offering the best time to take a bath there. So, we guys went to take a bath there.

While taking the Mahakumbh bath in the river, we witnessed a very historical event there. A group of Himalayan monks were performing 'Tandav dance' there. The dance was very good and genrating power and 'Bhakti' to our Mahakubha'.

After watching the dance, we were very pleased that we had witnessed this historical event.

10th February - It's the last day for us in the Mahakumbh. At first we again took a view of this religious place and prayed to the Shivji and took His blessings. Then we packed our bags and felt sad to leave the place. Then we went to the station and took the train to return.

We enjoyed ourselves a lot there, and felt proud to be the part of this event and our future generations will also be proud to listen to the story of the Great Mahakumbh. It was a once-in-a-life time experience.

*"In short every human advance carries with it not only automatic benefits but also a new responsibility."*

— J. Bronowski et al

*"A wonderful fact to reflect upon that every human creature is coustituted to be that profound secret and mystery to every other."*

— Charles Dickens

# Human Civilization & Space

***Shubhayan Dey***
Class - V

■ **Human civilization and space :**

Humans have always been very curious about the space. This has been reflected by the continuous endeavour in solving the mysteries of space. Some notable contributors are Ptolemy, Nicolaus Copernnicus, Galilieo Galilei, Sir Isaac Newton, Stephen Hawking etc. Humans also invented many things to discover more about space.

For e.g. –

Rockets, satellites, rovers

Astronauts are people who have been trained to fly into space. The first astronaut to go to the space is Yuri Alekseyevich Gagarin. He became the first man to go to the space on 12th April, 1961. He also became the first astronaut to orbit Earth. Some other famous astronauts are —

Neil Armstrong : He was the first human to walk on the moon in 1969.

Buzz Aldrin : He was the second human to walk on the moon in 1969.

Valentina Tereshkova : The first woman in space was Soviet Velentina Tereshkova.

Alan Shepard : He was the first American and second person in space. He was launched his mission on 5th May, 1961.

Rakesh Sharma : The first Indian to go to the space. He launched his mission on April 3, 1984.

Kalpana Chawla : The first Indian woman to travel to the space. She launched her mission on November 19, 1997.

Pham Tuan : He was the first Asian (Vietnames) in space. He launched his mission on July 23, 1980.

Sunita Williams : Sunita Williams stayed on the International space Station (ISS). She returned to Earth after more than 9 months because of some technical issues with the Boeing starliner Capsule that was supposed to return them to Earth. That's why the 8-days mission turned to 9 month stay

in space. She had launched her mission on 5th June 2024 and retuned on 18th March 2025. Her father, Deepak Pandya, is a citizen of Gujrat, India and mother, Ursuline Bonnie Zalokar, is a citizen of America.

In a nutshell, ever since the very beginning of the human race, space with its infinite vastness and unfathomable mysteries has been a treasure trove for human curiosity, dream and imagination. When we watch the starlit night sky, we find ourselves very easily lost amongst the stars and continue seeking answers what is beyond – how far can we go – how far can we imagine. That's the moment when we realise how small and how insignificant we really are. Space is way bigger than the power of human imagination. It's true that we are now technologically advanced – we are able to send spaceships to other planets – modern physics and space science have been able to find out answers to some very important fundamental mysteries – but considering the vatness of space, all these are only the tip of iceberg. And arguably space will continue to fascinate mankind till the day it ceases to exit.

## কলকাতায় একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

*সপ্তক বিশ্বাস*
পঞ্চম শ্রেণি

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির সন্তান হিসাবে বাবা ও মা-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। গত ২০২৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সকাল বেলায় চাকদহ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে দমদম নেমে মেট্রো রেলে চেপে রবীন্দ্রসরোবর স্টেশনে নেমে বাস ধরে পৌঁছে গেলাম আলিপুর চিড়িয়াখানায়। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকেই প্রথমেই মনে হলো যেন পাখিদের মেলায় ঢুকে পড়লাম — কত রকমের পাখি — টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না, হিমিংবার্ড আরও কত রকমের দেশী ও বিদেশী পাখি রয়েছে। এর পরেই আমরা একে একে পৌঁছে গেলাম জিরাফ, হাতি, জলহস্তী, জেব্রা, নানা প্রজাতির হরিণ, হায়না, কুমীর, সাপ আরো নানা প্রাণীর সামনে। কিন্তু আমি সবথেকে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ছিলাম বাঘের সামনাসামনি হয়ে, কারণ বাঘ ও আমার মাঝখানে ছিল শুধুমাত্র একটি কাঁচের দেওয়াল। ঘোরার ফাঁকেই আমরা বাড়ির থেকে নেওয়া লুচি ও আলুর দম সহকারে টিফিন খেয়ে নিয়েছিলাম। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে আমরা বাড়ির পথে রওনা দিলাম।

## ‘মা’ এক অমৃত ধারা

*রিম্ঝিমা সাহা*
সপ্তম শ্রেণি

মা, তুমি আমার প্রথম সকাল,
তোমার কোলে শুরু হয় জীবনের আলো।
তুমি আমার জীবনের প্রথম গান,
তোমার ছোঁয়ায় জাগে হৃদয়ের ভালোবাসার পাল।

তুমি স্নেহের নদী, কখনো থামে না।
তোমার ভালোবাসা অনন্ত, সীমা মানে না।
তুমি পথের প্রদীপ, অন্ধকারে আলোক।
তোমার স্নেহে ঘুচে যায় সকল প্রকার কালো।

তুমি হাসি, তুমি কান্না, তুমি আনন্দ,
তোমার আশীর্বাদে জীবন যেন চিরদূরন্ত।
তুমি মমতার গন্ধ, শান্তির বাণী,
তোমার ছায়ায় মলিন হয় সব দুঃখের গ্লানি।

মা, তুমি আকাশের নীল, ধরার সবুজ,
তুমি আমার বেঁচে থাকার মন্ত্রের উৎস।
তোমার জন্য ধন্য আমি, তোমার ছোঁয়ায় পূর্ণ,
মা, তুমি অনন্ত ভালোবাসার একমাত্র প্রতিমূর্ত।

তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান,
তোমার জন্য চিরকৃতজ্ঞ প্রাণ।
মা, তুমি চিরকাল থাকবে হৃদয় জুড়ে,
তোমার মমতা যেন শাশ্বত হয়ে ফোটে।

## আলো ফেরি

*দেবকুমার মণ্ডল*
প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক

‘আলো চাই, আলো —’ ডাক শুনে
ছুটে বেড়িয়ে গিয়েছিলাম সদর দরজায়।
কতই বা বয়স তখন?
ফেরিওয়ালার ঝুড়িতে ছিল হরেক আলো।
সুধাই তারে — ‘ও আলোকাকু-উউ
একটা সূর্য এনে দিতে পার আমাকে?
আমাদের ঘরে খুব অন্ধকার;
বিজলী বাতিতেও কিছু দেখা যায় না পরিষ্কার।’
এখনও আমি সেই আলোর জন্য হন্যে।
শতেক সূর্য ঘরে ঘরে —
অজ্ঞানতার তমসাবৃত দেশকে
আলোকিত করতে পারেনি তারা।
এখন নবজাতকের কান্নাকে মনে হয় ধিক্কার।
‘দেখ মা তোমার জঠরে
বন্ধ থেকেই আলোকিত ছিলাম।
কিন্তু, তোমাদের বাইরের জগত —
সে তো হাজার হাজার সূর্যের আলোতেও
আলোকিত হয় না।
আমাদের সত্যিকারের আলো দাও না।’ —
ভাবি সত্যিকারের আলো দিলে
তোরা যে মানুষ হবি রে সোনা।

# এবার তবে যাই

*অঞ্জন বিশ্বাস*
সহকারী শিক্ষক

এবার তবে যাই,
তোমার শূন্য ভরে নিও;
বিদীর্ণ জীর্ণ যত
পূর্ণ করি মোর মনোপ্রাণ
মোর বুঝি হেথায় আর
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,
স্মৃতিটুকু পূর্ণ করে
নিয়েছি আঁচল ভরে
এবার তবে যাই।

কামনার সেঁজুতি জ্বলে
নিকষ কালো আঁধারে
পিঞ্জরভরা প্রেম আগল ভাঙে
বিনা আগুনে পোড়ে মন
নিভন্ত চুল্লিতে অকারণ,
তপ্ত রোদের বিছানায়
হালকা প্রেম উবে যায়
নতুন বাসা বাঁধবে বলে,
শ্রাবণের ধারার মতো ঝরবে আবার
শীতল কোনো ঝরনাতলে।
তোমার শূন্য ভরে নিও;
মোর বুঝি হেথায় আর
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,
জীর্ণপাতা ঝরার কালে
মর্মরিয়ে উঠবে যত স্মৃতিগুলো
কুড়িয়ে নেবো দু'হাত ভরে তাই,
শূন্যতাকে শূন্য দিয়ে
অপূর্ণরে পূর্ণ করি;
এবার তবে যাই।

সব পাওয়ার মাঝে
কী যেন সে না-পাওয়া
কোন্ সে অপূর্ণতার ডালি
কোথায় সাজানো আছে;
কে জানে সে কোন্খানে
নিশীথের অন্ধকারে
নিভৃত কোন্ অন্তঃপুরে!
জ্বলে-নেভে অকারণ
কভু কাছে, কভু দূরে।
স্মৃতিটুকু ভরা থাক্
বেণীর বাঁধনে-খোঁপার ভাঁজে,
অলকবন্ধনে কনকচাঁপায়
শুভ সিন্দুরে নহর সাজে।
তোমার শূন্য ভরে নিও
মোর বুঝি হেথায় আর
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,
মুক্ত বেণী, আলগা চুলে
উড়বে আবার লহর তুলে
দু'হাত দিয়ে কানের পরে
সরিয়ে দিও তাই,

ছিন্ন রশি, মুক্ত নোঙর
ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতির বহর
অসীমকালের পাল তুলেছি
এবার তবে যাই।

যত শোক আর পরিতাপ
চাপে-তাপে নিরেট হয় অঙ্গারসম
তবু জ্বলে, জ্বলে আগুন,
ছাইচাপা বেদনায় নিভন্ত চুল্লিতে।
অকারণের অশ্রুধারায়
বাষ্প জমে মেঘ হয়ে যায়,
শ্রাবণধারা ঝরবে বলে
রুক্ষ বুকের উষ্ণতলে
প্রতীক্ষারাও হার মেনে যায়।
দিবসের কোলাহল শেষে
গোধূলি এবার রাঙা হলো,
বলাকামালা দিগন্তরেখায়
ফিরে চলে অবিরত,
এবার বুঝি ছুটি হবে;
মোর বুঝি হেথায় আর
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,
উষসীর ওই আলোকমালা
ফুরিয়ে এলো অস্তবেলায়
এ ভুবনে অপূর্ণ যা,
পূর্ণ হবে, সাধ করে তাই
সে ভুবনে ঘর বেঁধেছি;
এবার তবে যাই।

## জীবন এক যুদ্ধ

*সৌরভ দে*
প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক

নেই কোনো পিছুটান,
মনে আছে শুধু প্রত্যাশা।
জীবন সংগ্রামের আগুনে পুড়ে;
তিলে তিলে গড়ে উঠুক
সফলতার বাসা।
মাঝে মধ্যে সংশয় পিছু ডাকে।
আবার আশারা বলে যায়
কানে কানে তোমার তো সবে
পথ চলা শুরু;
তোমায় যে দিতে হবে পাড়ি সাফল্যের গগনে।
জীবনে ওঠা পড়া;
সে তো যুদ্ধে প্রাপ্ত রাজার ক্ষত;
তাই বলে চন্দ্র গুপ্ত কি রবে মগধ অভিযানে বিরত!
হৃদয়ের অন্তরীক্ষে
মেঘ কেটে একদিন অংশু ছড়াবে;
এই শিশু সুলভ মন থেকে যাক ঠিক এমন এভাবে।

"হৃদয়হীন সেবা নয়,
মানুষ চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ।"

*— মাদার টেরেসা*

# দিশা

*পরিমল জোয়ার্দার*
সহকারী শিক্ষক

ঘুমোস নে আর ওঠ জেগে ওঠ,
পূর্ব দিকে ঐ নতুন সূর্য।
ভাবনা বৃথা করিস নে আর।
যাক না গেছে যা যাবার।।

যা আছে তা হোক না আধার
মোছ গ্লানি সব যত আঁধার।
কমতি কীসের? সূর্যকে দেখ,
ঝরাপাতার ভাবনা তো রাখ
ঘুমোস নে আর, ওঠ জেগে ওঠ,
পুব দিকে ওই নতুন সূর্য।
নতুন আলোয় রাঙিয়ে নিয়ে।
ঝরা অতীত ডিঙিয়ে গিয়ে
চল এবার তুই সমুখপানে।
প্রাণোচ্ছল হ নতুন গানে।।

ভাঙবি কিরে? গড়বি এবার।
সূর্য যে তোর প্রাণের আঁধার।
ঘুমোস নে আর, ওঠ জেগে ওঠ,
পূর্ব দিকে ওই নতুন সূর্য।
যা গেছে তা ভাব আলেয়া।
পূরণ হয় না যে সকল চাওয়া।।

খুবই ছোট জীবনটা তো।
ভাবনা কেন তবে অত।।
দেখ দূরে ওই লক্ষ্য-পানে।
দাবি জীবনের নতুন মানে।।
ঘুমোস নে আর ওঠ জেগে ওঠ,
পূর্ব দিকে ওই নতুন সূর্য।
কে কী বলল কী যায় আসে।
কী গেল বৃথা হিসেবে নিকেষে
অন্ধকূপ ত্যাগ করে দেখ,
আলোর বন্যায় চোখ মেলে রাখ
পাবি রে তুই নতুন দিশা।
কাটবে যে তোর মনের নিশা।।

ঘুমোস নে আর ওঠ জেগে ওঠ,
পুব দিকে ওই নতুন সূর্য।
বাজবেই তোর জয়ডঙ্কা।
রাখনা তবে যত শঙ্কা।।

স্তব্ধ হবে কীসের টানে।
ছোট জীবনের বড় মানে।।
দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।
যা এগিয়ে লক্ষ্য তীরে।।
ঘুমোস নে আর ওঠ জেগে ওঠ,
পুব দিকে ওই নতুন সূর্য।

# ঋতুচক্র

*অঞ্জয় কুমার শাসমল*
(চাকদহ রামলাল একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রাক্তন কার্য নির্বাহ সমিতির সভাপতি)

মনে হল - বসে আছি - কিছু একটা লিখি,
তাই তো কলম নিলাম - ঋতুচক্রকে দেখি।
বারোটা মাস, ছটি ঋতু, সপ্তাহ হয় সাতটি দিনে,
ধারাপাতে এমন লেখা, তাইতো শিখি আপন মনে।

বৈশাখে গণেশপূজা, জ্যৈষ্ঠ থাকে আগুনে,
তাই তো মোরা ভয় করি — গ্রীষ্ম যাবে কক্ষণে।

আষাঢ়ে আসে বাদলধারা —
পুকুর, নদী জল ভরা।

আর শ্রাবণে থাকে তপ্ত গরম, ভাদ্র থাকে আগুনে,
তখন আমরা কামনা করি - মা আসবেন কোন ক্ষণে?

মহাদেব তো ভস্মমাখা, দুর্গা আসেন আশ্বিনে,
আমরা তাই আনন্দ করি — নতুন জামা পরব কিনে।

কার্তিকে হয় কার্তিক পূজা, আর অগ্রহায়ণে হয় লক্ষ্মী,
সবাই তখন আনন্দ পাই, আমরা থাকি সাক্ষী।

পৌষে আসে শীতল বাতাস, মাঘে আসেন সরস্বতী,
আমরা সবাই পূজা করি, নেই তার কোন দম্পতি।

ফাল্গুনে আসে দক্ষিণ বাতাস, ঠাণ্ডা যায় চলে,
আমরা তখন আনন্দ করি সবাই মিশে মিলে।

চৈত্র আসে বর্ষশেষে, আমরা বলি শেষ নিশ্বাসে।

নতুন বছর আসবে বলে — আমরা আনন্দ করি,
ঋতুচক্র হয় যে এমন ধারাপাতে পড়ি।

# জাতির পিতাকে

*(কবির "কালের প্রচ্ছদ" কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)*

*রথীন্দ্রনাথ দেবরায়,*
প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক

ও চোখে কী মায়া, চাহনিতে অপার ভালোবাসা
মুখে উজ্জ্বল আলোর মতো হাসি —
হাসিতে কী সারল্য শিশুর মতো,
চিবুকে ইস্পাতকঠিন অঙ্গীকার,
পদবিক্ষেপে মরুজয়ের দৃঢ়তা।

মনে তোমার স্বরাজ, সবার সমান অধিকার
সমাজের উচ্চজন, হীনজন আর হরিজন
সবাই তোমার আপনজন।
স্বপ্ন সফল করতে তুমি দেখালে নতুন পথ —
আত্মত্যাগ, আত্মপীড়ন, কারাগার —
হেলায় করলে শপথ তোমার
স্বপ্ন সফল করতে কখনো
কোনো চোখরাঙানিকে করনি গ্রাহ্য।

শুধু স্বদেশ নয়, বিশ্বজোড়া তোমার
ভালোবাসা — নারী, শিশু সবার প্রতি।
নতুন কালের স্রষ্টা তুমি
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনচেতা মন
নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ড, সবেতেই
সবার প্রতি ছিল তোমরা উদাত্ত আহ্বান
আবিশ্ব প্রেম তোমার —
তারই মূল্যে কি তোমাকে হতে হল শহিদ?
আজও যে বিশ্বের দিকে দিকে
হিংসা, হিংস্রতা ও অত্যাচার
চলছে বল্গাহীন —
স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত, উড়ে গেছে
গণতন্ত্র ছিন্নপত্রের মতো —
শুনতে কি পাও তুমি আজও
অসহায়, অত্যাচারিত মানুষের
গলা চিরে - যাওয়া কান্না —
আজ এসব দেখে তুমি
কোন পথে সমাধান চাইতে —
অনশন, পদযাত্রা না কারাবরণ?
কী কাজে আসছে বিশ্ববাসীর?

ক্ষমা করো বাপুজি আমাদের
হে অর্ধনগ্ন, ন্যুব্জ দেহের
অসম দৃঢ়চেতা আপোশহীন দেবতা —
আজও বিশ্বে অবসান
ঘটাতে পারিনি দানবের দাপট।
তাই আজও তোমাকে আমাদের
ভীষণ প্রয়োজন, হে জাতির পিতা।

"এমনভাবে বাঁচো যে কাল তুমি মরবে। এমনভাবে শেখো যেন তুমি সর্বদা বাঁচবে।"

— মহাত্মা গান্ধী

# মনে পড়ে .....

*শংকরনাথ সরখেল*
প্রাক্তন শিক্ষক

আজ মনে পড়ে
বৈশাখের রৌদ্রদগ্ধ পিঙ্গল দিনের ব্যথা,
আজ মনে পড়ে
বর্ষণ সিক্ত শ্রাবণরাত্রির আনন্দ-ব্যথা।

আজ মনে পড়ে
সেই দিনের সন্ধ্যাবেলা
কত গল্প, কত তর্ক-বিতর্ক
নিত্য নতুন বাল্যখেলা।

এক বিছানায় কাটিয়েছি
শুয়ে রাত-দিন,
কাছে এসেছি, বাহু ধরেছি
হয়েছি এক দেহে লীন।

আজ মনে পড়ে
শ্মশানঘাট আর সমাধি প্রাঙ্গণে
ফুল বিছিয়েছি আমরা
সঙ্গীত ধরেছি স্মরণের আভরণে।

আজানের সুর আর শঙ্খধ্বনি
এক হয়ে বাজে
সম্মুখে এসে দাঁড়ায়
আল্লা-ভগবান এক সাজে।

মন্দির - মসজিদ
এক হয়ে যেন মিশে যায়
মানবতীর্থ সাগরের
এই শেষ মোহনায়।

আজ মনে পড়ে
ছায়াঘন শ্যামশ্রীপল্লীর ওই পথে
চির মধুর রাখাল ছেলে বাঁশি বাজিয়ে যায়
ধূসর বিবর্ণ রঙের স্মৃতির রথে।

সেথায় আমি দেখেছি
তোমার আলো-ছায়ার খেলা
ফুটন্ত সকাল হতে
বিষণ্ণ সন্ধ্যাবেলা।

"শিক্ষা হলো শিখা জ্বালানো, পাত্র ভর্তি করা নয়।"

*— সক্রেটিস*

# আমার বিদ্যালয়

*দীপঙ্কর সরকার*
(প্রাক্তন শিক্ষক)

আমার শৈশবের স্মৃতি এ বিদ্যালয়, বার্ধক্যের বারাণসী
এখানে কাটিয়েছি আটটি বসন্ত, আমি ও আমার সুহৃদ।
পেয়েছি জ্ঞানীগুণী যত শিক্ষক মহোদয়, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এঁরা
দিকপাল সব। এঁরা ফ্রেন্ড-ফিলোজফার ও গাইড —
ভবিষ্যতের দিশা দেখিয়েছেন এঁরা; পিতা মাতার পরেই
এঁদের স্থান। বরণীয় ও স্মরণীয় আচার্য সকল।

কার কথা ছেড়ে কার কথা বলি! সকলেই আত্মজন
সোহাগে শাসনে বড়ো হয়েছি, আজও ভুলতে পারিনা
এঁদের অবদান। জানি, একদিন ছেড়ে যাব এ বিদ্যালয়
তবুও থাকবে মনে স্মৃতিটুকু চির অম্লান। কী করে ভুলি
এঁদের স্নেহ! সন্তান সম এতকাল করেছেন লালন পালন।

কতকিছুই তো মনে আসে করি রোমন্থন। শুধু লেখা
পড়া নয়, খেলাধূলা থেকে সাংস্কৃতিক বিনোদন সবেতেই
যুগিয়েছেন ইন্ধন। প্রশ্রয় দিয়েছেন যত বালখিল্য আচরণ।
সমাজ গড়ার কারিগর এঁরা, জীবন পথের পাথেয়। কালে কালে
এঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বিদ্যালয়ের মান। আমাদের মাঝে
ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের লালিত স্বপ্ন-স্বাদ! আমাদের
খুশিতে উচ্ছ্বল এঁরা, আমাদের দুঃখে কাঁদে এঁদের প্রাণ।

যতই বলিনা বিদ্যালয় তথা শিক্ষকের কথা — শেষ হয়েও
হয়না শেষ। রেশটুকু নিয়ে চলে যাব যখন, তখনও
এ বিদ্যামন্দির হৃদয় মাঝারে থাকবে জাগরুক। তোমাকে
শতকোটি প্রণতি জানাই, প্রণাম লহ হে প্রাণের ঠাকুর।

# প্রসঙ্গ ঃ কাশ্মীর

*বিজন কুমার চক্রবর্তী*
প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক

সম্প্রতি কাশ্মীর ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। এই পত্রিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ধুবর সুবীর স্যারের অনুরোধে কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করছি। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত যখন স্বাধীন হয় — তখন ডোগরা রাজা হরি সিং-এর অধীনে কাশ্মীর একটি স্বাধীন দেশীয় রাজ্য হিসাবে থেকে যায়। কিন্তু ১৯৪৭-এর অক্টোবরে পাকিস্তানি ভাড়াটে সেনা কাশ্মীর আক্রমণ করলে মহারাজা হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটিকে ভারত ইউনিয়নে যোগদান করানোর জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটি ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়, তবে এর অবস্থান ভারতের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল।

কাশ্মীরের অমোঘ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ-বিদেশের ভ্রমণ পিপাসুদের বারে বরেই আকর্ষণ করেছে কাশ্মীরের সুউচ্চ হিমালয় পাহাড়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ, পাইনবন, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, কাশ্মীর উপত্যকার বিশালাকৃতির ডাললেক, উলার লেক, টিউলিপ গার্ডেন, মোগল উদ্যান প্রভৃতির সৌন্দর্য অতুলনীয়। কাশ্মীরের নিজস্ব উৎপাদন আপেল; আখরোট বিভিন্ন ধরণের বাদাম, বেরী, কাশ্মীরী পশমিনা শাল, কার্পেট প্রভৃতির আকর্ষণও কম নয়। আর রয়েছে কাশ্মীরের সুন্দর নর-নারী, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, তাদের ভাষাও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহের মন্ত্রী দেওয়ান কৃপারামের উক্তি পীরপাঞ্জাল পাহাড়ের বরফের কণা দেখে —

'ও বরফ নয়, কাশ্মীরের মুখে আকাশ, অমৃতদান করেছে।'

কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থান হল ঃ ভারতের উত্তর দিকে পশ্চিম হিমালয়ের পীরপাঞ্জাল পাহাড়ের কোলে কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মু রাজ্যটি অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে চীন ও আফগানিস্থান, পূর্বে তিব্বত, পশ্চিমে পাকিস্তান এবং দক্ষিণে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ। এই রাজ্যের প্রধান নদী হল সিন্ধু এবং তার উপনদী বিতস্তা (ঝিলম) ও চন্দ্রভাগা। তবে কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমের বেশ কিছুটা অঞ্চল পাকিস্তান এবং সামান্য কিছু অংশ চীন অধিকৃত। গিলগিট, বালটিস্তান এবং আকশাই চীন, সেই কারণে কাশ্মীর নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। যা এখানে উল্লেখ করব না। কাশ্মীরের যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে। অনেকগুলি দীর্ঘ টানেল জম্মু এবং শ্রীনগরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘ টানেলটি ১১ কি.মি. লম্বা জম্মু এবং শ্রীনগর যথাক্রমে এই রাজ্যের শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। তবে বর্তমানে জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যটি দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত। জম্মু ও কাশ্মীর অংশটিতে বিধানসভা এবং নির্বাচিত সরকার আছে। তবে লেহ শহরকে রাজধানী করে লাডাক স্বতন্ত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কাশ্মীর উপত্যকায় রেলপথও প্রসারিত হচ্ছে। জম্মু-শ্রীনগর, কাট্‌রা-শ্রীনগর এবং নিউ দিল্লি-শ্রীনগর ট্রেন খুব শীঘ্রই চালু হওয়ার কথা।

কাশ্মীরের ইতিহাস দ্বাদশ শতকে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী চম্পক প্রভুর পুত্র কলহন মিশ্র রচিত রাজতরঙ্গিনী — ভারতবর্ষেরও প্রথম লিখিত ইতিহাস। রাজতরঙ্গিনী

ও নীলমত পুরাণ অনুসারে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় একটা বিশাল লেক ছিল। কাশ্যপমুনি এই অঞ্চল থেকে জল সরিয়ে মানুষের বাসযোগ্য করেন। ভূতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন এই লেকের অস্তিত্ব। তাদের মতে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলেই বারামুলার খান্ডিনারার পর্বত অত্যন্ত নীচু হয়ে গেলে ওই লেকের জল বেরিয়ে যায়।

অনেকে মনে করেন কাশ্যপমুনির নাম থেকে কাশ্মীর এসেছে। আর একটি মত, কাশ্মীরের ঘাস উপজাতির নামে ঘাশ্মীর অপভ্রংশ হয়ে 'কাশ্মীর' শব্দের উদ্ভব।

রাজ তরঙ্গিনীতে পুরাকাল থেকে ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সংগ্রামদেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাস আছে। মৌর্য সম্রাট অশোক এবং কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের রাজ্যের অধীন ছিল কাশ্মীর। তাঁরা কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটান। অনেকের মতে শ্রীনগর সম্রাট অশোক স্থাপন করেছিলেন। সপ্তম - অষ্টম শতকে ললিতাদিত্য নামে একজন হিন্দু রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ্ কাশ্মীরে দু-বছর ছিলেন। কাশ্মীরে ইস্‌মালীয় যুগ শুরু হয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে। জৈন-উল-আবেদনি (১৪২০-১৪৭০ খ্রিঃ) নামে একজন ইস্‌লামীয় শাসক কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর কাশ্মীরকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পন্ডিত প্রজ্ঞভট্টের লেখা 'রাজাবলী পটক' থেকে এই ইতিহাস জানা যায়। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পরে কাশ্মীর প্রায় ৬৭ বছর আফগান শাসক আহম্মদ-শা-আবদালির অধীনে ছিল। এই সময়ে কাশ্মীরে আফগানদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এরপর কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করে প্রখ্যাত শিখ রাজা মহারাজা রণজিৎ সিংহ। কাশ্মীর শিখদের অধীনে থাকার সময়ে একজন ডোগরা বংশীয় অনুচর গোলাব সিংহ শিখ দরবারে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ১৮৪৬ খ্রিঃ চূড়ান্ত ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখ শক্তি পরাস্ত হলে গোলাব সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কাশ্মীরের শাসক হন। কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ যিনি ভারতের স্বাধীনতার সময়ে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন তিনি এই গোলাব সিংহের বংশধর। পরবর্ত্তী ইতিহাস অনেকের জানা সেটা এখানে আর উল্লেখ করলাম না।

কাশ্মীর ভ্রমণকে দুটি বা তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) কাশ্মীর উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগের জন্য কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে জম্মু এসে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শোনমার্গ দেখে শ্রীনগরে থেকে শ্রীনগর ভ্রমণ।

(২) কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে বিমানে লে-লাডাক ভ্রমণ।

(৩) বিখ্যাত শৈব তীর্থ অমরনাথ গুহায় যাওয়া ট্রেকিং করে ঘোড়ার পীঠে, এই যাত্রাটির সূচনা হয় পহেল্‌গাঁও থেকে আরেকটি বিখ্যাত হিন্দুদের তীর্থস্থান কাট্‌রাতে বৈষ্ণবমাতার মন্দির।

আমি চাকদহের কুড়ি-বাইশ জনের একটি দলের সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গত ৪ঠা এপ্রিল, ২০২৫ সাল, শিয়ালদহ থেকে বিকেল ৪-৪৫ রাজধানী এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু করি। ৫ই এপ্রিল সকাল ১১টায় নিউদিল্লি স্টেশনে নামি। নিউদিল্লি থেকে বিকেল ৩-১৫ মিনিটে অমৃতসর শতাব্দী এক্সপ্রেসে অমৃতসর যাওয়ার টিকিট কাটা। মধ্যবর্তী সময়ে আমরা নিউদিল্লি মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো ধরে বিখ্যাত অক্ষরধাম মন্দির দেখতে যাই। নিউ দিল্লি থেকে অক্ষরধাম যেতে গেলে রাজীব চকে নেমে মেট্রো পরিবর্তন করে নয়ডাগামী মেট্রো ধরতে হয়। বেলা ২-৩০ মিনিটে। এর মধ্যে আমরা নিউ দিল্লি স্টেশনে ফিরে এসে অমৃতসর শতাব্দী

ধরে রাত্রি এগারোটায় অমৃতসর পৌঁছাই।

অমৃতসরে হোটেলে পৌঁছে ঘরে গিয়ে বিছানায় নিদ্রামগ্ন হলাম। কারণ রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা ট্রেনে ছিল। পরের দিন প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে সোজা স্বর্ণ মন্দির পৌঁছে গেলাম। বিখ্যাত অমৃত সরবরের মাঝখানে অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে গুরু রামদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। মহারাজ রণজিৎ সিংহ মন্দিরের উপরের ডোম এবং অন্য অনেক অংশ সোনায় মুড়ে দেন, অমৃতসরে অনুরূপ আর একটি মন্দির দুর্গামাতার মন্দির। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি সৌধ, এবং পার্ক দেখে ওয়াঘা বর্ডার চলে গেলাম। ওয়াঘা ২৫ কি.মি.। সেখানে গ্যালারিতে বসে বি.এস.এফ. পরিচালিত বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান দেখা হল। অনুষ্ঠান চলাকালীন গ্যালারি ছিল 'ভারতমাতা কি জয়', 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগানে মুখরিত। কাঁটা তারের ওপারে পাকিস্তানের বিস্তৃত গমের খেত। ওয়াঘা সীমান্ত থেকে ফিরে পুনরায় স্বর্ণমন্দির ঘুরে হোটেলে নৈশাহার সেরে একঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় অমৃতসর রেল স্টেশন, কারণ জম্মু যাওয়ার ট্রেন রাত ১টা ১০ মিনিটে। সকাল সাতটায় জম্মুতে নেমে ছোট বাসে সোজা পহেলগাম। পহেলগামের প্রবেশের সময়ে পথে খরস্রোতা লিডার নদী অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিল। পহেলগাম্ এখন খবরের শীর্ষে, কারণ সকলেই জানেন, পহেলগামের মেইনরোডের ধারে 'সিটি প্যালেস' হোটেলের রুমে আমরা আশ্রয় পেলাম। আগাগোড়া পাইন কাঠে মোড়া এই হোটেল, রুমগুলিতে সুন্দর কার্পেট পাতা, পহেলগামে বেশ ঠাণ্ডা। নৈশাহারের পর মোটা কম্বলের নীচে প্রবেশ করে নিদ্রামগ্ন হলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্তেই হোটেলের বড় বড় জানালা দিয়ে বরফাবৃত পাহাড় দেখে আমার সহধর্মিনী অত্যন্ত রোমাঞ্চিত। প্রচুর ছবি তোলা হল। স্থানীয় মানুষ সকালে উঠে রুটি কারখানাগুলি থেকে বড় বড় মোটা তন্দুরি রুটি সংগ্রহ করছে। কারখানাগুলিতে বিস্কুট তৈরি হয়। খেয়ে দেখেছি অপূর্ব স্বাদ। পহেলগামের দেখার জায়গা চারটে — আরুভ্যালি, বেতাবভ্যালি, চন্দনওয়ারি এবং বৈসনরভ্যালি বা 'মিনি সুইজারল্যাণ্ড'। পাহেলগাম ভ্রমণ শেষ করে গেলাম গুলমার্গ, সেখানে বরফাবৃত পাহাড়ের কাছে যেতে পেরে সকলেই আপ্লুত। গুলমার্গ থেকে রওয়ানা হয়ে রাত্রে পৌঁছালাম শ্রীনগরের হোটেলে। শ্রীনগরে দুই রাত্রি থাকা। শ্রীনগরে থেকে পরের দিন আবার সোনমার্গ যাওয়া হলো। সেখানেও বরফাবৃত পাহাড়, বরফপাতও প্রত্যক্ষ করলাম। শোনমার্গ দেখে পরের দিন শ্রীনগর, শ্রীনগরে দর্শনীয় স্থান টিউলিপ গার্ডেন, মোগল গার্ডেন, বোটানিকাল গার্ডেন, পরিমহল, শঙ্করাচার্যের মন্দির এবং ডাল লেক। টিউলিপগার্ডেন অপূর্ব সুন্দর, নানা রঙের টিউলিপফুল অনেকটা জায়গাজুড়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো। পরিমহল শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাসিকো নির্মাণ করিয়েছিলেন তার সুফি সাধক গুরুদের সাধনা ক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে শ্রীনগরের রাজভবন অবস্থিত। শ্রীনগরে কেনাকাটার জায়গা বিখ্যাত লালচক বাজার। শ্রীনগর ভ্রমণ শেষ করে পরের দিন আমরা কাট্রা চলে এলাম। বিখ্যাত বৈষ্ণব মাতার মন্দির পাহাড়ের উপরে ভোর চারটেয় লাইন দিয়ে সেনাবাহিনীর আইকার্ড নিয়ে কিছুটা পথ ঘোড়ায় গিয়ে কিছুটা হেঁটে বৈষ্ণবদেবীর মন্দির। নেমে আসতে সন্ধ্যা সাতটা হয়ে গেল। পরের দিন ভোরে ৫টা ৪৫ মিনিটে বন্দেভারত এক্সপ্রেসে নিউদিল্লি। কাট্রা রেল স্টেশন ঝাঁ চকচকে বিশাল র‍্যামপার্ট। সুতরাং ব্রিজে উঠতে কোন কষ্ট নেই। নিউ দিল্লি থেকে পরের দিন দুরন্ত এক্সপ্রেস ধরে শিয়ালদহ।

# From Rajgir to Bodh Gaya

***Subir Kr Saha***
**Teacher (alumnus)**

Much to my pleasant surprise, from a close friend of mine came the proposal to visit Rajgir and Bodh Gaya at a time when I became very curious about the places after reading The Light of Asia by Sir Edwin Arnold and the article on The Buddha in Encyclopedia Britannica. I readily agreed. We, a two-family group, went out on a package tour. It was a pleasant evening of March. We set out for Naihati. At 8.45 we boarded KOAA PNBE EXPRESS (13131) and the next morning at 8.15 got off at Bakhtiyarpur Jn. Our travel agent arranged for a car to take us to Rajgir. It is a 51-km drive.

Rajgir and Bodh Gaya have a close association with the life of the Buddha Gautama. Siddhartha, touched by the suffering of humanity and out of compassion for the world, left home in search for a solution to the problem of suffering. As an ascetic, Gautama went south, where centres of learning and spiritual discipline flourished, and arrived at Rajagaha (modern Rajgir), the capital of the Magadaha kingdom. Bimbisara, the king of Magadaha, was impressed by the handsome appearance and the serene personality of this strange ascetic and visited him when he was seated at the foot of a hill. The king, after he had discovered that the ascetic was a former prince, offered him every comfort and suggested that he should stay with him to share his kingdom. Gautama, however , rejected the king's offer. But he agreed to visit Rajagaha again after his Enlightenment.

Travelling through the Magadha country, Gautama arrived at a village, called Senanigama, near Uruvela. Gautama's real struggle in his search for the truth began at Uruvela. Here, for nearly six years, he practised various forms of severe austerities and extreme self-mortifications. He attained the Enlightenment , or Awakening under an assattha tree, now known as bodhi tree at the age of 35. The place is now called Buddh Gaya, or Bodh Gaya.

From Uruvela the Buddha went to

Rajagaha, fulfilling his promise to visit King Bimbisara after his Enlightenment. A large number of people, including the king, became his disciples. The king offered his park, Venuvana, as a monastery site to the Buddha and his order.

We checked into a swanky hotel. We freshened up and took breakfast. We had a tight itinerary. After lunch we went sightseeing in and around Rajgir surrounded by five hills- Ratnagiri, Vipulachal, Vaibhargiri, Udaygiri and Songiri.

We took two gorgeously decorated horse-drawn carriages which dominate local transport for tourists. Our destination was Ratnagiri Hills. The clutter of the hooves and the jingle of the harness bells combined to make a charming piece of music. We stopped by Jayprakash Garden. It was a luxuriant garden with a riot of colour displayed by boung vellia (bagan vilash). It refreshed us to continue the ride, braving the blazing sun.

We arrived at the spot to experience the thrill of a ride on Aerial Ropeway. We, with bated breath, settlled in the running chairs . We perched on the hilltop, where stands imposing Vishwa Shanti Stupa, which is 125 ft in height and 144 ft in diameter. Its dome is 72 ft in diameter. The stupa built of marble has four gleaming satues of the Buddha on its four corners. It offers a haven of peace and serenity away from the bustle of city life.

Next we went to Brahma Kund to experience hot spring water. With nightfall the city began to dazzle with lights. To make the most of the day, we rode to Veerayatan Museum. It is a fascinating Jaina museum showcasing the history of each of 24 Tirthakaras. It features ornate dollhouse-like 3D panel depictions made of wood and metal.

We got Pandu Pokhar as true serendipity . It is an amusement park offering a wide range of experiences for all age groups. It has an idyllic atmosphere. At dusk the display of colourful fountains enhances the beauty of the park. The lake with limpid water runs along the foot of a hill, creating a breathtaking landscape.

Our second day's outing began with morning walk in Venu Van- a park with a difference. We took breakfast and set out for Pawapuri, which is famous for Jalmandir. This is the holy place where Lord Mahavira, the 24th and last Tirthankara attained salvation. The present temple made of marble in the

middle of a lake full of lotuses and approached through arch type main gate and a long bridge made of red sandstone is a superb work of art. Various species of birds inhabit the lake, but lesser whistling ducks dominate it.

The sun was blazing down from a clear blue sky, but it could not dampen our enthusiasm for the ruins of Nalanda Mahavihara. It is a UNESCO world heritage site. There are ruins of monasteries of the traditional Indian design- oblong brick structures with cells opening into four sides of a courtyard. In front of the monasteries stand a row of larger shrines, or stupas, in brick or plaster. Sariputta stupa is the most iconic of Nalanda's structures with its multiple flights of stairs that lead all the way to the top. A museum at Naland houses many of the treasures found in the excavations.

We ended our Rajgir tour with trekking up Vipulachal, which houses an imposing Jaina temple with a spiral iron staircase resembling the Kali temple in Borra Caves in Vizag.

Our second place of stay on our itinerary was Bodh Gaya. We fell in love with the town at first sight. It is dotted with Buddhist temples and shrines. An uncanny serenity charged my whole being as I entered the imposing Mahabodhi (Mahavihara) Temple. The image of the Buddha is sublimely adorned. It was teeming with monks. Bodhi Tree is an object of worship. Gautama attained Buddhohood in the year 623 B.C. on the Vaisakha full moon day sitting under this peepul tree. There are luxuriant gardens which are a blaze of colour. A scented breeze pervades the temple premises. One of the delights of visting the temple after sundown is the Butter Lamp House. We were fortunate to enjoy the sight of a multitude of gleaming lamps in the glass house in the evening.

Watthai, Palyul Namdroling Temple and The Great Buddha Statue are worth visiting. The 80 ft tall statue of the Buddha with his 10 chief disciples in the open air brought to mind the 169 ft bronze statue of the Buddha that I had visited in Thimpu, Bhutan.

I left Bodh Gaya with an overwhelming desire to visit Sarnath at the earliest opportunity. That very site where, according to tradition, the Buddha first began teaching his followers.

# মানব কল্যাণে আমরা

**রাজেশ কুমার চ্যাটার্জ্জী**
**প্রোগ্রাম অফিসার (জাতীয় সেবা প্রকল্প)**
প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক

''অন্যের জন্য বেঁচে থাকা জীবনই সার্থক জীবন''

স্বাধীনোত্তর ভারতে ছাত্রদের মধ্যে সমাজ সেবা প্রবর্তনের তাগিদ অনুভূত হলো। ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে জনকল্যাণের মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজন। নব ভারত গঠনের প্রক্রিয়াতে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সুতরাং সুশিক্ষিত ছাত্রদলই আসল সৈনিক দেশ গঠনে।

বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC) চেয়ারম্যান (1948-1949) হিসাবে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সেবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে ঐচ্ছিক ভাবে। ভাবনার মূল সুর ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) ছাত্র-শিক্ষক স্বাস্থ্যকর মেলবন্ধন ও

খ) শিক্ষাঙ্গণ ও সমাজের মধ্যে এক গঠনমূলক যোগাযোগ সম্পর্ক (Constructive linkage) গড়ে উঠবে। ১৯৬৯ সাল NSS-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

ক) চন্দ্র পৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ (২০.০৭.১৯৬৯)।

খ) জাতির জনকের জন্ম শতবর্ষ (১৮৬৯-১৯৬৯)।

ভারত সরকার জাতীয় সেবা প্রকল্প (National Service Scheme) অবশেষে কার্যকর করলেন ০২-রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে।

গত বছর সকলের সহযোগিতা নিয়ে চাকদহ রামলাল একাডেমির জাতীয় সেবা প্রকল্প যে সকল কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ন করতে পেরেছে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

### ⏩ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঃ

"This land is your land
This land is my land
Let's work together
To make it better."

প্রথম অর্ধে তালতলা ভবনের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করা হয়।

দ্বিতীয় অর্ধে ছাত্র-শিক্ষক সহ NSS Volunteer দের উপস্থিতিতে এক প্রাণবন্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ড. রিপন পাল।

### ⏩ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস - ২০২৪ ঃ

''সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ''

শান্তি ও প্রশান্তির এই তীব্র অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যোগব্যায়ামের প্রাচীন ধারণাটি আমাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যোগ প্রশিক্ষক শ্রী কাজল চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষক, NSS Volunteer-রা যোগ প্রশিক্ষণ পর্বে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

যোগাচার্য শ্রী কাজল চক্রবর্ত্তী আজকের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। According to United Nations, এই দিবসটি যোগের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং এর বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে।

যোগাসনের মাধ্যমে মানসিক চাপ হ্রাস করা যায়, মনোযোগ বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়।

### ডাক্তার দিবস উদ্‌যাপন - ২০২৪ ঃ

এই দিনটি কিংবদন্তি চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশের চিকিৎসা পেশাদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছাত্র-শিক্ষক ও NSS স্বেচ্ছাসেবকদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করেন। ডেঙ্গু (Dengue) রোগের উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ড. রিপন পাল মহাশয়।

### অরণ্য সপ্তাহ – ২০২৪ ঃ

Trees give, we take — it's time to give back

অরণ্য সপ্তাহ হল একটি পরিবেশ সচেতনতা প্রচারের সপ্তাহ। এই সপ্তাহে বনের গুরুত্ব এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়। Van Mahotsav নামেও পরিচিত এই সপ্তাহটি। মূলত বৃক্ষ রোপন এবং পরিবেশ সুরক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন Forest Range Officer, IC Chakdaha Police Station, Chairman of Chakdaha Municipality.

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন তুষার কান্তি পাল, NSS State Awardee।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক চাকদহ রামলাল একাডেমী।

### School Book Fair – 2024 :

Unlock the Magic of Reading :
A Book Fair Celebration!

বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে চারদিনের (২৪.০৭.২০২৪ – ২৭.০৭.২০২৪) পুস্তক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

NSS-এর 22 জন স্বেচ্ছাসেবক সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক মেলায় ছিল। NSS Volunteer-রা বই পড়া ও ক্রয়ের উপর প্রচার করে।

### বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস – ২০২৪ ঃ

"Celebrating our roots,
Inspiring our Future"

বিদ্যালয় ১৯০৭ সালের ১-লা আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দু'দিন ব্যপী (০১.০৮.২৪ থেকে ০২.০৮.২৪) অনুষ্ঠানে ৩৩ জন NSS Volunteer সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে।

### স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন - ২০২৪ ঃ

"Proud to be Indian, Together We Stand"

বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

বিদ্যালয়ের হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ড. রিপন পাল এবং দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানের সমগ্র আয়োজন করে NSS Volunteer -রা এবং নেতৃত্ব দেন প্রকল্প আধিকারিক শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী।

দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তৎসহ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ছাত্র-শিক্ষকরা।

### ⏩ রাখীবন্ধন উৎসব – ২০২৪ ঃ

"The Rakhi, a simple thread, holds deep meaning and heartful wishes."

NSS Volunteer-রা ১৯শে আগষ্ট, ২০২৪ 'রাখী বন্ধন' উদ্‌যাপন করে চাকদহ পৌরসভার সহযোগিতায়, সম্প্রীতির মেলবন্ধন এই অনুষ্ঠান। পথচারীদের রাখী পড়িয়ে মিষ্টি মুখ করানো হয়। চাকদহ শহরে এক পদযাত্রা পরিক্রমা করে NSS Volunteer ও অন্যান্যরা।

### ⏩ My Bharat Portal Training Programme :

All men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong, and repairs the evil.

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছিল B.B. College, Asansol ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে।

আমাদের বিদ্যালয় থেকে Programme Officer শ্রী রাজেশ চ্যাটার্জী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষক ছিলেন Mr. Vinoy Kumar, Regional Director এবং Mr. Agnimeel Das, Youth Officer.

প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল উপরিউক্ত বিষয়ের পারঙ্গম করা এবং ছাত্রছাত্রীরা এই Bharat Portal-এ কীভাবে Registration করবে এবং Knowledge Institution হিসাবে Ramlal Academy কে Registration করা হয়। এবং ভবিষ্যৎ-এ এর থেকে কি সুবিধা যুবরা পেতে পারে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

### ⏩ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথবা বিদ্যালয় সাফাই অভিযান ঃ

"A clean school is a healthy school"

২৩.০৯.২০২৪ তারিখে বিদ্যালয়ে সাফাই অভিযান করা হয়। ২০ জন NSS Volunteer এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে, নেতৃত্ব দেন Sri Rajesh Kr. Chatterjee, P.O.

সাফাই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য নিজ গৃহ বিদ্যালয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, যা ভবিষ্যৎ জীবনকে আরো ফলপ্রসু ও সুন্দর করে তুলবে।

### ⏩ NSS Day – 2024 :

"Celebrating Years of Service, Inspired by Tomorrow."

বিদ্যালয় মহাসমারোহে NSS প্রতিষ্ঠাদিবস (২৪.০৯.২০২৪) পালন করে NSS-এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। "Childhood Cancer Awarness", চাকদহ ব্লক লায়নস ক্লাব সক্রিয় সহযোগিতার হাত বড়িয়ে দিয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করাই এর উদ্দেশ্য।

৪৮ জন NSS Volunteer অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে।

### ⏩ Swachhata Hi Seva Programme :

Swachh Home
Swachh Street
Swachh Road
Swachh School
Swachh City
Then
Swachh Bharat

২৯.০৯.২০২৪ তারিখে উপরিউক্ত কর্মসূচী পালন

করা হয় ৪৮ জন NSS Volunteer-এর উপস্থিতিতে।

একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চাকদহ Railway Station-এ সাফাই অভিযান করাহয়। 'No Plastic' বিষয়ে সচেতনতা শিবির হয়েছে এবং NSS Volunteer-দের সক্রিয় করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন Mr. Agnimeel Das, Youth Officer.

### ⏩ গান্ধী জয়ন্তী উদ্‌যাপন ঃ

"Non Co-operation with evil is as much a duty as is Co-operation with good"

বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. রিপন পাল ও অন্যান্যরা।

NSS-এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। NSS জাতির পিতার আদর্শকে অনুসরণ করছে এবং বর্তমান ভারতে আজও তা বিদ্যমান।

মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় ''আমাদের লড়াই ক্ষমতার জন্য নয় বরং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সম্পূর্ণ অহিংস লড়াই।''

### ⏩ শারদ শুভেচ্ছা - ২০২৪ ঃ

''আসুন একসাথে মন্দের উপর ভালোর জয় উদ্‌যাপন করি।''

০৫/১০/২৪ তারিখে বিদ্যালয়ের পুরতান ভবনে শারদ উৎসবের সূচনা করেন ড. রিপন পাল, প্রধান শিক্ষক। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীতের মাধ্যমে শরৎকে আহ্বান করা হয়।

উৎসবের মরশুম শুরু হয় এরই মধ্য দিয়ে। শারদ উৎসব এখন ভারতবর্ষে সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এটি একটি সাংস্কৃতিক উৎসব বা আনন্দ, উদ্দীপনা এবং সম্প্রদায়ের বন্ধন তৈরি করে। যা NSS-এর মূল সুর ''NOT ME BUT YOU.''

### ⏩ Chakdaha Book Fair Rally :

"A room without books is like a body without a soul."

— Marcus Tullius Cicera

NSS Volunteer-রা চাকদহ বইমেলার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন থেকে বেড়িয়ে নবারুণ সমিতির মাঠ এবং সেখান থেকে চাকদহ শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় NSS Volunteer-রা মুখরিত ছিল বই পড়, বই উপহার দাও, বইকে সঙ্গী কর মোবাইল ফোনের পরিবর্তে।

বইমেলায় বইপ্রেমী মানুষের সাথে প্রকাশকদের মিলনক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে।

বইমেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা ছাত্র-ছাত্রীদের তৎসহ সকলকে একটি আনন্দ ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ তৈরি করে।

### ⏩ শীতকালীন ক্রীড়া মিলন - ২০২৫ ঃ

"It's not the will to win that matters — everyone has that."

বিদ্যালয়ের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং অংশগ্রহণে NSS Volunteer-রা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের তালতলা মাঠে ১৫.০১.২৫-১৬.০১.২৫ এই "Winter Sports Meet-2025" অনুষ্ঠিত হয় মহাসমারোহে। শীতকালীন ক্রীড়া মিলন বিভিন্ন মেলার একটি সম্মিলিত আয়োজন, যেখানে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা হয় এবং খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা যায়।

NSS-এর স্বেচ্ছাসেবকরা দলগত সংহতি, শৃঙ্খলা এবং শারীরিক কসরৎ-এর উপর জোড় দেয় এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরও যোগ দিতে উৎসাহিত করে।

### ⏩ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উদ্‌যাপন - ২০২৫ ঃ

"The secret of political bargaining is to look more strong than what you real by are."

সকাল ৮ ঘটিকায় বিদ্যালয়ের তালতলা ভবনে জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় ড. রিপন পাল এবং উপস্থিত সকলেই পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে NSS Volunteer ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরাও উপস্থিত থেকে আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশন করে। উপস্থিত শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্র-ছাত্রীদের নেতাজীর দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে বলেন।

### ⏩ প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন - ২০২৫ ঃ

"On this Republic Day,
Let's pledge to uphold the values of our country."

ভারতবর্ষ দেশটি হল সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।

NSS Volunteer, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতি আজকের দিনটি মুখরিত হয়।

দেশাত্মবোধক আবৃত্তি, সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

শিক্ষক মহাশয়গণ দেশগড়ার এবং দেশ রক্ষার আবেদন জানান সকলের উদ্দেশ্যে।

ভারতবর্ষের সংবিধান আজকে দিনে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

সংবিধানের বিভিন্ন পর্যায় প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করেন শিক্ষক মহাশয়গণ।

### ⏩ বিশ্ব জল দিবস - ২০২৫ ঃ

"Every drop counts"

২২শে মার্চ ২০২৫ তারিখে বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে "বিশ্ব জল দিবস" পালিত হয়।

আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেছেন শিক্ষক মহাশয়গণ, NSS Volunteer, ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা।

আলোচকরা বলেন হিমবাহ সংরক্ষণ করতে হবে। হিমবাহের গুরুত্ব এবং তাদের জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জল সম্পদের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে। হিমবাহের জল বিভিন্ন ভাবে মানুষের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমন পানীয় জল, কৃষি এবং শিল্পকর্মে।

জলের যথাযথ ব্যবহার শিখতে হবে। জল অপব্যয় করলে ভবিষ্যতে তার মাশুল গুণতে হবে।

### ⏩ Exposure visit to the Police Station :

"See the shield, understand the role."

২৬শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে NSS Volunteer দের নিয়ে চাকদহ থানায় যান Programme Officer শ্রী রাজেশ কুমার চ্যাটার্জী। চাকদহ থানার I.C. শ্রী অরিন্দম মুখার্জী NSS Volunteer-দের মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন Police এবং জনসাধারণের মধ্যে মেলবন্ধন প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার জন্য NSS Volunteer -রা গঠন মূলক সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পথ শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে NSS Volunteer -রা সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে।

# স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদকের কলমে

পশ্চিমবাংলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গণে নদীয়া জেলার ''চাকদহ রামলাল একাডেমী'' একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের বিদ্যালয়ের রয়েছে সুদীর্ঘ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা। আমরা এ নিবন্ধে ঐতিহ্যবাহী, শতাব্দী প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অতীত কাহিনীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত যেমন করব, তেমনি দেখে নেব, শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা ও সাফল্য।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কাশীশ্বর মিত্রের উদ্যোগে উনিশ শতকের মাঝামাঝি চাকদহের পালপাড়ায় একটি কেরানী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। তারপর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাব্রতী বেণীমাধব বসুর নেতৃত্বে এই অঞ্চলে সাধারণ পরিবারের বালকদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

কিছুকাল পরে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে চাকদহ রেলস্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে এক বিঘা জমির উপর বিদ্যালয় ভবন স্থানান্তরিত হয়। রায় বাহাদুর কালীচরণ দত্তসহ, বাবু বসন্তকুমার মিত্র, দুর্গাগতি ভট্টাচার্য, যজ্ঞপতি মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১ আগষ্ট মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বাবু খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ ঢোলের উদ্যোগে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে এ বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের অনুমোদন পায় এবং সরকার স্বীকৃত উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ সময় চাকদহের আদি বাসিন্দা, কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহান শিক্ষাব্রতী শ্রী রামলাল সিংহ মহাশয় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য তৎকালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন, চাকদহ স্টেশনের পশ্চিম দিকে নির্মিত হয় রামলাল একাডেমীর তৎকালীন ভবন। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন শিক্ষাব্রতী শ্রী বটুকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। সমাজ ও শিক্ষাদরদী এই মানুষটির সময় বিদ্যালয়ে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। তিনি স্বয়ং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য ছাত্রদের কলকাতার পরীক্ষার হলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতেন।

শিক্ষাপ্রাণ শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকপদে কর্মরত থেকে বিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুবলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় জাতীয় শিক্ষক হিসেবে রামলাল একাডেমির গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এরপর শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার, শ্রী আনন্দময় মণ্ডল এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক ডক্টর রিপন পাল মহাশয়ের কর্মতৎপরতায় এই বিদ্যালয়ের অতীত গৌরব ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে চাকদহ রামলাল একাডেমির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিদ্যালয়ের

একই প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে দুটি ক্যাম্পাস। স্টেশন সংলগ্ন আপাত নতুন বিল্ডিং, যা ওল্ড ক্যাম্পাস (পুরাতন ভবন) নামে পরিচিত। অন্যদিকে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে কাঁঠালপুলী অঞ্চলে রয়েছে তালতলা ভবন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দুই-তিনটি ক্যাম্পাসের অস্তিত্ব দেখতে পাই বটে, কিন্তু বিদ্যালয়স্তরে এমনটা অতি বিরল। পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই, একই দিনে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের দুটি ভবনেই পাঠদানের কাজ করতে হয়। শিক্ষাস্বার্থে, ছাত্রস্বার্থে, সামাজিক উন্নয়নে তাঁরা হাসিমুখে সেকাজ করে থাকেন। যদিও বাদলা দিনে কিংবা প্রখর রোদে দুটি ক্যাম্পাসে যাতায়াত করে পাঠদান অনেক সময় বেশ ক্লেশদায়ক হয়, তবুও শিক্ষার্থীর স্বার্থে, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ হাসিমুখেই এ কাজ করে থাকেন।

## একাডেমীর একাডেমিক গ্রাফ ঃ

রামলাল একাডেমীর বহু ছাত্র-ছাত্রী ইতিপূর্বে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। বহু শিক্ষার্থী ''পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ'' এবং ''পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষা সংসদে''র পরীক্ষায়, মেধা তালিকায় স্থান করে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করেছে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের ছাত্র জিষ্ণু দাস মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেছিল। এ বছর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সায়ক বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করে পূর্বতন সাফল্য ও গৌরবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। দেশ-বিদেশে চাকদহ রামলাল একাডেমীর বহু ছাত্র-ছাত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নৈপূণ্য ও মেধার স্বাক্ষর রেখে এ প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে আমাদের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভোকেশনাল কোর্স করবার সুযোগ রয়েছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে, স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবার ও সমাজের উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের দুটি ক্যাম্পাসই সুদৃশ্য-প্রাচীর ও বৃক্ষশ্রেণী দিয়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে দুই ক্যাম্পাসে ৫০-এরও অধিক শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য শ্রেণিকক্ষে রয়েছে বৃহৎ আকারের টিভি স্কিন। যার দ্বারা শিক্ষার্থীগণ দ্রুত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ধারণা পেতে পারবে। আবার একথাও ঠিক যে আমাদের গ্রন্থাগারে কিছু সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অপ্রতুলতাও রয়েছে। আগামী দিনে নিশ্চয়ই আমরা এই অবস্থা নিরশনে সচেষ্ট হব। বিদ্যালয়ের তালতলা ভবনের রয়েছে, বিস্তীর্ণ ক্রীড়াঙ্গণ ক্রীড়া জগতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের ঐতিহ্য স্মারক হয়ে অবস্থান করছে।

## বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের সহাবস্থান ঃ

বিদ্যালয়ে বর্তমানে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের পাশাপাশি, সমান্তরাল ভাবে ইংরেজি মাধ্যমেও পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

শুরু হয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয়। বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে সুদক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দক্ষতার সঙ্গে অবিরাম শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সচল রেখেছেন।

## একাডেমীতে সংস্কৃতি চর্চা ঃ

বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন তথা স্টেশন সংলগ্ন ভবনে রয়েছে নিজস্ব মঞ্চ মুক্তধারা। শিক্ষার্থীরা, পাঠক্রমের পঠন-পাঠনের সাথে সাথে, সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন, কাব্যচর্চা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতিভাকে প্রতিভাত করে চলেছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান, রাখি উৎসব ও শারদ উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চার অবকাশে, তাঁদের হৃদয়ের সুপ্ত নান্দনিক অনুভূতি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ করে থাকে।

রামলাল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা দিবস ১লা আগস্ট উপলক্ষ্যে নৃত্য-গীত-নাটক-আবৃত্তি-অঙ্কন বিষয়ে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকে। বিদ্যলায়ের শিক্ষার্থীগণ হৃষ্ট মনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নিয়ে থাকে। গীত, নৃত্য, নাটক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ জেলা ও রাজ্যস্তরে তাদের মেধা, প্রতিভা ও কৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে কর্মশালায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জেলা, রাজ্যস্তরে তো বটেই, এমনকি জাতীয় স্তরেও তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় স্তরের 'প্রেরণা উৎসবে' বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র শ্রী অমিত বিশ্বাস অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। সমগ্র দেশের সুযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অমিত এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ধন্য করেছে এবং জাতীয় স্তরে বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে বিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষের স্বাক্ষর রেখেছে।

## ক্রীড়া চর্চায় বিশিষ্টতা ঃ

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক শ্রী নিশীথ মণ্ডল মহাশয়ের সুদক্ষ পরিচালনায়, ছাত্র-ছাত্রীগণ রাজ্যস্তরে ও জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। জেলা ও রাজ্যস্তরে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি এবং স্পোর্টসের বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যালয়ের ক্রীড়াপটু ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া চর্চায় সাফল্যের কিছু খতিয়ান না দিলে অন্যায় হবে —

এবছরের ২৫ এপ্রিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর তত্ত্বাবধানে, বিদ্যালয়ের অনূর্ধ্ব ১৫ বছরের বালক বিভাগের ছাত্ররা দলগতভাবে দ্বিতীয় হয়েছে।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগের মেয়েদের ডিসকার্স থ্রো এবং শর্ট পাট থ্রো-এ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তৃণা মণ্ডল ব্যক্তিগতভাবে দুটি ইভেন্টেই জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

অনূর্ধ্ব ১২ বিভাগের বালকদের দৌড় প্রতিযোগিতায় পঞ্চম শ্রেণীর অঙ্কিত কুণ্ডু জেলাস্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বালকদের অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র স্বস্তিক মণ্ডল ও রাজদীপ সাহা, জেলা ও রাজ্যস্তরের খো খো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য হিসেবে অংশ নিয়েছে। যা অন্যান্য ক্রীড়া-প্রেমী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আদর্শ। ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র অয়ন হালদার, রাজ্য পর্যায়ের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিদ্যালয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়া বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে যোগাসন ও জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় গ্রুপযোগা ও আর্টিস্টিকযোগাতে, জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ আদায় করে নিয়েছে।

২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী প্রমিতি বর্মন জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। প্রমিতি জাতীয় স্তরের যোগ প্রতিযোগিতায় দেশের সেরাদের মধ্যে সেরা হয়। যা কেবল চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নয়, সমগ্র রাজ্যের মানুষের কাছে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তাই বলি, এ বিদ্যালয়ের তালতলা ভবন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ক্রীড়াঙ্গনটি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীদের নিকট ক্রীড়াচর্চার আদর্শ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে।

## জাতীয় সেবা প্রকল্পে (NSS) চাকদহ রামলাল একাডেমি ঃ

ভারত সরকারের জনসেবা মূলক প্রকল্প হল NSS; যেটি কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত হয়। এই স্কিমটি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজির জন্ম শতবর্ষে চালু করা হয়েছিল। জাতীয় সেবা প্রকল্পের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ কল্যাণের ধারণা জাগ্রত করা এবং পক্ষপাতহীন ভাবে সমাজকে সেবা প্রদান করা।

এদেশের অধিকাংশ সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে NSS ইউনিট চালু রয়েছে। একটি ইউনিটের সাধারণত ২০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী থাকে।

মানব সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক ও সেবামূলক কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাকদহ রামলাল একাডেমী 1985 খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সেবা প্রকল্পের একটি সদস্য ইউনিট হিসেবে কাজ শুরু করে। চাকদহ রামলাল একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীগণ দীর্ঘদিন ধরে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামগুলিতে সেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে আসছে।

বর্তমানে শিক্ষক শ্রী রাজেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পরিচালনায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের NSS ইউনিটের কার্যাবলি সুচারুরূপে এগিয়ে চলেছে। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সেবা আদর্শের দ্বারা

ইউনিটের কাজগুলি সম্পন্ন করার অনুপ্রেরণা পায়। বর্তমান বছরে বিদ্যালয়ের NSS ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দলিত-শ্রেণীর মহান ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় সংবিধানের রূপকার বাবাসাহেব আম্বেদকারের জন্ম জয়ন্তী NSS ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে পালন করা হয়েছে। আধুনিক জীবনের জটিল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য NSS ইউনিটের পক্ষ থেকে ট্রাফিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের আধিকারিকদের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে হঠাৎ আগুনের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সচেতনতামূলক আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের NSS ইউনিট বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পরিবেশবিদ ড. ইফতিকার আলম মহাশয়ের উপস্থাপনায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কুফল বিষয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে। এভাবে বিদ্যালয়ের NSS ইউনিট উন্নত সমাজ গঠনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের মত রামলাল একাডেমীর NSS ইউনিটও আগামী দিনে, সেবা কার্যে তাদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশেষ স্বাক্ষর রাখবে।

**অবসর গ্রহণ ঃ**

বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষিক শ্রী বিজন কুমার চক্রবর্তী মহাশয় এ বছরের ৩১শে জানুয়ারী কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বিজন বাবুর পাণ্ডিত্য আমাদের মুগ্ধ করে, তার বিনয় আমাদের আদর্শ হয়ে উঠে। তিনি একাধারে বিনয় ও পাণ্ডিত্যের মূর্ত প্রতীক যেন। কালের নিয়মে একদিন সকলকেই কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হবে। তবু এই সহকর্মী-অগ্রজ-সুহৃদের অনুপস্থিতি আমাদের নিয়ত পীড়া দেয়। আমরা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিজন বাবুর সুস্থ, নীরোগ, কর্মমুখর দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি।

আমাদের একান্ত প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকদহ রামলাল একাডেমীর দুটি ক্যাম্পাস। তাই তার দুটি স্টাফ রুম। বিদ্যালয়ে বর্তমান বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম মিলিয়ে পূর্ণ সময় ও আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৮০ এর কাছাকাছি। এই বহু সংখ্যক অত্যন্ত যোগ্য-দক্ষ সদস্যদের নিয়ে রামলাল পরিবার ও তার স্টাফ কাউন্সিল। রামলাল একাডেমী তার নিজস্ব ঢঙে ও ভাবনায় দৈনন্দিন শিক্ষাকার্য থেকে অন্যান্য কর্মসূচি সুচারুরূপে পালন করে থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ২৫০০-এর কাছাকাছি। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী নিয়ে রামলালের স্টাফ কাউন্সিল অত্যন্ত সৌহার্দের সঙ্গে তার কাজকর্ম পরিচালনা করে চলেছে। যা আগামী দিনে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মসূচি সমূহ যুগোপযোগী

ও বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালনা করবার অঙ্গীকার নিয়ে কালজয়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করব এটাই আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের চ্যালেঞ্জ !

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকার শিরোনাম নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা ও বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে। অবশেষে এ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে রাখি। ক্রেওল (Creole) এক ধরণের মিশ্র ভাষা। মূলত ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের জন্য মিশ্রভাষা 'পিজিন' গড়ে উঠেছিল। 'পিজিন' সবসময়েই ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে সৃষ্ট ভাষা; তা কোন জাতির মানুষের মাতৃভাষা নয়। কাছাকাছি আসা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে 'পিজিন' ভাষাটিও লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ভিয়েতনামে ব্যবহৃত 'ফরাসি পিজিন' লোপ পেয়েছে। এ ছাড়াও 'পিজিন' ইংরেজি'রও লোপ ঘটেছে। কিন্তু যখন কোনো 'পিজিন' দীর্ঘস্থায়ী হয়ে কোনো গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পরিণত হয়, তখন তা ক্রেওল (Creole) হয়ে ওঠে। ক্রেওলের জন্ম 'পিজিন' থেকেই। ক্রেওল হল 'পিজিনের' পরিণত বা বিকশিত রূপ। যেমন 'মরিশাস ক্রেওল'। মূলত ফরাসি ভাষার মিশ্রণে এই ক্রেওলের জন্ম। ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপে 'মরিসাস ক্রেওল' মিশ্র ভাষার ব্যবহার রয়েছে।

এ পত্রিকায় শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরী হৃদয়ের মিশ্র অনুভূতির ফুলগুলি তাই স্থায়ী ভাবনার মালা হয়ে, পাতায় পাতায় বিরাজমান, তাই এ পত্রিকা 'ক্রেওল'।

সাধন মণ্ডল
**সম্পাদক**
**স্টাফ কাউন্সিল**
চাকদহ রামলাল একাডেমি

"মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার বেশী অধর্ম আর নেই।"

*— রামমোহন রায়*

"শিক্ষার প্রথম কাজ হলো কৌতুহলের শিকে ছেঁড়া।"

— আইভরি ব্রাউন

# ফিরে দেখা এক বছর (২০২৪-২০২৫) ঃ চাকদহ রামলাল একাডেমি

*ড. রিপন পাল*
প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক

১ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের গর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার ১১৮-তম প্রতিষ্ঠা দিবস বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপন করেছে। সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা ''ক্রেওল'', যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। আজ সেই গৌরবময় মুহূর্তের প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত। আমরা এখন ১১৯-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বিগত এক বছরে বিদ্যালয়ের যে অগ্রগতি, সাফল্য ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমাদের হৃদয়ে গর্বের অনুভূতি জাগায় এবং ভবিষ্যতের পথে চলার জন্য নতুন অনুপ্রেরণার জন্মদেয়। নিঃসন্দেহে, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের পথে এখনও অনেক কিছু করার আছে - রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা। তবুও শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত সহযোগিতায় বিদ্যালয় এগিয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের পথে। এই ধারাবাহিক অগ্রগতি আমাদের মনে এক অনির্বচনীয় আবেগ ও গর্বের জন্মদেয়। এই অনুভবই আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, বিদ্যালয়ের প্রাচীন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে গৌরবময় ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে।

**বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের কিছু কথা ঃ**

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই বিশেষ মুহূর্তে, বিদ্যালয়ের অতীতকে স্মরণ করা যেন এক অমূল্য অনুশীলন। প্রতিবছরের মতো এবারও বার্ষিক পত্রিকার পাতায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বের কিছু কথা অতি সংক্ষেপে হলেও তুলে ধরা যেন এক অনিবার্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। কেননা, যখন হাতে আসে এই পত্রিকা-প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দঘন আবহে তখন যদি বিদ্যালয়ের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টে না দেখা যায়, কোথায় যেন এক অপূর্ণতা থেকে যায়। মনে হয়, আজ যে গৌরবের শিখরে আমরা দাঁড়িয়ে, তার শিকড়কে স্পর্শ না করতে পারার এক নিঃশব্দ শূন্যতা মনকে গ্রাস করে। সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করতেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যেন উপলব্ধি করতে পারে তাদের শিক্ষাজীবনের প্রেরণার মূল উৎস, আমরা ফিরে যাই সেই অতীতের সূচনালগ্নে। এই ফিরে দেখা শুধু অতীতচর্চা নয়, বরং তা হয়ে ওঠে আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎসসন্ধান।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে চাকদহে বাহ্ম সমাজের উদ্যোগে একটি ব্রাহ্মসভা ও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। তবে এই সময় নীলকর সাহেবরা আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করায় চাকদহে দুটি 'কেরানি স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কেরানি স্কুলটি পরে উঠে গেলেও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠিত কেরানি স্কুলটি চলতে থাকে। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত এই 'কেরানি স্কুল' ছিল চাকদহ রামলাল

একাডেমির আদিরূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী কাশীশ্বর মিত্র এই 'কেরানি স্কুল'টি ১৮৬৪ সালে 'মিডিল ইংলিশ স্কুল' নামকরণ করেন। এখানে পড়ানো হতো ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত। ১৮৬৪ সালে এই এলাকায় আর কোন স্কুল ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন, ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদান করতেন এবং উৎসাহ প্রদান করতেন। পরবর্তীতে ১৮৮০ সাল থেকে মিডিল ইংলিশ স্কুলটি 'বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন' নামে খ্যাতি লাভ করে। রামলাল একাডেমির নামকরণের আগে পর্যন্ত স্কুলটি 'বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন' নামে পরিচিত ছিল। কলকাতা নিবাসী রামলাল সিংহ ১৯০৮ সালে বিদ্যালয় এর জন্য তিন কিস্তিতে দশ হাজার টাকা দান করেন এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন গৃহ নির্মাণ হয়। স্কুলের নাম হয় 'দি রামলাল একাডেমী'। পুরানো মিডিল ইংলিশ স্কুলের বড় হলটিকে বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রূপকার বেণীমাধব বোসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নাম রাখা হয় 'দি বেণীমাধব বোস মেমোরিয়াল হল'। স্কুলটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অনুমোদনের সাপেক্ষে দুই বছরের জন্য সুপারিশ থাকলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্ট্রার জি. থিবট শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি সহ বিদ্যালয়টিকে প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য অনুমোদন করেন। সেই সময় স্কুলে শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১১টি ক্লাস হত। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় নাম সংযোজিত হয় এবং বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় 'চাকদহ রামলাল একাডেমি'।

পরবর্তীতে এই বিদ্যালয় বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি এবং বাংলা মাধ্যম চলছে। এই বছর ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ইংরাজি মাধ্যম আগে থেকেই শুরু হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগের পাশাপাশি রয়েছে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন কোর্স।

**বিদ্যালয়ের দুটি ভবন ঃ**

বিদ্যালয়ের ভবন দুটি হল — পুরাতন ভবন ও তালতলা ভবন। তালতলা ভবনে রয়েছে সুশৃঙ্খলভাবে একসাথে মিড-ডে মিল গ্রহণের সুব্যবস্থা। ছাত্রদের জন্য সাইকেল গ্যারেজ, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাবরেটরী, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সোলার সিস্টেম, ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য টয়লেট। তালতলা ভবনে এই বছরে শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য একটি সাইকেল গ্যারেজ করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে শ্রেণী কক্ষসহ বিদ্যালয়ের ভবনটিকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং ব্রডব্যান্ডও সংযোগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের অর্থানুকূল্যে একটি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যালয় প্রশাসনের আগামী দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী তালতলা ভবনের শ্রেণীকক্ষ গুলির সংস্কার সহ বিদ্যালয়ের মাঠ, টয়লেট ও সুইমিং পুলের সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

পুরাতন ভবনে ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য ছয়টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরাতন ভবনে

নতুন ঘরগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ছাত্রদের টয়লেটের সংস্কার করা হয়েছে। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দুটি করে সেকশন চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অত্যাধুনিক এবং যুগোপযোগী যে সকল বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সংযোজন করেছে তার মধ্যে এ বছর বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে নতুন দুটি সাবজেক্ট শুরু হয়েছে, একটি হলো এপ্লাইড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (APAI) এবং অপরটি ডাটা সায়েন্স (DTSC)। গত বছর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের সেমিস্টার পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন চালু করা হয়েছে। এই বছরে উচ্চ-মাধ্যমিকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেশী। দুটো ক্যাম্পাসেই গরমের তীব্রতার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু ফ্যান লাগানো হয়েছে। দুটি ভবনেই টিচার্স রুম এবং ক্লাস রুমের মধ্যে পর্যাপ্ত চেয়ার এবং বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুগল টিভি বসানো হয়েছে। পরবর্তীতে সমস্ত ক্লাসগুলিতেই বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে পুরাতন ভবনে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের জন্য QR অ্যাটেনডেন্স ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এর সুফল প্রাপ্তি সাপেক্ষে তালতলা ভবনেও এই ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অত্যধিক ধূলার প্রভাব থেকে পুরতন ভবনের বিদ্যালয় চত্বরকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে মুক্তধারা মঞ্চের সামনে পেপার ব্লক বসানো হয়েছে। অফিস কক্ষকে আলাদা করার জন্য সর্বোপরি ছাত্রছাত্রী স্বার্থে মাঝে একটি স্টিলের গ্রিল স্থাপন করা হয়েছে।

**পুরাতন ভবনে জয়েন্ট এনট্রান্স-মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি সেন্টার ঃ**

এবছর বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ''যোগশ্রী প্রকল্প'' এর স্টাডি সেন্টার উদ্বোধন হয়েছে। রাজ্যের জেনারেল, ওবিসি, মাইনরিটি সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের যোগশ্রী প্রকল্পে বিনামূল্যে JEE / WBJEE / NEET-2026 (জয়েন্ট এনট্রান্স – ENGG & MED) এই কোচিং নিতে পারবে। এই প্রকল্প উদ্বোধন হওয়ায় খুশি অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। শনিবার বিদ্যালয় ছুটির পর এবং রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত এই স্টাডি সেন্টারে কোচিং চলছে। আবেদন করতে পারবে যে কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। নির্বাচিত হবে মাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে।

**ছাত্র সম্পদ এবং আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা ঃ**

**ক) বিভিন্ন বছরে রাজ্যস্তরের মেধাতালিকায় ছাত্র-ছাত্রীরা ঃ**

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। অধ্যাপক ডক্টর সমর গুহ রায় এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর

জন্য আমরা গর্বিত। বিদ্যালয়ের অন্য কৃর্তি ছাত্র শ্রী দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী IAS অফিসার (১৯৬০) হিসাবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সৌপ্তিক চক্রবর্তী ২০১৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। শুভ্রজিৎ মণ্ডল ২০১৬ সালে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০১৬ সালের মাধ্যমিকে সৌম্যজিৎ দশম এবং দেবাঞ্জন বসু রায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কিশলয় সরকার ২০১৬ সালে মাধ্যমিকে ১৩তম স্থান অধিকার করে এবং উচ্চমাধ্যমিকে ২০১৮ সালে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। জিষ্ণু দাস ২০২৪ সালে মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করে।

**খ) বর্তমান বছরে রাজ্যস্তরের মেধাতালিকায় ছাত্র-ছাত্রীরা ঃ**

২০২৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সায়ক বিশ্বাস — প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯ (৯৭.৮%)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সায়ক বিশ্বাস উচ্চ-মাধ্যমিকে এ বছর রাজ্যের নবম স্থান ও জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই বছর সায়ক NEET All India Rank করেছে 9760 এবং জেনারেল ক্যাটেগরী Rank-4419 অর্জন করে মেডিকেল পড়ার সুযোগ লাভ করেছে।

২০২৫ সালে মাধ্যমিকে বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে আদৃত রায়। আদৃত-র প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৭ (৯৬.৭১%)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আদৃত জেলায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

**গ) জগদীশ বোস ন্যাশনাল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চ (JBNSTS)-এ ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য ঃ**

বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং জগদীশ বোস ন্যাশনাল সাইন্স ট্যালেন্ট সার্চ-এর সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর সাইন্স অলিম্পিয়াডে সাফল্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে এবং বিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করেছে।

২০২৪ সালে বিদ্যাসাগর সাইন্স অলিম্পিয়াডে বিদ্যালয়ের ছাত্র অনুভব মণ্ডল এবং অংশুমান বিশ্বাস থার্ড লেয়ার-এ উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিগত বছর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তনিকা রায় JBNSTS আয়োজিত JBNSTS জুনিয়র বিজ্ঞান কন্যা মেধাবৃত্তি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ এবং সৌরাশীষ মিত্র পেয়েছে JBNSTS আয়োজিত JBNSTS জুনিয়র স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩।

এই বছর বিদ্যালয়ের বর্তমান দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জিষ্ণু দাস এবং অর্কদেব বোস, JBNSTS আয়োজিত 'JBNSTS জুনিয়র স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' পেয়েছে। এছাড়া বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রিয়ম ঘোষ পেয়েছে JBNSTS আয়োজিত 'JBNSTS – Encouragement Award-2024'। এই অ্যাওয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট অফ সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি এন্ড বায়োটেকনোলজি, গভর্ণমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর অর্থানুকূল্যে দেওয়া হয়।

**ঘ) ইন্সপায়ার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি ঃ সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, গভার্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে ঃ**

২০২০-২১ সালে রূপঙ্কর মণ্ডল, ২০২৩-২৪ সালে মধুরিমা দে সরকার এবং ২০২৪-২৫ শ্রেয়ান সমাদ্দার সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, গভর্মেন্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে ইন্সপায়ার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি বিদ্যালয়কে গর্বিত করে।

**ঙ) রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলাধূলায় ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য কিছু পারফরমেন্স ঃ**

২০২৪ শিক্ষা বর্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী স্বস্তিকা সরকার School Games Federation of India আয়োজিত কাবাডিতে নদীয়া জেলার ক্যাপ্টেন হিসেবে জেলা দলে খেলেছে এবং জাতীয় স্তরে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়ে হরিয়ানায় ন্যাশনাল কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

২০২৪ শিক্ষা বর্ষের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তনিমা বিশ্বাস বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত National School Games - 2024-25 জেলায় গ্রুপ যোগা এবং আর্টিস্টিক যোগাতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

West Bengal State Council for School Games and Sports, Under School Education Department Government of West Bengal কর্তৃক আয়োজিত 68th West Bengal State School Games' 2024 in Kho-Kho, U-14 yrs Boys (From 4th Oct. - 2024 to 6th Oct. - 2024) -এ নদীয়া জেলার হয়ে রাজ্যস্তরে Kho-Kho, খেলায় রাজদীপ সাহা এবং স্বস্তিক মণ্ডল প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের মধ্যে রাজদীপ জাতীয় স্তরে খেলার জন্য মনোনীত হয়েছে।

বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র অভীক সিংহ রায় ও অগ্রজ দত্ত West Bengal State Council for School Games and Sports, Under School Educaiton Department Government of West Bengal কর্তৃক আয়োজিত 68th West Bengal State School Games' 2024 in CRICKET, U-19 Yrs. Boys (From 12th Dec. - 2024 to 17th Dec. - 2024)-এ নদীয়া জেলার হয়ে রাজ্যস্তরে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

**Kalyani Sub-Divisional 86th Annual Sports meet-2025-এ ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য ঃ**

১) তৃষা মণ্ডল (একাদশ বিজ্ঞান - ইংরেজি মাধ্যম) ডিসকাস থ্র ১ম, শর্ট পার্ট ১ম ও জ্যাভলিন থ্র তৃতীয় (অনুর্দ্ধ ১৯ বালিকা) মহকুমা সেরা এথলেট অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ অর্জন করে। উল্লেখ থাকে যে জেলা স্তরে তৃষা ডিসকাস থ্র এবং শর্ট পাটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

২) চঞ্চল দাস একাদশ শ্রেণী, কলা বিভাগ – শর্ট পার্ট ১ম, ডিসকাস থ্র দ্বিতীয় (অনুর্দ্ধ ১৯ বালক)।

৩) সৌম্যদ্বীপ রায় নবম শ্রেণী শর্ট পার্ট ১ম (অনুর্দ্ধ ১৭ বালক)

৪) ইমন দেবনাথ নবম শ্রেণী ১০০ মিটার দৌড় দ্বিতীয় (অনুর্দ্ধ ১৭ বালক)

৫) অর্ণব কুমার গুহ - দশম ট্রিপল জ্যাম্প তৃতীয় (অনুর্দ্ধ ১৭ বালক)

৬) সৌভিক সাহা - সপ্তম ৪০০ মিটার দৌড় প্রথম (অনুর্দ্ধ ১৪ বালক)

৭) সৌম্যদ্বীপ মুণ্ডারী অষ্টম ১০০ মিটার দৌড় তৃতীয় (অনুর্দ্ধ ১৪ বালক)

৮) অঙ্কিত কুণ্ডু পঞ্চম শ্রেণী (অনুর্দ্ধ ১৪ বালক) ২০০ মিটার-এ দ্বিতীয়, ১০০ মিটার-এ তৃতীয় লং জাম্প-এ তৃতীয়। উল্লেখ থাকে যে নদীয়া জেলায় অঙ্কিত তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

**ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (CAB) ঃ**

আয়োজিত (অনুর্ধ্ব ১৫ বছর বালক) ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জেলাস্তরে আমাদের বিদ্যালয় রানার্স হয়েছে। এছাড়া কাবাডিতে দুটি টীম জেলা পর্যায়ে এবং সুব্রত কাপেও সাব ডিভিশন পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে।

**চ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য ঃ**

এ বছর চাকদহ নবম বইমেলা উপলক্ষে প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড় গ্রন্থটির উপর, চিন্তাশীল গ্রন্থপাঠ বিষয়ে, চাকদহ ব্লকের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পদ পাল, উজান দাস, ঋষিকা বিশ্বাস এবং আরিক্তা মাইতি, পুরস্কার পেয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্পদ পাল প্রথম হয়েছে এবং উজান দাস তৃতীয় হয়েছে। এছাড়া ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী তথা-তনিকা রায়, সৌরাসিশ মিত্র, অগ্নিভ নন্দী, ঋতাদৃত মল্লিক দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আয়োজিত গণিত অভীক্ষাতে চাকদহ রামলাল একাডেমী থেকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এ বছর জেলাস্তরে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে তারা হলো — অষ্টম শ্রেণী, প্রথম – অনির্বাণ মণ্ডল, দ্বিতীয় – ঋষিকা বিশ্বাস, ঊর্জিতা ভৌমিক, সৌম্যদীপ ঘোষ, সৈকত বিশ্বাস ও সম্পদ পাল, তৃতীয় – পল্লব জোয়ারদার, নোমান ইব্রাহিম, সায়ন্তন চ্যাটার্জী, নবম শ্রেণী ঃ দ্বিতীয় – অনুভব মণ্ডল, তৃতীয় – সৌম্যদীপ পাল।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় – PG-I আয়োজিত MAT-2025 পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছেন তারা হল — পল্লব জোয়ারদার – নবম শ্রেণী (তৃতীয়), সম্পদ পাল – নবম শ্রেণী (চতুর্থ), শুভায়ন দে – পঞ্চম শ্রেণী (ষষ্ঠ), অনিশ দাস – ষষ্ঠ শ্রেণী (দশম) ও আওয়ান মণ্ডল – ষষ্ঠ শ্রেণী (নবম)।

**ছ) উচ্চ-মাধ্যমিকের পর ছাত্রছাত্রীদের কিছু উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স ঃ**

২০২৪ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র অরণ্য রায়, দেবেশ সোম, রিতম বিশ্বাস, মন্দিরা দত্ত ও সান্নিভ শিকদার NEET-এ ভালো পারফরমেন্স করে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছে। JEE Advanced (IIT) 2025 সালে অমিত বিশ্বাস-এর All India Rank – 1780। অমিত ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের Rank পঞ্চম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮০), জেলায় ষষ্ঠ, রাজ্য তালিকায় ১৮-তম স্থান অর্জন করেছে। ২০২৫ সালে সায়ক বিশ্বাস উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের Rank প্রথম (প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯, ৯৮.৮%), জেলায় প্রথম, রাজ্য তালিকায় নবম স্থান অর্জন করেছে। সায়ক NEET All India Rank করেছে 9760 এবং জেনারেল ক্যাটেগরী Rank 4419 অর্জন করে মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ লাভ করেছে।

এই বছর মহকুমা স্তরে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ন্যাশন্যাল রোল প্লে-তে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

**বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি ঃ**

এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় সুবল চন্দ্র মণ্ডল মহাশয় ন্যাশনাল টিচার অ্যাওয়ার্ড পান, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী তুষার কান্তি পাল ২০২১ সালে রাজ্য স্তরে জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্টেট অ্যাওয়ার্ড পান। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আনন্দময় মণ্ডল ২০১৮ এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক ডক্টর রিপন পাল ২০২১ সালে শিক্ষারত্ন সম্মাননা লাভ করেন। ২০২৫ সালে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সৌমেন দে ''দ্রোনাচার্য-২০২৪'' সম্মাননা লাভ করেন। ২০২৫ সালে ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষক সম্মান-২০২৫ সম্মাননা লাভ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রী নিশীথ মণ্ডল, শ্রী সমীর কুণ্ডু, ড. সৌমেন দে, এবং শিক্ষিকা শ্রীমতী মৌমুক্তা দে।

**ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য যা করা হয়েছে ঃ**

বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবস উদযাপনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়, কন্যাশ্রী দিবস উৎযাপনে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে, নেচার স্টাডি, বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ওয়ার্কশপে, সেমিনারে ও সামার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সার্বিক প্রস্তুতিতে আন্তরিক সাহায্য করেছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং এম.পি. বিড়লা প্লানেটরিয়াম-এর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন ও ভারতের ভূমিকা' বিষয়ক সেমিনার ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র পূজনীয় শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার মহাশয়। তাঁর প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছে। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী সম্মাননীয়া এম.পি. বিড়লা প্লানেটরিয়াম-এর প্রধান বক্তা Mrs. Shilpi Gupta, Scientific Officer, MPBIFR, MPBP, Kolkata এবং সম্মাননীয় Pintu Kanthal, Faculty, MPBIFR। বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম মিলিয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেছে। সেমিনার ও আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নানা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছে।

বিগত তিন বছরের তুলনায় National Means Cum Merit Scholarship (NMMSE) পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। এবছর বিদ্যালয়ের বিগত বছরের তুলনায় রেকর্ড ভেঙে ১৩ জন ছাত্রছাত্রী এই স্কলারশিপ অর্জন করেছে। Vidyasagar Science Olympiad (VSO) ও NMMSE-পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যথাক্রমে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ফলে দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের আশানুরূপ অংশগ্রহণ ও ব্লক, সাব-ডিভিশন, জেলা ও রাজ্যস্তরে সাফল্য লাভ বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধি করছে।

কলেজ ও বিদ্যালয় স্তরে The Bureau of Indian standards (BIS), the National Standards Body of India কর্তৃক যে Standard-ক্লাব গঠন কর্মসূচি শুরু হয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই বছর স্ট্যান্ডার্ড ক্লাব গঠন হয়েছে।

বইপড়ার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন অব্যাহত রেখে বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে ২৪ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত কলেজ স্ট্রিট বুক পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খেলাধুলা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজ ও

কনজিউমার ফোরামের কাজ চলছে। এই বছর জাতীয় সেবা প্রকল্প-এর এবং জেলা কনজিউমার ফোরামের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির ও সমাজ সেবা মূলক কাজ করা হয়। এছাড়া ব্যিদালয়ে নিয়মিত অভিভাবক সভা করা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের এই সার্বিক সাফল্যে তাদের মেধা-পরিশ্রম এবং শিক্ষক মহাশয়দের সক্রিয় সহযোগিতাকে সাধুবাদ জানাই এবং প্রত্যাশা রাখি আগামী দিনেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-ক্রীড়াক্ষেত্রে চাকদহ রামলাল একাডেমীর এই ধারাবাহিক সাফল্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

**প্রাক্তনী সমিতি ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ঃ**

প্রাক্তনী সমিতির সদস্যবৃন্দ তথা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন ও বিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন।

**আমাদের যে সকল স্কলারশিপ চালু রয়েছে তা প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রতি বছর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঃ**

**গত বছর (২০২৪) যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন স্কলারশিপ পেয়েছে —**

১। **প্রদোষ কুমার রায় স্মারক বৃত্তি ঃ**

(মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের এবং বৃত্তি প্রদান করা হয়)

মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ ২০২৪ ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ঃ জিষ্ণু দাস (৯৮) ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪ ঃ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক উদ্দীপন বৈদ্য (৯০)।

২। **শ্রী শংকর নাথ সরখেল প্রদত্ত বৃত্তি ঃ**

(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক)

মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ ২০২৪ জিষ্ণু দাস (৯৬), উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ ২০২৪ (সৌভিক পাল, স্বরূপ নারায়ণ সরকার ও পার্থ সাহা – সকলের প্রাপ্ত নম্বর ৯৭)।

৩। **নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ**

(বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয়)।

বাণিজ্য বিভাগ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক - ২০২৪ রৌনক দাস (৪৬২), সোনালি পাল (৪৫৯)।

৪। **সুব্রত চক্রবর্ত্তী স্মারক বৃত্তি ঃ**

(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।)

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান - ২০২৪ ঃ জিষ্ণু দাস - প্রাপ্ত নম্বর ৯৮।

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন - ২০২৪ ঃ সাগ্নিক সরকার ও সম্বিত সাহা (প্রাপ্ত নম্বর ৯২)।

৫। **পারুলদেবী স্মারক বৃত্তি ঃ**

(উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র বা ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়।)

উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন - ২০২৪ ঃ সাগ্নিক সরকার ও সম্বিত সাহা (প্রাপ্ত নম্বর ৯২)।

৬। **অভ্রদীপ দাম স্মারক বৃত্তি ঃ**

(উচ্চমাধ্যমিকে গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়া হয়।)

উচ্চমাধ্যমিক - ২০২৪ ঃ গণিত - সম্বিত সাহা (প্রাপ্ত নম্বর ৯৯), পদার্থবিদ্যা - সম্বিত সাহা (সর্বোচ্চ নম্বর ৯১)।

৭। **পুষ্প রাণী বসু স্মারক বৃত্তি ঃ**

(উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণমান, হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ এবং বাংলা ও ইংরাজী বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের দেওয়া হয়)

উচ্চ মাধ্যমিক - ২০২৪ ঃ গণিত - পূর্ণমান এবছর কেউ পায়নি, হিসাব শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ঃ রৌনক দাস (৯৩), ইংরেজিতে সর্বোচ্চ ঃ আয়ুষ ভৌমিক - (প্রাপ্ত নম্বর ৯৬), উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঃ ২০২৪ সৌভিক পাল, স্বরূপ নারায়ণ সরকার ও পার্থ সাহা – সকলের প্রাপ্ত নম্বর ৯৭।

৮। **অসীম লাহিড়ী স্মারক বৃত্তি ঃ**

এই বৃত্তি নবম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ভূগোল বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ছাত্র বা ছাত্রীকে দেওয়া হবে।

২০২৪ সালে পেয়েছে শ্রী রূপঙ্কর দত্ত।

৯। **পণ্ডিত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ**

রূপেশ বিশ্বাস ও অংশুমান বিশ্বাস।

১০। **আগামী বছর চালু হবে কল্যাণ কুমার মিত্র স্মারক বৃত্তি।**

**বিদ্যালয় থেকে বিগত বছরে যারা অবসর গ্রহণ করলেন ঃ**

কর্মজীবন থেকে ৩১/০১/২০২৪ তারিখ ইতিহাস বিষয়ের সহ শিক্ষক শ্রী বিজন চক্রবর্তী মহাশয় অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী বিজন চক্রবর্তী মহাশয়ের সুদীর্ঘ, নীরোগ, আনন্দময় ও কর্মমুখর অবসর জীবন কামনা করি।

পরিশেষে বলি, এই বছর আমাদের বিদ্যালয়ের গৌরবময় বার্ষিক পত্রিকা 'ক্রেওল' তার ৫৫ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং এটি প্রকাশিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। এ পত্রিকার প্রকাশনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন — আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, সম্মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, এবং বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী সকল গুণীজন — তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাঁদের নিষ্ঠা, শ্রম এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা কেবল কৃতজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ রেখে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এ মহৎ কর্মযজ্ঞে তাঁদের অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যালযের এই সৃষ্টিশীল চর্চা আগামীতেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং প্রতি বছরই আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমাদের পথ চলার পাথেয় হবে।

*"Education is not the learning of facts, it's rather the training of the mind to think."*

— Albert Einstein

Celebration of
National Youth day 12 January 2025
Vivekananda Institute of Environment & Management
Eastern Zonal Cultural Centre, Govt. of India

Z.C.C.

CHAKDAHA RAMLAL ACADEMY

Estd. - 1907

P.O.-Chakdaha, Dist.-Nadia